হিফয করতে হলে

শাইখ আব্দুল কাইয়ুম আস-সুহাইবানী

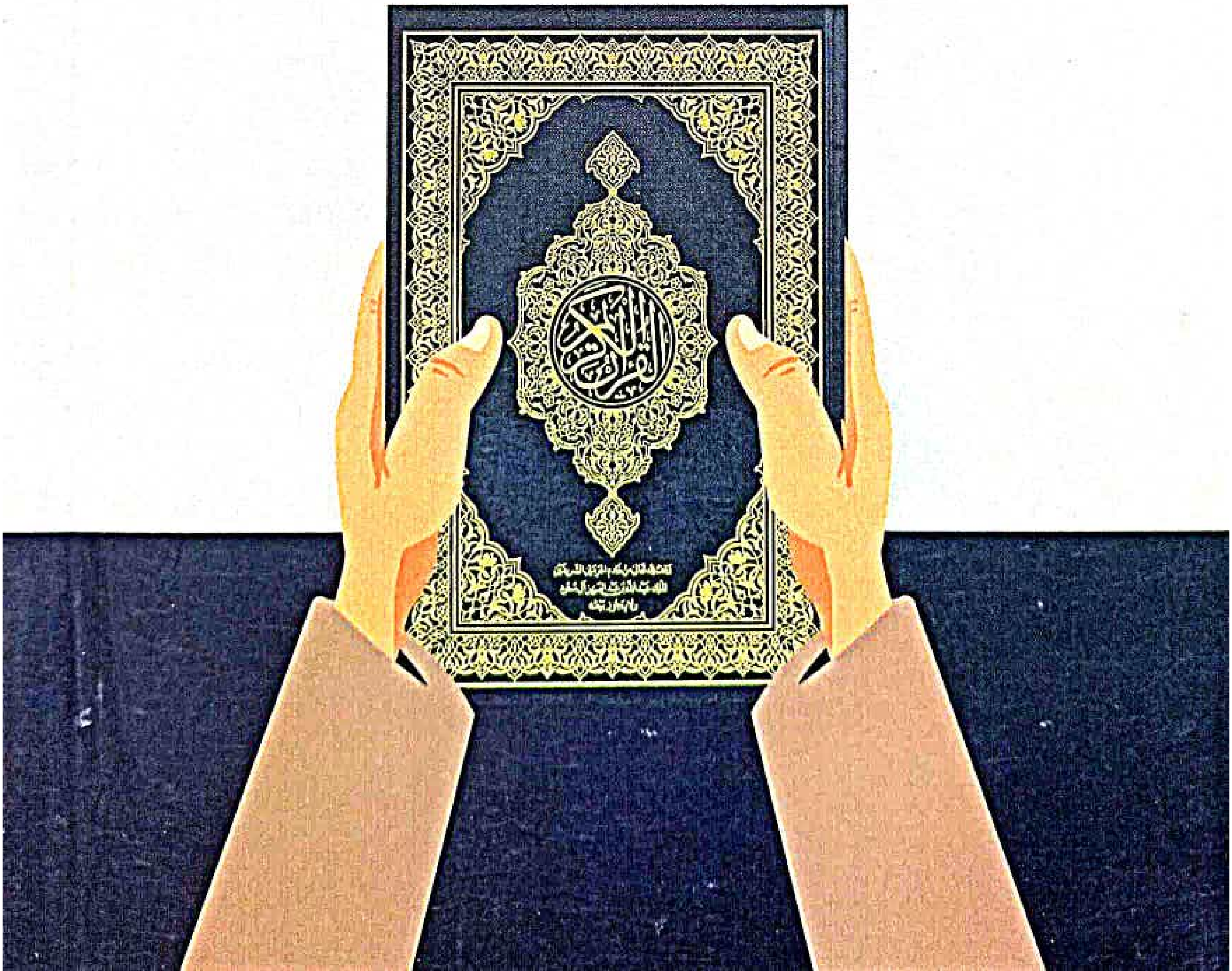

কালের ঘূর্ণাবর্তে সবকিছুর পালাবদল ঘটছে। পরিবর্তন আসছে জীবনের রূপ ও রঙে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন চিন্তা এসে গ্রাস করছে পুরোনো চিন্তার জগৎ। এভাবেই চলছে গ্রহণ-বর্জনের নিরন্তর চক্র।

কালের এই চক্রে সবকিছুতে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগলেও একমাত্র ইসলাম-ই চৌদ্দশত বছর ধরে চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞান বিকাশের অবিকৃত ও পরিপূর্ণ ধারায় রয়েছে বিরাজমান। মানবজাতির জন্য নির্দেশিকা হিসেবে নাযিল হওয়া ইসলামের বার্তাসমূহের রয়েছে সমসাময়িক ও আগামী জীবনের উপযোগিতা। ইসলামের সুমহান সেই বার্তাগুলো-ই বিশ্বাসী মানুষের দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে 'সমকালীন প্রকাশনে'র পথচলা।

সমকালীন প্রকাশন

হিফয

করতে হলে

শাইখ আব্দুল কাইয়্যূম আস-সুহাইবানী

“

إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ

মানুষের মধ্যে কতক লোক আল্লাহর পরিজন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল, তারা কারা?’ তিনি বললেন, ‘কুরআনের বাহকগণ আল্লাহর পরিজন ও বিশেষ বান্দা।’[১]

---

[১] *সুনানু ইবনি মাজাহ,* ২১৫, হাদীসটি সহীহ।

অনুবাদকের কথা

মুখস্থকরণের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য আকাশচুম্বি। একজন সফল ছাত্র ও সফল ব্যক্তি হতে হলে যেমন অত্যধিক পড়াশোনা ও অধ্যয়নের বিকল্প নেই, তেমনি তার অধ্যয়নকৃত জিনিস মুখস্থ করারও বিকল্প নেই। নিজেকে সত্যিকারের জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে হলে একাডেমিক তথ্যের পাশাপাশি এর বাইরেও বিভিন্ন বিষয়ের তথ্যের প্রাচুর্যের মাধ্যমে নিজের মস্তিষ্ক সাজাতে হবে। এ ব্যাপারে যে যত বেশি সফলতার প্রমাণ রাখতে পারবে, সে তত জ্ঞানী হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

আমরা আমাদের মুসলিম জাতির ইতিহাসের দিকে লক্ষ করলে দেখতে পাই, মুখস্থকরণ মুসলিম জাতির ঐতিহ্য। মুখস্থকরণে মুসলিম জাতি যে-ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, তা কখনও কোনো জাতি করতে সক্ষম হয়নি। এর প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তার কাছে জিবরীল আলাইহিস সালাম ওহী নিয়ে আসলে, তিনি তা মুখস্থ করার জন্য তাড়াহুড়ো করতেন। আল্লাহ তাআলা তাকে বলে দেন, 'আপনার তাড়াহুড়োর কোনো প্রয়োজন নেই, মুখস্থ করানোর দায়িত্ব আমার।'[১] রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাহাবীদের বিভিন্ন উপায়ে মুখস্থ করার প্রতি উৎসাহ উদ্দীপনা জোগাতেন।

এরই ধারাবাহিকতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিজরী শতক ছিল মুসলিম ইতিহাসের মুখস্থকরণের সোনালি শতক। এ তিন শতকে ইসলাম, ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য,

---

[১] সূরা কিয়ামাহ, আয়াত : ১৬

শিক্ষা-দীক্ষাসহ যাবতীয় জিনিস সংরক্ষণের মূল মাধ্যম ছিল মুখস্থ। এ তিন শতকের মুসলিমদের কাছে কুরআনুল কারীম মুখস্থ করা ছিল সাধারণ ব্যাপার। আমরা মলাটে আবদ্ধ যে-লাখো হাদীস দেখি, বইয়ের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় যে লাখ লাখ হাদীস বর্ণনাকারীদের আদ্যোপান্ত জীবনী সাজানো হয়েছে, ফিকহের কিতাবে যে লাখ লাখ ফাতাওয়া-মাসায়িল জ্বলজ্বল করছে, এছাড়াও অন্যান্য ইসলামী-শাস্ত্রের যেসব তথ্য-উপাত্ত আমাদের সামনে বিদ্যমান—এর সবই তারা মুখস্থের মাধ্যমে সংরক্ষণ করতেন।

তৃতীয় হিজরী শতকের পর থেকে মুখস্থ-ঐতিহ্য কমতে থাকে এবং লেখার ওপর নির্ভরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে তৃতীয় হিজরী শতক পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার যে স্বর্ণযুগ অব্যহত ছিল, তাতে ভাটা পড়তে থাকে। ফলাফল হিসেবে আমরা বলতে পারি, মুখস্থকরণ হচ্ছে ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতি অবনতির এক বড় মাধ্যম।

তৃতীয় হিজরী শতকের পর থেকে মুখস্থকরণ নামক প্রদীপ আস্তে আস্তে তার আলো হারাতে থাকলেও আজ পর্যন্ত পুরোপুরি নিভে যায়নি। মুসলিম জাতির এই ইতিহাস ঐতিহ্য একেবারে হারিয়ে যায়নি। আজও মুসলিম জাতি এই ইতিহাস ঐতিহ্যে সকল ধর্মের ওপরে। পৃথিবীর বুকে রয়েছে লাখ লাখ হাফিযে কুরআন। কুতুবে সিত্তাহ[১]সহ অন্যান্য হাদীসগ্রন্থের হাজার হাজার হাফিয বর্তমান পৃথিবীতে বিচরণ করছে। এছাড়া অন্যান্য ইসলামী-শাস্ত্রের মৌলিক গ্রন্থ মুখস্থকারীর সংখ্যাও অনেক। এর বিপরীতে অন্যান্য ধর্মের হয়তো একজন অনুসারীও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যিনি স্বীয় ধর্মের কোনো ধর্মীয় গ্রন্থ হুবহু মুখস্থ করেছেন।

মুসলিম জাতির এ ইতিহাস ঐতিহ্য আমাদের কাছে আজ মুহ্যমান। মুখস্থকরণ আমাদের কাছে গুরুত্বহীন এক অথর্ববস্তু হয়ে পড়েছে। আমরা মনে করি, ‘মুখস্থ করা মানে অযাচিতভাবে নিজেকে কষ্টের মুখে ঠেলে দেওয়া এবং অকারণে সময় নষ্ট করা; বরং মুখস্থ করার পেছনে যে-সময়টুকু ব্যয় করি, সে সময়টুকুতে যদি কোনো কিছু লিখে রাখি, তবে অনেক সময় সাশ্রয় হবে এবং নিজের জ্ঞানের ঝুলিতে অনেক তথ্য-উপাত্ত জমা হবে।’ অথচ এটি একটি অমূলক ও ভ্রান্ত ধারণা। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমরা মূল বইয়ে পাব, ইন শা আল্লাহ।

---

[১] হাদীসের প্রসিদ্ধ ছয় গ্রন্থ : *সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানু আবি দাউদ, জামি তিরমিযী, সুনানুন নাসায়ী* ও *সুনানু ইবনি মাজাহ*।

আমরা আরও মনে করি, 'বেশি মুখস্থ করতে গেলে মস্তিষ্কে চাপ সৃষ্টি হয়। ফলে একসময় মস্তিষ্কে সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়।' এটি একটি ভুল ধারণা। মস্তিষ্ক যে-সব মাধ্যমে তীক্ষ্ণ ও উর্বর হয়, তার অন্যতম মাধ্যম মুখস্থকরণ। মস্তিষ্ক হচ্ছে শস্যক্ষেত্রর মতো। শস্যক্ষেত্র যত বেশি চাষাবাদ করা হয়, তার উর্বরতা ও উৎপাদনক্ষমতা ততবেশি বৃদ্ধি পায়। চাষাবাদ করা না-হলে আস্তে আস্তে তাতে বিভিন্ন আগাছা ও ঘাস জন্ম নেয়। একপর্যায়ে তা অনুর্বর হয়ে পড়ে এবং উৎপাদনক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। অনুরূপভাবে মস্তিষ্ককে যত বেশি কাজে লাগানো হয়, তা আরও তীক্ষ্ণ হয়। আর যদি আলস্য সময় কাটায়, তবে তা আস্তে আস্তে অকেজো হয়ে পড়ে ও থিমে যায়।

আমরা যদি অতীত ইতিহাসের দিকে তাকাই, তবে আমাদের এ চিন্তা আরও ভালোভাবে ভুল প্রমাণিত হবে। আমাদের পূর্বসূরিগণ কখনো তাদের মস্তিষ্ককে আলস্য সময় কাটাতে দেননি। সবসময় তারা তাদের মস্তিষ্ক ব্যস্ত রেখেছিলেন নানান কাজে। তাই তাদের মস্তিষ্ক এতটাই তীক্ষ্ণ হয় যে, বর্তমান সময়ে তা আমাদের কল্পনাতীত। তারা লাখ লাখ হাদীস ও হাদীস বর্ণনাকারী লাখ লাখ ব্যক্তিদের জীবনী মুখস্থ করার মতো নজির স্থাপন করেছেন। এক দেখাতে শত শত হাদীস মুখস্থ করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং মুখস্থকৃত জিনিস কোনোদিন তাদের থেকে বিস্মৃত হয়নি।

আমাদের পূর্বসূরিদের বাস্তবজীবন থেকে নেওয়া এ ধরনের অনেক ঘটনার সমাহার ঘটেছে এ বইটিতে। যা পাঠককে যেমনভাবে বিস্ময়ের ভেলায় ভাসিয়ে নিয়ে বেড়াবে, তেমনিভাবে তাদের মতো হতে উৎসাহ জোগাবে। কীভাবে আমরা সহজে মুখস্থ করতে পারব, মুখস্থকৃত জ্ঞান কীভাবে স্থায়ীভাবে মস্তিষ্কে ধরে রাখব, এর জন্য কী কী করণীয় এবং এর সহায়ক উপায় কী-এসব বিষয়ে চমৎকার আলোচনার সমাবেশ ঘটেছে বইটিতে। কুরআন ও হাদীস ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস। কুরআন ও হাদীস মুখস্থ করা অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ আমল। পাঠকদের এ বিষয়ে উৎসাহিত করতে 'কুরআনুল কারীম হিফয করার ফযীলত' ও 'হাদীস মুখস্থের ফযীলত' শীর্ষক দু'টি প্রবন্ধ যোগ করেছি। সব মিলিয়ে আমরা বলতে পারি, বইটি পাঠক-হৃদয়ে দাগ কাটবে এবং মুখস্থকরণ বিষয়ে এক গাইডলাইন হিসেবে কাজ করবে, ইন শা আল্লাহ।

'সমকালীন প্রকাশন' বইটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দান করুন। পাঠক সমীপে আবেদন, লেখক প্রকাশকসহ এ বইয়ের সাথে জড়িত সকলের মাঝে অপাংক্তেয় এ অধম অনুবাদককে দুআয় স্মরণ রাখতে ভুলে যাবেন না। আল্লাহ যেন এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে নাজাতের অসিলা হিসেবে কবুল করে নেন। আমীন।

আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহপ্রত্যাশী

আব্দুল্লাহ মাহমুদ ইবনু শামসুল হক

১৮ শাওয়াল, ১৪৪০ হিজরী।

সম্পাদকের কথা

বস্তুত জ্ঞানের প্রধান শাখা দুটি। এক. স্মরণশক্তি। দুই. অনুধাবনশক্তি। শৈশবে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে স্মরণশক্তিই প্রধান ভূমিকা পালন করে। বর্ণমালা মুখস্থ করার মধ্য দিয়ে জ্ঞানের রাজ্যে মানুষের পদার্পণ ঘটে। এক্ষেত্রে অনুধাবনশক্তি প্রচ্ছন্ন থেকে স্মরণশক্তিকে সাহায্য করে। এভাবে স্মরণশক্তি ও অনুধাবনশক্তির সমন্বয়ে শব্দ ও জ্ঞানের জগৎ সমৃদ্ধ হতে থাকে। সময়, বয়স ও অভিজ্ঞতার ক্রমবিকাশের ফলে একসময় এ দুটি শক্তি সমান্তরালে চলে আসে। উভয়ে উভয়কে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে। জ্ঞানার্জন তখন অভাবনীয় গতিময়তা লাভ করে।

কিন্তু স্মরণ রাখার প্রাথমিক কাজ—হিফয—তুলনামূলক কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ হওয়ায় অনেকেই পরিণত বয়সে হিফয ও স্মৃতিতে সংরক্ষণের তুলনায় অনুধাবনকেই অধিক গুরুত্ব দেয়। প্রয়োজনীয় পাঠ বা কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করাকেই যথেষ্ট মনে করে। ফলে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকের অনুধাবনশক্তি বৃদ্ধি পেলেও দুঃখজনকভাবে হিফয-শক্তি হ্রাস পেতে দেখা যায়। তারা তখন হিফযের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

অধিকন্তু তাদের অনেকেই এটাকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বলে মনে করে। নিজেদের চিন্তার পক্ষে এই যুক্তি প্রদর্শন করে যে, জ্ঞানমূলক সকল বিষয়ই গ্রন্থিত হয়ে গেছে। প্রয়োজনের মুহূর্তে চাইলেই সেগুলোর শরণাপন্ন হওয়া যায়। সুতরাং, জ্ঞানমূলক বিষয় মুখস্থ করার পেছনে সময় নষ্ট না করে, সেগুলো বুঝে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

অনেকে আবার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও হিফয ও বোধশক্তির মধ্যে সমন্বয় করতে পারে না। হিফযের মান ঠিক রাখতে গিয়ে অনুধাবন-প্রক্রিয়ার ক্ষতি করে ফেলে। আবার অনুধাবন-প্রক্রিয়া গতিশীল করতে গিয়ে হিফযকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলে। তারা এ দুটি বিষয়কে সমান্তরালে রাখার যথাযথ পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে জানে না বলেই মূলত এ ধরনের বিপত্তি ঘটে।

কেউ কেউ আবার হিফযকৃত বিষয় স্মৃতিতে ধরে রাখার যথাযথ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে না জানার কারণে সহসা কিংবা ধীর লয়ে স্মৃতিতে সংরক্ষিত বিষয়গুলো ভুলে যায়। ক্রমগাত ভুলে যাওয়ার কারণে একসময় তারা হীনম্মন্যতার শিকার হয় এবং হিফয করার সাহস হারিয়ে ফেলে। ফলে তাদের জ্ঞানার্জনের বাসনা ডানাভাঙা পাখির মতো তড়পাতে থাকে।

বিশিষ্ট লেখক শাইখ আব্দুল কাইয়্যূম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনি নাসির হিফযের ক্ষেত্রে আমাদের এই প্রান্তিক ধারণা দূর করার জন্য এবং জ্ঞানের ভুবনে আমাদের অভিযাত্রাকে আরও গতিশীল ও অর্থপূর্ণ করার লক্ষ্যে 'হিফয' বইটি রচনা করেছেন। বইটিতে তিনি হিফযের পরিচয়, প্রকার, প্রয়োজনীয়তা, উপযুক্ত সময়, সহায়ক পদ্ধতি, বিস্মৃতির কারণ এবং এসব বিষয়ে পূর্ববর্তীদের প্রেরণামূলক ঘটনা সন্নিবেশিত করেছেন। আশা করছি, বইটি পাঠকের মধ্যে কুরআন-হাদীসসহ প্রয়োজনীয় সকল জ্ঞানমূলক বিষয় মুখস্থ করতে উদ্বুদ্ধ করবে।

আকরাম হোসাইন

সম্পাদক, সমকালীন প্রকাশন

প্রারম্ভিকা

সমস্ত প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল ও প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর এবং তার পরিবার-পরিজন ও সাহাবীদের ওপর।

বস্তুত জ্ঞানের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সুবিদিত। এর গুরুত্ব, মাহাত্ম্য ও অপরিহার্যতা কুরআন, সুন্নাহ, আসার[১] ও মনীষীদের উক্তি দ্বারা প্রমাণিত। সেই সঙ্গে এটাও সর্বজন স্বীকৃত যে, হিফয বা মুখস্থকরণ ব্যতীত কারও পক্ষেই জ্ঞানের রাজ্যে পদার্পণ করা সম্ভব নয়। এ কারণেই দেখা যায়, যে যত বেশি মৌলিক ও একাডেমিক গ্রন্থের মূল ভাষ্য মুখস্থ করতে পারে, সে তত বড় শাস্ত্রজ্ঞ বলে বিবেচিত হয়। অপর দিকে যে এ বিষয়ে অবহেলা করে, সে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়; তার স্বপ্ন ও প্রচেষ্টাগুলো অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে নিছক তথ্য জানার চেয়ে সেটা মুখস্থ করে রাখা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, মুখস্থকরণই জ্ঞান অর্জনের পূর্বশর্ত। কেননা, বর্ণমালা মুখস্থ না-করে কারও পক্ষেই শব্দ, বাক্য ও জ্ঞানের ভুবনে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। তাই জ্ঞানের একমাত্র ভরসা হলো মুখস্থকরণ।

[১] 'আসার' বলতে বুঝায় সাহাবী ও তাবিয়ীদের কথা ও কাজকে।—অনুবাদক।

মুখস্থকরণের এই অত্যুচ্চ মর্যাদা ও অতীব গুরুত্ব বিবেচনা করেই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনার প্রয়াস গ্রহণ করেছি এবং এর মাধ্যমে, আপন-পর নির্বিশেষে, সকল জ্ঞানপিপাসু ভাইকে মুখস্থকরণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছি। মহান আল্লাহ যেন আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে একান্তই আপনার বলে বিবেচনা করেন।

আব্দুল কাইয়্যুম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনি নাসির আস-সুহাইবানী

৮ জুমাদিউল উখরা, ১৪২২ হিজরী,

মদীনা মুনাওওয়ারা।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

হিফযের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য ১৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিস্ময়কর স্মরণশক্তি ২৫
দ্রুত হিফযের বিস্ময়কর ঘটনা ২৬
স্মরণশক্তির বিস্ময়কর ঘটনা ৩৭
বিপুল পরিমাণ হিফযের বিস্ময়কর ঘটনা ৪৬

তৃতীয় অধ্যায়

মুখস্থ করার পদ্ধতি ৫৬
স্বল্প পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ৫৭
পুনরাবৃত্তি ৬২
দিক-নির্দেশনা ৬৭

চতুর্থ অধ্যায়

হিফযের সহায়িকা ৬৯
বিশুদ্ধ নিয়ত ৬৯
নিষ্ঠাপূর্ণ দুআ ৭০
মনোযোগ সহকারে শ্রবণ ৭২
পাপ-কাজ বর্জন ৭৩
যত্নবান হওয়া বা গুরুত্ব প্রদান ৭৫
অনুশীলন ৭৭
আমল ৭৭
উপযুক্ত সময় চয়ন করা ৭৯
শৈশবে হিফয করা ৮০
পারস্পরিক আলোচনা ৮০

পঞ্চম অধ্যায়

কুরআনুল কারীম হিফয করার ফযীলত ৮৪
দুনিয়া-কেন্দ্রিক ফযীলত ৮৪
আখিরাত-কেন্দ্রিক ফযীলত ৮৮
কুরআনুল কারীম কেন মুখস্থ করব? ৮৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

হাদীস মুখস্থের ফযীলত ৯২

প্রথম অধ্যায়

হিফযের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য

হিফযের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান স্মৃতিতে সংরক্ষণ করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এতদ্ব্যতীত কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষেই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। অধিকন্তু কুরআন, সুন্নাহ ও জ্ঞানমূলক আকরগ্রন্থের মূল ভাষ্য মুখস্থ করা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পুরোধা ব্যক্তিবর্গের উদ্ধৃতি উপস্থাপন করার মধ্য দিয়েই মূলত শিক্ষার্থীদের যোগ্যতার প্রকাশ ঘটে এবং এই নিক্তিতেই তাদের মর্যাদা ও মূল্যায়নের স্তর নিরূপিত হয়ে থাকে।

হিফযের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে বিশিষ্টজনদের অভিমত

এক. জনৈক মনীষী বলেন, 'হিফযের তাৎপর্য হলো, বক্তব্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা, হৃদয়ে ধারণ করা এবং যে-কোনো মুহূর্তে সেটা উপস্থাপনের জন্য ঠোঁটস্থ রাখা।'

দুই. অপর একজন বলেন, 'কুরআন হিফয করার অর্থ হলো, গভীর উপলব্ধির সঙ্গে তা হৃদয়ে ধারণ করা।'[১]

তিন. আব্দুর রহমান ইবনু মাহদী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'মুখস্থ করা মানে হলো, পরিপূর্ণরূপে আয়ত্ত করা।'[২]

---

[১] *আল-মিসবাহুল মুনীর*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৫৫।

[২] *আল-জামি লি-আখলাকির রাবী ওয়া আ-দাবুস সামি*, ২/১৩।

চার. মুহান্না রাহিমাহুল্লাহ ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ-কে জিজ্ঞাসা করেন, 'হিফয কী?' তিনি বলেন, 'পরিপূর্ণরূপে আয়ত্ত করাই হচ্ছে হিফয।'[১]

পাঁচ. আমর ইবনু আখতাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'একদিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করেন। তারপর মিম্বারে আরোহণ করে নসীহত করতে শুরু করেন। একাধারে যোহর পর্যন্ত নসীহত করেন। এরপর মিম্বার থেকে নেমে যোহর আদায় করেন। অতঃপর আবারও মিম্বারে আরোহণ করে নসীহত শুরু করেন। এভাবে আসর পর্যন্ত চলতে থাকে। আসরের সময় হলে মিম্বার থেকে নেমে আসর আদায় করেন। তারপর আবারও মিম্বারে উঠে আলোচনা শুরু করেন। সূর্যাস্ত পর্যন্ত তার নসীহত ও আলোচনা চলতে থাকে। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি সৃষ্টির সূচনা থেকে সমাপ্তিপর্ব পর্যন্ত, সব কিছু খুলে খুলে বলেন। আমাদের মধ্যে যে-ব্যক্তি এই আলোচনা যত বেশি আয়ত্ত করতে পেরেছে সে-ই তত বড় জ্ঞানী বলে স্বীকৃতি পেয়েছে।'[২]

ছয়. স্বয়ং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও হিফযের ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছেন এবং উম্মাহকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে বলেছেন—

"

فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

উপস্থিত ব্যক্তি যেন (আমার বাণী মুখস্থ করে) অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে দেয়।[৩]

সাত. অধিকন্তু নিম্নোক্ত দুআমূলক হাদীসটি থেকেও হিফযের অত্যুজ্জ্বল মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়—

"

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ.

[১] *আল-আদাবুশ শারঈয়াহ*, ২/১১২।

[২] *সহীহ মুসলিম*, ২৮৯২।

[৩] *সহীহ বুখারী*, ১৭৪১; *সহীহ মুসলিম*, ১৬৭৯।

যায়িদ ইবনু সাবিত বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ ওই ব্যক্তিকে প্রাণবন্ত ও সমুজ্জ্বল করুন, যে আমার থেকে হাদীস শুনে মুখস্থ করে, তারপর অন্যের নিকট পৌঁছে দেয়।'[১]

আট. হিফযের গুরুত্ব, তাৎপর্য ও অপরিহার্যতার কথা চিন্তা করে ইমামগণ তাদের ছাত্রদের হিফযের প্রতি ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করেছেন এবং উপর্যুপরি দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। তারা বলেছেন, 'খাতায় কাঁড়িকাঁড়ি ইলম জমা করার চেয়ে তা মুখস্থ করা হাজার গুণে উত্তম।'

নয়. আমাশ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তোমরা যা খাতায় টুকে রাখছ, তা মুখস্থ করে ফেলো। কেননা, যে-ব্যক্তি জ্ঞানমূলক উদ্ধৃতি মুখস্থ না-করে শুধু খাতায় টুকে রাখে, সে মূলত ওই ব্যক্তির ন্যায়, যে দস্তরখানে বসে লোকমায় লোকমায় খাবার নিয়ে পেছনে নিক্ষেপ করে। এমন ব্যক্তি কি আদৌ কখনও পরিতৃপ্ত হতে পারে?'[২]

দশ. কাসিম ইবনু খাল্লাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'জ্ঞানকে বুকে সংরক্ষণ করা খাতায় সংরক্ষণ করার চেয়ে অনেক গুণে ভালো। খাতায় এক হাজার হাদীস লেখার চেয়ে মাত্র একটি শব্দ মুখস্থ করা অধিক উপকারী।'[৩]

এগারো. আসকারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তুমি যদি স্বল্পমাত্রায় ইলম জমা করে অধিক মাত্রায় হিফয করো, তবে সেটাই তোমার জন্য অধিক কল্যাণকর। পক্ষান্তরে যদি স্বল্পমাত্রায় হিফয করে অধিক মাত্রায় জমা করো, তবে সেটা তোমার জন্য খুবই ক্ষতিকর।'[৪]

বারো. অধিকন্তু হিফযের তাৎপর্য ও মর্যাদা বিবেচনা করে অনেক আলিম শুধু হিফযকেই জ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন। খাতা-পত্র ও বই-পুস্তকে সংরক্ষিত তথ্য-উপাত্তকে জ্ঞানের সংজ্ঞাভুক্ত করেননি।

---

[১] *সুনানু আবি দাউদ*, ৩৬৬০; *সুনানুত তিরমিযী*, ২৬৫৬; আলবানী রাহিমাহুল্লাহ সহীহ বলেছেন, *সহীহুল জামি*, ৬৭৬৩।

[২] *আল-জামি লি-আখলাকির রাবী ওয়া আ-দাবুস সামি*, ২/২৪৮।

[৩] *আল-জামি লি-আখলাকির রাবী ওয়া আ-দাবুস সামি*, ২/২৬৬।

[৪] *আল-হাসসু আলা তলাবিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৭৪।

তেরো. আব্দুর রাযযাক ইবনু হুমাম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যে-জ্ঞান ব্যক্তির সঙ্গে বাথরুম পর্যন্ত যায় না, তোমরা তা জ্ঞান হিসেবে গণ্য করো না।'[১]

অধিকন্তু তিনি খলীল রাহিমাহুল্লাহ-র উদ্ধৃতি দিয়ে বলতেন[২], 'বুকসেলফ যা সংরক্ষণ করে, তা জ্ঞান নয়; বরং হৃদয় যা ধারণ করে সেটাই জ্ঞান।'[৩]

চৌদ্দ. হিশাম ইবনু বাশীর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যে হাদীস মুখস্থ করেনি, সে মুহাদ্দিস নয়। অবশ্য অনেকে সিন্দুকভর্তি খাতা নিয়ে এসে নিজেকে মুহাদ্দিস দাবি করে।'[৪]

পনেরো. মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াসির আযদী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'মুখস্থ করা ব্যতীত খাতায় কাঁড়িকাঁড়ি জ্ঞান জমা করা অর্থহীন। আমি জ্ঞানমূলক মজলিসে বসে থাকব, আর আমার জ্ঞান বাসায় আলস্য যাপন করবে—এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।'

ষোলো. জনৈক মনীষী বলেছেন, 'জ্ঞানকে খাতায় গচ্ছিত রাখা মানে তা বিনষ্ট করা। তাছাড়া এটা একটা নিন্দনীয় বদভ্যাসও।'[৫]

সতেরো. ইবনু আব্দিল বার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ফকীহ মানসূর রাহিমাহুল্লাহ-র বরাতে বলা হয়, তিনি প্রায়শই বলতেন, 'আমার জ্ঞান সব সময়ই আমাকে সঙ্গ দেয়। কারণ, আমার জ্ঞান বহন করে হৃদয় ও মস্তিষ্ক; সিন্দুক নয়...'[৬]

উল্লেখ্য যে, শেষের উদ্ধৃতি দুটি খতীব বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন এবং বাশশার রাহিমাহুল্লাহ-র সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।[৭]

আঠারো. সিদ্দীক হাসান কিন্নৌজী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যা কিছু নোট করা হয়, তা মুখস্থ করে নিতে হবে। কারণ, মস্তিষ্ক যেটুকু ধারণ করে সেটুকুই জ্ঞান। নোটবুকে

---

[১] *আল-জামি লি-আখলাকির রাবী ওয়া আ-দাবুস সামি*, ২/২৫০।

[২] ইবনুল জাওযী, *আল-হাসসু আলা হিফযিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ২৫-২৬।

[৩] *জামিউ বায়ানিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ১১৫।

[৪] ইবনু আদী, *আল-কামিল*, ১/৯৫।

[৫] *জামিউ বায়ানিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ১১৬।

[৬] *জামিউ বায়ানিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ১১৬।

[৭] *আল-জামি লি-আখলাকির রাবী ওয়া আ-দাবুস সামি*, ২/২৫০।

যা গচ্ছিত থাকে, তা জ্ঞান নয়।'[১]

উনিশ. মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল-উসাইমিন-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'জ্ঞান অর্জনের উপযুক্ত পদ্ধতি কী, শুধু মুখস্থ করলেই হবে, নাকি বুঝতেও হবে?'

উত্তরে তিনি বলেন, 'শিক্ষার্থীদের ধীরে-ধীরে সামনে অগ্রসর হতে হবে। প্রথমে শাস্ত্রীয় মূলনীতি ও ব্যাকরণ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ-সমূহ পড়তে হবে এবং এগুলোকে বিশদ ও বিস্তারিত গ্রন্থের সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। এমন অনেক ছাত্র রয়েছে যারা বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তে মস্তিষ্ক ভরিয়ে ফেলে; কিন্তু তাদের শাস্ত্রীয় মূলনীতি ও ব্যাকরণের প্রাথমিক জ্ঞানও থাকে না। ফলে যখন তারা মুখস্থ জ্ঞানের বাইরে জটিল কোনো জ্ঞানমূলক বিষয়ের মুখোমুখি হয়, তখন হীনম্মন্য ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। অথচ ব্যাকরণ ও মূলনীতি জানা থাকলে এসব কোনো ব্যাপারই ছিল না। তাই আমি শুরুতেই ব্যাকরণ ও মূলনীতি ভালোভাবে আয়ত্ত করে নেওয়ার কথা বলব। কারণ, এটি করতে পারলে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ হাতছানি দিয়ে ডাকবে, অভিজ্ঞতা অন্তত তাই বলে।

এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থাদি ভালোভাবে আয়ত্ত করার পর সেগুলো মুখস্থ করতে হবে। অনেকেই আমার বিপরীত মত পোষণ করতে পারেন এবং বলতে পারেন, 'জ্ঞানমূলক বিষয় বুঝে নেওয়াই যথেষ্ট; মুখস্থ করার দরকার নেই।' আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহ আমাকে এ মস্ত বড় ভুল থেকে রক্ষা করেছেন। নাহু[২], সরফ[৩], উসূলুল ফিকহ[৪], উসূলুল হাদীস[৫] ও তাওহীদ সংক্রান্ত গ্রন্থাদি মুখস্থ করার তাওফীক দিয়েছেন। এজন্য বলি, মুখস্থকে অবজ্ঞার চোখে দেখার কোনো সুযোগ নেই। মুখস্থই মূল। মুখস্থ করা কষ্টকর হলেও ছাত্রদের জন্য এর কোনো বিকল্প নেই।'[৬]

---

[১] সিদ্দীক হাসান, *আবজাদুল উলূম*, ১/২৪৪।

[২] আরবী ব্যাকরণ-শাস্ত্র।

[৩] আরবী শব্দপ্রকরণ-শাস্ত্র।

[৪] ফিকহের শাস্ত্রীয় মূলনীতি।

[৫] হাদীস শাস্ত্রের শাস্ত্রীয় মূলনীতি।

[৬] মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল-উসাইমিন, *মাজমূউল ফাতাওয়া ওয়ার রাসায়িল*, ২৬/২০৫।

তিনি আরও বলেন, 'একসময় আমাদের তিরস্কার করে বলা হতো, 'মুখস্থ করার নামে নিজেকে কষ্ট দিয়ো না। জ্ঞানমূলক বিষয় বুঝে নেওয়াই যথেষ্ট।' কিন্তু পরবর্তী সময়ে আমরা যে-অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, সেটা হলো, মুখস্থ করা না হলে জ্ঞানের স্থায়িত্ব থাকে না। অধিকন্তু জ্ঞানমূলক বিষয় মুখস্থ করে না-রাখলে ব্যর্থতা ও ধ্বংস অনিবার্য। সুতরাং, 'বুঝে নেওয়াই যথেষ্ট'-এ কথার ধোঁকায় পড়ো না। যারা এমনটা বলেন, তাদের সাথে জ্ঞানমূলক বিষয়ে কথা বললেই তাদের জ্ঞানের দৈন্য বুঝতে পারবে।'[১]

হিফয-এর গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য এভাবেও ফুটে ওঠে যে, 'অনেক গ্রন্থ ও নথিপত্র বিভিন্ন কারণে নষ্ট হয়ে যায়। তখন দেখা যায়, সে-সব গ্রন্থের যেটুকু জ্ঞান স্মৃতিতে সংরক্ষণ করা হয়নি, সেটুকুর অপমৃত্যু ঘটে। কালের গর্ভে হারিয়ে যায়।'

বিশ. জনৈক মনীষী বলেন, 'তুমি জ্ঞানমূলক বিষয় মুখস্থ করে রাখবে। খাতা-পত্রে নোট করেই ক্ষান্ত হবে না। কারণ, খাতা-পত্র হারিয়ে যেতে পারে। পানিতে ভিজে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যেতে পারে। ইঁদুরের গ্রাসে পরিণত হতে পারে। এমনকি অসাধু ব্যক্তির কাছে গিয়ে হাতছাড়াও হয়ে যেতে পারে।'[২]

অনেক আলিম ও বিজ্ঞজন এ ধরনের নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। তখন স্মৃতিতে ধারণকৃত জ্ঞানের ওপরই তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। যারা এ ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—

এক. আবু আমর ইবনু আলা রাহিমাহুল্লাহ। তিনি ১৫৪ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেছেন। তার ঘরভর্তি বই ছিল; কিন্তু দুর্ঘটনাক্রমে সমস্ত বই পুড়ে যায়। ফলে তিনি আমৃত্যু স্মৃতিতে সংরক্ষিত হাদীস বর্ণনা করেন।[৩]

দুই. ইবনু আসিম রাহিমাহুল্লাহ। তিনি বসরা শহরে বসবাস করতেন। ২৮৭ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। তার ব্যাপারে বলা হয়, 'যান্‌জ' ফিতনার সময় তার সমস্ত বই হারিয়ে যায়। মুখস্থ থাকায় শেষমেশ পঞ্চাশ হাজার হাদীস উদ্ধার করতে সক্ষম হন।[৪]

---

[১] *শারহু হিলয়াতি তালিবিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৭৫।

[২] সাআবী, *তাহসীনুল কবীহ ওয়া তাকবীহুল হাসান*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৮৪।

[৩] *আল-হাসসু আলা তুলাবিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৭৪।

[৪] *তাযকিরাতুল হুফফায*, ২/৬৪১।

তিন. আবু বকর মুহাম্মাদ জিআবী[১] রাহিমাহুল্লাহ বলেন, রিক্কা-শহরে গমনকালে আমার সমস্ত বই সিন্দুকে ভরে একব্যক্তির কাছে রেখে যাই। পরবর্তী সময়ে লোকটির কাছে গোলামকে পাঠানো হলে সে একরাশ হতাশা নিয়ে ফিরে আসে এবং বলে সমস্ত বই নষ্ট হয়ে গেছে। আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি, 'চিন্তার কিছুই নেই। তাতে দুই লাখ হাদীস ছিল; সব হাদীসই আমার সনদ-মতনসহ মুখস্থ।'[২]

চার. আবু আব্দিল্লাহ আব্দুর রহমান খাতলী[৩] রাহিমাহুল্লাহ একবার বসরা গমন করেন। তখন তার কাছে কোনো বই ছিল না। তাই বই না পাওয়া পর্যন্ত কয়েক মাস তিনি মুখস্থ হাদীস বর্ণনা করতেন আর বলতেন, 'বই না পাওয়া পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজার হাদীস মুখস্থ বর্ণনা করেছি।'[৪]

পাঁচ. আবু আহমাদ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ যুবায়রী[৫] রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'সুফইয়ান রাহিমাহুল্লাহ আমার কাছে তার সমস্ত বই সংরক্ষিত রেখেছিলেন; কিন্তু একসময় তার বইগুলো চুরি হয়ে যায়। তখন তিনি বলেন, 'আমার সমস্ত বইপত্র চুরি হয়ে গেলেও কিছু যায়-আসে না। কারণ, বইয়ে সংরক্ষিত সব কিছুই আমার মুখস্থ।'[৬]

ছয়. একবার ইমাম গাযালী জুরজানি রাহিমাহুল্লাহ ইমাম আবু নাসর ইসমাঈলী রাহিমাহুল্লাহ-র কাছে যান। তার কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় নোট করেন। এরপর সেখান থেকে আবার তূশ শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন।[৭] পথিমধ্যে তিনি একদল ছিনতাইকারীর কবলে পড়েন। ছিনতাইকারীরা তার সব কিছু লুট করে পালাতে থাকলে তিনি চিৎকার করে বলতে থকেন, ছিনতাইকারীরা আমার সব নিয়ে পালাচ্ছে। তার চিৎকার শুনে ইমাম আসআদ মীহানী ছিনতাইকারীদের পিছু নেন। একজন ছিনতাইকারী পেছনে ফিরে তাকে বলে, 'জান বাঁচাতে চাইলে ফিরে যাও।'

---

[১] ৩৫৫ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

[২] ইবনুল জাওযী, *আল-হাদায়িক*, ১/২৭; *আল-হাসসু আলা হিফযিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৬১; *আস-সিয়ার*, ১৬/৮৯।

[৩] ৩৩৫ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৪] *আল-হাসসু আলা হিফযিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৪৫; *আস-সিয়ার*, ১৫/৪৩৬।

[৫] ২০২ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৬] *তাযকিরাতুল হুফফায*, ১/৩৫৭।

[৭] ঘটনাটি ইমাম আস'আদ মীহানী বর্ণনা করেছেন।

ইমাম গাযালী রাহিমাহুল্লাহ তখন অনুনয়-বিনয় করে বলেন, 'আমি তোমাদের থেকে কিছুই চাই না। শুধু আমার নোট-খাতাটা ফিরিয়ে দাও। এ নোট-খাতা নিয়ে তোমাদের কোনো লাভ হবে না।'

ছিনতাইকারী বলে, 'কীসের নোট-খাতা?'

তিনি বলেন, 'তোমার হাতের ওই থলেটিতেই নোট-খাতাটি রাখা আছে। সেখানে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নোট করে রেখেছি। এগুলোর জন্যই আমি এই দীর্ঘ সফরের কষ্ট সহ্য করছি। ওটাই আমার জ্ঞান। সুতরাং, আমাকে ওটা ফেরত দাও।'

ছিনতাইকারী হেসে বলে ওঠে, 'আপনি এটাকে কীভাবে জ্ঞান বলতে পারেন। এটা জ্ঞান হলে আমরা তা ছিনিয়ে নিতে পারতাম না। আর আপনিও নিঃস্ব হয়ে যেতেন না।' তারপর ছিনতাইকারী তা ফিরিয়ে দেয়।

ইমাম গাযালী বলেন, 'এরপর আমার হুঁশ ফিরে আসে। তূশ শহরে ফিরে এসে টানা তিন বছর শুধু মুখস্থ করতে থাকি। এভাবে সমস্ত নোট মুখস্থ করে ফেলি। এখন ছিনতাইকারী সব লুট করে পালালেও আমার কিছুই আসবে-যাবে না।'[১]

[১] সুবকী, *ত্বাবাকাতুশ শাফিঈয়াহ*, ৬/১৯৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিস্ময়কর স্মরণশক্তি

মানুষের হিফয ও স্মরণশক্তির বহুবিধ বিস্ময়কর ঘটনা রয়েছে। একটি ঘটনা আরেকটি ঘটনার চেয়ে বিস্ময়কর। তাদের স্মরণশক্তির একটি ঘটনা শুনে আপনি হয়তো মন্তব্য করে বসবেন, 'এর চেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা আর হতে পারে না।' কিন্তু পরক্ষণেই আরেকটি ঘটনা শুনে অবচেতনেই বলে উঠবেন, 'না, আগের মন্তব্যটি ভুল ছিল। এই ঘটনা অদ্বিতীয়, অনন্য। অন্য কোনো ঘটনা এর কাছে ঘেঁষতেই পারবে না।'

বস্তুত হিফয-এর বিষয়টি বড়ই বৈচিত্র্যময়। কারও শক্তিমত্তা ফুটে ওঠে দ্রুত হিফয করার ক্ষেত্রে, কারও হিফযকৃত বিষয়ের স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে; আবার কারও হিফযকৃত বিষয়ের পরিমাণের ক্ষেত্রে। এ কারণে দেখা যায়, কেউ খুব দ্রুত হিফয করতে পারে। আবার কারও হিফয করতে যথেষ্ট সময় লাগে; কিন্তু একবার হিফয হয়ে গেলে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সেটা স্মৃতিতে জাগরূক থাকে। কেউ কেউ আবার বিপুল পরিমাণ তথ্য-উপাত্ত স্মৃতিতে ধারণ করতে পারে। তাদের ধারণ ক্ষমতা দেখে মনে হয়, তারা যেন পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ধারণ করতে সক্ষম। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস হিফয ও স্মরণশক্তির এধরনের বিচিত্র ঘটনায় পরিপূর্ণ।

এই অধ্যায়ে আমরা সেখান থেকে অল্প কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরব, ইন শা আল্লাহ। কারণ, হিফযের সমস্ত ঘটনা তুলে ধরা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তাছাড়া সেটা সম্ভবও নয়। তাই দৃষ্টান্তস্বরূপ এমন কিছু ঘটনা তুলে ধরব, যেগুলো শিক্ষার্থীদের ঘুমন্ত

উদ্যমকে জাগিয়ে তুলবে, তাদেরকে দৃঢ় প্রত্যয়ী করবে, জ্ঞান অর্জনের পথ মসৃণ ও নিষ্কণ্টক করবে, বর্ধিত অধ্যয়ন ও অধ্যবসায়ে উজ্জীবিত করবে এবং তাদের নিয়মানুবর্তী হতে সাহায্য করবে। এ অধ্যায় আমরা তিনটি অনুচ্ছেদে ভাগ করেছি—

- প্রথম অনুচ্ছেদ : দ্রুত হিফযের বিস্ময়কর ঘটনা।
- দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ : স্মরণশক্তির বিস্ময়কর ঘটনা।
- তৃতীয় অনুচ্ছেদ : বিপুল পরিমাণ হিফযের বিস্ময়কর ঘটনা।

প্রথম অনুচ্ছেদ

[দ্রুত হিফযের বিস্ময়কর ঘটনা]

ইসলামের ইতিহাসে এমন অনেক মহামনীষীর আগমন ঘটেছে, যারা দ্রুত হিফযের ক্ষেত্রে রীতিমতো বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন। প্রথম প্রচেষ্টাতেই অত্যন্ত জটিল ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় মুখস্থ করে ফেলেছেন। এরপর আর কখনও দেখার বা পড়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—

এক. আমির ইবনু শুরাহীল শাবী[১] রাহিমাহুল্লাহ

তিনি বলেন, 'আমি একবার কোনো কিছু দেখলে, পড়লে অথবা শুনলে তৎক্ষণাৎ সেটা মুখস্থ হয়ে যায়। দ্বিতীয়বার দেখার প্রয়োজন পড়ে না।'[২]

দুই. কাতাদা ইবনু দিআমাহ সাদূসী[৩] রাহিমাহুল্লাহ

তিনি বলেন, 'আমি হাদীস শোনার পর কখনও কোনো মুহাদ্দিসকে বলিনি, 'হাদীসটি আরেকবার বলুন।' বরং আমি যখন যা শুনেছি, তাই মুখস্থ হয়ে গেছে।'[৪]

---

[১] তিনি ১০৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[২] *আল-হাসসু আলা তলাবিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৭১, ৭২; *আল-হাসসু আলা হিফযিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৪৯

[৩] তিনি ১১৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৪] *তাযকিরাতুল হুফফায*, ১/১২৩; *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৫/২৭৬; *আল-হাসসু আলা হিফযিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৫৪

তিনি আরও বলেন, 'আমি সাঈদ ইবনু মুসাইয়িবের নিকট চার দিন ছিলাম। এই কয়দিন তিনি আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন। শেষদিন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'কী ব্যাপার লেখো না কেন? আমার থেকে যা শুনেছ, তার কিছু কি আছে, না পুরোটাই বিদায় নিয়েছে?' আমি বললাম, 'আপনি চাইলে, এখনই আমি সব শোনাতে পারি।'

এরপর তাকে সবগুলো হাদীস শোনাই। এই ঘটনায় তিনি খুবই বিস্মিত হন এবং বলেন, 'তুমি হাদীস বর্ণনার যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছ। এখন থেকে তুমি আমাকে উন্মুক্ত প্রশ্ন করতে পারো।'[১]

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'বসরায় কেউ কাতাদার মতো মুখস্থশক্তির অধিকারী ছিলেন না। তিনি যা-ই শুনতেন তা-ই তার মুখস্থ হয়ে যেত। তার সামনে মাত্র একবার জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহুর সহীফা[২] পড়া হয়েছিল, তাতেই তিনি সম্পূর্ণ সহীফা মুখস্থ করে ফেলেছিলেন।'[৩]

তিন. মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম যুহরী[৪] রাহিমাহুল্লাহ

তিনি বলেন, 'কোনো কিছু মুখস্থ করার পর ভুলে গেছি—এমনটা কখনও ঘটেনি।'[৫]

তিনি আরও বলেন, 'কোনো হাদীস একবার মুখস্থ করার পর দ্বিতীয়বার পড়ে দেখিনি। এমনকি কোনো হাদীসের ব্যাপারে সন্দিহানও হইনি। তবে একবার একটি হাদীসের ব্যাপারে সন্দেহ দূর করতে আমার শিক্ষকের শরণাপন্ন হয়েছিলাম। তখন দেখেছি, ওই হাদীসটিও ঠিক আছে।'[৬]

---

[১] *হিলয়াতুল আউলিয়া,* ২/৩৩৩।

[২] সহীফা হচ্ছে, নোট-খাতা, যাতে সাহাবীগণ হাদীস লিখে রাখতেন।—অনুবাদক।

[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা,* ৫/২৬৪।

[৪] তিনি ১২৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৫] *হিলয়াতুল আউলিয়া,* ২/৩৬৪; খতীব, *আল-জামি,* ২/২৫৩।

[৬] *হিলয়াতুল আউলিয়া,* ২/৩৬৩; খতীব, *আল-জামি,* ২/২৬৪; *আল-হাসসু আলা হিফযিল ইলম,* পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৫৫

চার. সুফইয়ান ইবনু সাঈদ সাওরী[১] রাহিমাহুল্লাহ

তিনি বলেন, 'আমার স্মৃতি কোনো কিছু ধারণ করার পর আমার সঙ্গে কখনও বিশ্বাসঘাতকতা করেনি।'[২]

তিনি আরও বলেন, 'আমার কান যা শুনত, তাই মুখস্থ হয়ে যেত। এ কারণে কোনো মিথ্যুকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় কান চেপে ধরতাম, যেন তার মিথ্যাচার স্মৃতিতে গেঁথে না-যায়।'[৩]

পাঁচ. ইয়াযিদ ইবনু হারূন[৪] রাহিমাহুল্লাহ

তিনি বলেন, 'আমি ফিতনা সংক্রান্ত হাদীসসমূহ মাত্র একবার শুনেই মুখস্থ করে ফেলি। আমার বিশ হাজার হাদীস মুখস্থ আছে। দেখি, কে তাতে মাত্র একটি বর্ণ সংযোজন বা বিয়োজন করে আমাকে বিভ্রান্ত করতে পারে?' ইমাম যাহাবী বলেন, 'আমি শুনেছি, ফিতনা সংক্রান্ত হাদীসের পরিমাণ সাত পাতা।'[৫]

ছয়. আব্দুল মালিক ইবনু কুরাইব আসমাঈ[৬] রাহিমাহুল্লাহ

আবুল হাসান উমার ইবনু বুকাইর তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, 'আমরা একদিন হাসান ইবনু সাহলের সান্নিধ্যে ছিলাম। সেখানে আসমাঈ, আবু উবাইদাহ, হায়সাম ইবনু আদী-সহ বেশ কয়েকজন আলিম উপস্থিত ছিলেন। হাসানের গোলাম তার সামনে একটা একটা করে খাতা পেশ করতে থাকে। এভাবে পঞ্চাশটা খাতা পেশ করে। তিনি সবগুলো খাতার হাদীস পড়ে আমাদের শোনান। এরপর আমাদের দিকে ফিরে বলেন, আপনারা এখন হাদীসগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করুন।

---

[১] তিনি ১৬১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[২] *আল-মাজরূহীন*, ১/৫০; *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৭/২৩৬।

[৩] *আল-হাসসু আলা হিফযিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৩৯।

[৪] তিনি ২০৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৫] *তারীখু বাগদাদ*, ১৪/৩৪০; *তাযকিরাতুল হুফফায*, ১/৩২০; *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৯/৩৬৩।

[৬]তিনি ২১৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

তখন আবু উবাইদা, আসমাঈ, হায়সাম ও জারীর ইবনু হাযিম আলোচনা শুরু করেন। তাদের পর্যালোচনায় মজলিস মুখরিত হয়ে ওঠে। একপর্যায়ে হুফ্‌ফাযে হাদীসের আলোচনা আসে এবং সেই সূত্র ধরে সঙ্গত কারণেই যুহরী, শাবী, কাতাদা ও শুবা-এর প্রসঙ্গ আসে।

তখন আবু উবাইদা বলেন, 'তাদের ব্যাপারে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, আমরা জানি না, তাদের ব্যাপারে প্রচলিত কোন তথ্যটি সত্য আর কোনটি মিথ্যে। তাছাড়া আমাদের মধ্যেই এমন একজন উপস্থিত আছেন—'যার ধারণা মতে, তিনি কোনো কিছুই ভোলেন না। মাত্র একবার দেখে সব কিছু মুখস্থ করে ফেলেন। তারপর একটিবারের জন্যও খাতার দিকে তাকানোর প্রয়োজন পড়ে না।'

হাসান বলেন, 'আবু উবাইদা, আল্লাহর কসম করে বলছি, আপনার পক্ষেই এমন অসম্ভব কাজ সম্ভব হতে পারে।'

আসমাঈ বলেন, 'হ্যাঁ, আমার কখনও খাতার দিকে দ্বিতীয়বার তাকানোর প্রয়োজন পড়েনি। আর কখনও কোনো কিছু ভুলেও যাইনি।'

হাসান বলেন, 'তাহলে আমরা আপনার স্মরণশক্তি পরীক্ষা করব। একথা বলে তিনি তার গোলামকে বলেন, 'তুমি অমুক খাতাটা নিয়ে এসো। আমরা এতক্ষণ যে-সব হাদীস সনদসহ বর্ণনা করেছি, সেগুলোর সিংহভাগই তাতে রয়েছে।' তার কথামতো গোলাম খাতা আনতে চলে যায়।

তখন আসমাঈ বলেন, 'আপনি তো দেখছি এতেই চোখ ছানাবড়া করে ফেলেছেন। আমি আপনাকে এর চেয়েও বিস্ময়কর তথ্য দেব। আমি হাদীস-সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে ঘটে যাওয়া সকল ঘটনা এবং তাতে আপনার সব অক্ষরের স্থানগুলোও বলে দেব এবং এটাও বলে দেব যে, এসব ঘটনা কখন, কার উপস্থিথিতে ঘটেছিল এবং সে সময়ে তারা কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল? '

হাসান বলেন, 'আচ্ছা, তাই বলুন।'

এরপর আসমাঈ বলতে থাকেন, 'প্রথম ঘটনা অমুকের সঙ্গে অমুক সময় ঘটেছিল। তখন অমুকে উপস্থিত ছিল এবং এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল।' এভাবে তিনি একাধারে সাতচল্লিশটি ঘটনা বলে ফেলেন।

তখন হাসান বলেন, 'ব্যস, থামুন, থামুন। কেউ হয়তো আপনাকে বদনজর দিয়ে মেরেই ফেলবে।'[১]

সাত. আব্দুল্লাহ ইবনু হারুন আল-মামুন[২] রাহিমাহুল্লাহ

একবার আমীন ও মামুন আব্দুল্লাহ ইবনু ইদরীসের নিকট উপস্থিত হন। আব্দুল্লাহ ইবনু ইদরীস উভয়কে একশটি হাদীস শোনান। হাদীস শোনা শেষ হলে মামুন বলেন, আপনার অনুমতি পেলে এই একশটি হাদীস এখনই আপনাকে মুখস্থ শোনাতে পারি। তিনি তাকে শোনানোর অনুমতি দেন। অনুমতি পেয়ে মামুন তৎক্ষণাৎ একশটি হাদীস হুবহু শুনিয়ে দেন। এ দেখে আব্দুল্লাহ ইবনু ইদরীস খুবই অবাক হন।[৩]

আট. মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বুখারী[৪] রাহিমাহুল্লাহ

মুহাম্মাদ ইবনু আবু হাতিম ওয়াররাক বলেন, 'আমি হাশিদ ইবনু ইসমাঈল ও আরেকজনকে বলতে শুনেছি, শৈশবেই আবু আব্দিল্লাহ বুখারী আমাদের সঙ্গে বসরার মুহাদ্দিসদের নিকট যাতায়াত করতেন; কিন্তু তিনি কিছুই লিখতেন না। এভাবে কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর আমরা একদিন তাকে বলি, 'তুমি আমাদের সঙ্গে যাতায়াত করো অথচ কিছুই লেখো না, করোটা কী?'

ষোলো দিন পর তিনি আমাদের বলেন, 'আপনারা তো দেখছি এ নিয়ে আমার সাথে বেশ পীড়াপীড়ি শুরু করে দিয়েছেন। আচ্ছা, আপনারা আপনাদের খাতা আমার সামনে পেশ করুন।'

আমরা আমাদের খাতা তার সামনে পেশ করি। তাতে পনেরো হাজারেরও বেশি হাদীস ছিল। এরপর তিনি সমস্ত হাদীস মুখস্থ শুনিয়ে দেন। এমনকি তার মুখস্থ হাদীস শুনে আমরা আমাদের খাতার ভুলচুক শুধরে নিই।

---

[১] *আল-হাসসু আলা হিফযিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৪৮।

[২] তিনি ২১৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৩] *তাযকিরাতুল হুফফায*, ১/২৮১; *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ১৪/১৪।

[৪] তিনি ২৫৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

তারপর বলেন, 'আপনারা কি মনে করেন, আমি এমনি এমনি যাতায়াত করে সময় নষ্ট করি!' সেদিন থেকে বুঝতে পারি, তিনি অদ্বিতীয়; তার সমপর্যায়ের কেউ নেই।'[১]

নয়. আবু যুরআহ রাযী[২] রাহিমাহুল্লাহ

আবু যুরআহ বলেন, 'আমার কানে জ্ঞানের যে-কথাই পৌঁছেছে, তা আমার অন্তঃকরণ সংরক্ষণ করে নিয়েছে। আমি একবার বাগদাদের বাজার দিয়ে যাচ্ছিলাম। এমন সময় এক বাড়ি থেকে আমার কানে গানের আওয়াজ ভেসে আসে। আমি সঙ্গে সঙ্গে কানের ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে দিই, যেন আমার অন্তর তা মুখস্থ করে না ফেলে।'[৩]

দশ. আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা তিরমিযী[৪] রাহিমাহুল্লাহ

আবু ঈসা তিরমিযী বলেন, 'একবার মক্কায় গমনকালে এক শাইখের সূত্রে দুই 'জুয'[৫] হাদীস লিপিবদ্ধ করি। সৌভাগ্যক্রমে মক্কায় গিয়ে তাকে পেয়ে যাই। আমার মনে হচ্ছিল, সংকলিত 'জুয' দুটি আমার সাথেই আছে। তাই 'জুয' দুটো মিলিয়ে নেওয়ার জন্য আমি তাকে হাদীসগুলো শোনানোর অনুরোধ করি। তিনি আমার অনুরোধ গ্রহণ করেন এবং আমাকে হাদীস শোনাতে থাকেন। এদিকে আমি খাতা খুলে দেখি, খাতা একদম সাদা। আমার হাতে সাদা খাতা দেখে একপর্যায়ে তিনি বলে ওঠেন, 'আমি কষ্ট করে হাদীস বর্ণনা করছি, আর আপনি সাদা খাতা নিয়ে চুপচাপ বসে আছেন? আপনার লজ্জা পাওয়া উচিত?' আমি বিনয়ের সাথে বলি, 'আমি যা শুনি তা মুখস্থ হয়ে যায়। তাই লেখার প্রয়োজন বোধ করি না।' তিনি বলেন, 'তাহলে শোনান দেখি।' তৎক্ষণাৎ আমি তাকে সব হাদীস শুনিয়ে দিই; কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, 'আপনি এগুলো মুখস্থ করে এসেছেন।'

---

[১] *আল-হাসসু আলা তলাবিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৫৫-৫৬; *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১২/৪০৮।

[২] তিনি ২৬৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৩] *তারীখু বাগদাদ*, ১০/৩৩৩।

[৪] তিনি ২৭৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৫] 'জুয' পুস্তিকাকে বোঝায়, যাতে একজন বর্ণনাকারীর হাদীস বা নির্দিষ্ট কোনো এক বিষয়ের হাদীস সংকলন করা হয়।—অনুবাদক।

আমি বলি, 'তাহলে অন্য হাদীস শোনান। তিনি আরও চল্লিশটি হাদীস শুনিয়ে বলেন, 'এবার এগুলো শোনান।' এবারও আমি নির্ভুলভাবে সবগুলো হাদীস শুনিয়ে দিই।'[১]

এগারো. আবু তৈয়ব মুতানাববী[২] রাহিমাহুল্লাহ

আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া আলাওবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আবু তৈয়ব মুতানাববীর সাথে ওঠাবসা ছিল এমন এক বই বিক্রেতা আমাকে বলেন, 'মুতানাববীর মতো প্রখর মুখস্থশক্তির অধিকারী কাউকে দেখিনি। একদিন তিনি আমার নিকটে বসা ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি আসমাঈর ত্রিশ পাতার একটি বই বিক্রির জন্য আসে। মুতানাববী বইটি হাতে নিয়ে তাতে চোখ বুলাতে থাকেন। লোকটি বলে, 'আমি এই বই বিক্রি করতে এসেছি। পছন্দ হলে নিন। অন্যথায় দিয়ে দিন। যেভাবে দেখছেন, সেভাবে দেখতে থাকলে শেষ করতে এক মাস সময় লেগে যাবে। আপনাকে দেওয়ার মতো এত সময় আমার হাতে নেই।'

মুতানাববী বলেন, 'আমি যদি এখনই এই বই মুখস্থ শোনাতে পারি, তবে আমাকে কী পুরস্কার দেবে?'

লোকটি বলে, 'এই বইটিই আপনাকে দিয়ে দেব।'

আবুল হাসান মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া আলাওবী বলেন, 'আমি তার হাত থেকে বইটি নিই। মুতানাববী বইয়ের শেষ পর্যন্ত মুখস্থ শুনিয়ে দেন। এবার তিনি বইটা হাতে নিয়ে পকেটে রাখতে যান; কিন্তু লোকটা দাম চেয়ে বসে। আমরা তখন আপত্তি জানিয়ে বলি, আপনি নিজেই বই দিয়ে দেওয়ার শর্ত করেছিলেন।'[৩]

বারো. আলী ইবনু উমার দারাকুতনী[৪] রাহিমাহুল্লাহ

আযহুরী রাহিমাহ বলেন, 'শৈশবকালেই দারাকুতনী ইসমাঈল সাফ্‌ফারের দারসে বসা শুরু করেন। ইসমাঈল সাফ্‌ফার ছাত্রদের দিয়ে হাদীস লেখাতেন। কিন্তু

---

[১] *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায*, ২/৬৩৫।

[২] তিনি ৩৫৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৩] *তারীখু বাগদাদ*, ৪/১০৩; *তারীখু ইসলাম*, ২৬/১০২।

[৪] তিনি ৩৮৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

দারাকুতনী দারসের হাদীস না-লিখে অন্য কিছু লিখতেন। তার এই কাণ্ড দেখে এক সহপাঠী তাকে বলে বসে, 'ইসমাঈল সাফ্ফারের বর্ণিত হাদীস না লিখে আপনি অন্য কিছু লিখছেন। সুতরাং, আপনার জন্য ইসমাঈল সাফ্ফারের সূত্রে হাদীস বর্ণনা করা শুদ্ধ হবে না।'

দারাকুতনী বলেন, 'আমার অনুধাবন শক্তি এবং আপনার অনুধাবন শক্তির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। আচ্ছা বলুন তো, শাইখের লেখানো কতটি হাদীস আপনি মুখস্থ করেছেন?'

সহপাঠী বলে, 'একটিও মুখস্থ করিনি।'

দারাকুতনী বলেন, 'আজ তিনি আঠারোটি হাদীস লিখিয়েছেন।' তারপর তিনি সব হাদীস সনদ-মতনসহ শুনিয়ে দেন। এ দেখে সবার চোখ কপালে উঠে যায়।'[১]

তেরো. আবুল আববাস ইবনু তাইমিয়া[২] রাহিমাহুল্লাহ

জামালুদ্দীন সারমুদী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমাদের যুগে সবচেয়ে বড় বিস্ময় ছিল ইবনু তাইমিয়ার মেধা। তিনি যে-কোনো বই একবার পড়ে গেলেই মস্তিষ্কে ভাস্বর হয়ে থাকত।'[৩]

চৌদ্দ. আবুল মাআলী মুহাম্মাদ ইবনু আলী ইবনু আবুল আশায়ের হালবী[৪] রাহিমাহুল্লাহ

কথিত আছে, 'যুবক বয়সে এক বসাতেই তিনি সূরা আনআম সম্পূর্ণ মুখস্থ করে ফেলেছিলেন।'[৫]

হিফযুল হাদীস ছাড়াও যে-সকল মনীষী দ্রুততম সময়ে সম্পূর্ণ কুরআন বা কুরআনের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ মুখস্থ করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা,* ১৬/৭০।

[২] তিনি ৭২৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৩] *আল-বাদরুত তালী,* ১/৭০।

[৪] তিনি ৭৮৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৫] *আদ-দুরারুল কামিনাহ,* ৪/৮৬।

এক. আবু ওয়ায়েল শাকীক ইবনু সালামা[১] রাহিমাহুল্লাহ

তিনি দুই মাসে গোটা কুরআন মুখস্থ করেন।[২]

দুই. মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম যুহরী[৩] রাহিমাহুল্লাহ

তিনি আশি দিনে সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্থ করেন।[৪]

তিন. হাশিম কালবী রাহিমাহুল্লাহ

তিনি বলেন, 'আমি এমন কিছু মুখস্থ করেছিলাম যা কেউ কোনো দিন মুখস্থ করেনি এবং এমন কিছু ভুলে গিয়েছিলাম যা কেউ কখনও ভুলে যায়নি। কুরআন মুখস্থ না থাকায় আমার চাচা আমাকে অনেক কথা শোনাতেন। একদিন এই শপথ করে ঘরে প্রবেশ করি যে, কুরআন মুখস্থ না-করে ঘর থেকে বের হবো না। সে সুবাদে আমি মাত্র তিন দিনে সমগ্র কুরআন মুখস্থ করে ফেলি।'[৫]

চার. তালিব তুরকী রাহিমাহুল্লাহ

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্তর দিনে কুরআন মুখস্থ করার ট্রেনিং দিতেন।[৬]

পাঁচ. দুওয়ায়িশ রাহিমাহুল্লাহ

তিনি বলেন, 'কুরআন হিফয ও শিক্ষা নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের একজন আমাকে বলেছেন, এক ব্যক্তি তিন মাসে গোটা কুরআন মুখস্থ করে ফেলেন। অবশ্য এজন্য তিনি কুরআন-হিফযকে তৃষ্ণা নিবারণের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সব সময় একটি কুরআন সঙ্গে রাখতেন। কোথাও আসতে-যেতে এবং ঘরে অবস্থানকালে, সুযোগ পেলেই কুরআন মুখস্থ করতেন। এভাবে তিনি মাত্র তিন

---

[১] তিনি ৭৮৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৪/১৬৩।

[৩] তিনি ১২৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৪] *তাযকিরাতুল হুফফায*, ১/১১০।

[৫] *আল-হাসসু আলা হিফযিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৬৫।

[৬] দুওয়ায়িস, *হিফযুল কুরআনিল কারীম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৪৮।

মাসে গোটা কুরআন মুখস্থ করে ফেলেন।'[১]

ছয়. জনৈক কুরআন প্রশিক্ষক

তিনি বলেন, 'অনেক যুবক রয়েছে যারা গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে গোটা কুরআন মুখস্থ করে ফেলে।'[২]

এছাড়াও যারা দ্রুত সময়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হাদীসের মতন ও সাহিত্য-সংকলন মুখস্থ করেছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—

এক. কুতুবুদ্দীন ইবনু ইউনানী রাহিমাহুল্লাহ

তিনি বলেন, 'আমার পিতা *আল-জামউ বাইনাস সহীহাইন*[৩] ও *সহীহ মুসলিম* চারমাসে, সূরা আনআম এক দিনে এবং হারীরীর তিন মাকামাত দিনের অল্প সময়ে মুখস্থ করেছেন।'[৪]

দুই. মুহাম্মাদ ইবনু উমার সাদরুদ্দীন ইবনু ওয়াকীল[৫] রাহিমাহুল্লাহ

তিনি *মাকামাতে হারীরী* পাঁচ দিনে আর *দীওয়ানে আবী তৈয়ব* জুমআর দিনে মুখস্থ করেছেন।[৬]

তিন. আবুল কাসিম তান্নুখী রাহিমাহুল্লাহ

তিনি বলেন, 'আমার বয়স যখন পনেরো তখন একদিন আমার বাবাকে কবি দাঈলের ছয়শ পঙক্তি-বিশিষ্ট লম্বা একটি কবিতা আবৃত্তি করতে শুনি। কবিতার ছত্রে ছত্রে ইয়ামানের গৌরব ও মর্যাদা তুলে ধরা হয়েছিল। তাই আমি কবিতাটি

---

[১] *দুওয়ায়িস, হিফযুল কুরআনিল কারীম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৪৯।

[২] *দুওয়ায়িস, হিফযুল কুরআনিল কারীম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৪৯।

[৩] যে গ্রন্থে বুখারী ও মুসলিমের হাদীস রয়েছে।—অনুবাদক।

[৪] *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ৪/১৪৪০।

[৫] তিনি ৭১৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৬] *আদ-দুরারুল কামিনাহ*।

মুখস্থ করতে আগ্রহী হয়ে উঠি[১] এবং কবিতাটি আমাকে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করি; কিন্তু তিনি দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, 'তুমি পঞ্চাশ বা একশ পঙক্তি মুখস্থ করে কোথায় ফেলে দেবে, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।'

কিন্তু আমার অব্যাহত জোরাজুরিতে শেষমেশ তিনি দিতে বাধ্য হন। আমি তখন কবিতাটি নিয়ে আমার কামরায় প্রবেশ করি। সে-দিন শুধু কবিতা মুখস্থ নিয়েই ব্যস্ত থাকি এবং শেষরাতের আগেই গোটা কবিতা মুখস্থ ও ঠোঁটস্থ করে ফেলি।

সকাল হলে তার কামরায় গিয়ে হাঁটুগেড়ে বসি। তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'কতটুকু মুখস্থ হয়েছে?'

আমি বলি, 'সম্পূর্ণ কবিতাটাই মুখস্থ হয়েছে।'

কিন্তু আমি মিথ্যা বলছি, ভেবে তিনি রেগে যান এবং বলেন, 'কবিতাটি কোথায়? আমি তখন আস্তিনের নিচ থেকে কবিতাটি বের করে তার সামনে রাখি এবং আবৃত্তি করতে শুরু করি। একশ পঙক্তি শেষ হলে তিনি পৃষ্ঠা উল্টিয়ে বলেন, 'অমুক অমুক পঙক্তির পর থেকে বলো।'

আমি সেখান থেকেই আবৃত্তি করি। যখন দেখেন, 'সত্যি সত্যি আমি মুখস্থ করে ফেলেছি তখন তিনি মুগ্ধ হয়ে আমার মাথায় ও চোখে চুমু খান আর বলেন, 'এ খবর কাউকে দিয়ো না। আমার আশঙ্কা, এক শ্রেণির লোক তোমার পিছু লাগবে।'[২]

এছাড়াও যারা এক বসাতে বিপুল পরিমাণ মুখস্থ করতে পারতেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—

এক. হুশাইম ইবনু বাশীর রাহিমাহুল্লাহ

তাকে একদিন জিজ্ঞাসা করা হয়, 'আপনি এক দিনে কী পরিমাণ মুখস্থ করতেন? তিনি বলেন, 'আমি এক বসায় একশ হাদীস মুখস্থ করতাম। এক মাস পর তা

[১] কারণ, জন্মসূত্রে আমি ছিলাম একজন ইয়ামানী।

[২] *আল-হাসসু আলা হিফযিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৫১।

শুনতে চাইলে হুবহু শুনিয়ে দিতে পারতাম।'[১]

দুই. ইয়াহইয়া ইবনু ইয়ামান রাহিমাহুল্লাহ

ওয়াকী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমাদের কেউ ইয়াহইয়া ইবনু ইয়ামানের মতো হাদীস মুখস্থ করতে পারতেন না। তিনি এক বসাতে পাঁচশ হাদীস মুখস্থ করতে পারতেন।'[২]

তিন. আবু আব্দুল্লাহ ইউনানী রাহিমাহুল্লাহ

তিনি এক মজলিসে বসে সত্তরের বেশি হাদীস মুখস্থ করতেন। [৩]

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

[স্মরণশক্তির বিস্ময়কর ঘটনা]

মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে কতক মনীষী স্মরণশক্তির বিস্ময়কর ও অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—

এক. কাতাদা ইবনু দিআমাহ সাদূসী[৪] রাহিমাহুল্লাহ

কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ সাঈদ ইবনু মুসাইয়িব রাহিমাহুল্লাহ-কে বলেন, 'আবু নযর! কুরআন নাও আর দেখো, কোথাও ভুল হচ্ছে কি-না।' এরপর তিনি সূরা বাকারা পড়তে শুরু করেন। 'আলিফ', 'ওয়াও' কিংবা অন্য কোনো বর্ণে একটিবারের জন্যও ভুল করেন না। পড়া শেষ হলে জিজ্ঞেস করেন, 'কী আবু নযর, ঠিক পড়েছি তো?' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ।' এরপর কাতাদা বলেন, 'সূরা বাকারার চেয়েও জাবির ইবনু আব্দিল্লাহর সহীফা আমার বেশি মুখস্থ।'[৫]

---

[১] ইবনু আদী, *আর-কামিল*, ১/৯৫; *আল-হাসসু আলা হিফযিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৬৫।

[২] *তাহযীবুল কামাল*, ৩২/৫৮; *আল-কাশেফ*, ৩/২৭৩।

[৩] *তাযকিরাতুল হুফফায*, ৪/১৪৪০।

[৪] তিনি ১১৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৫] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ২/৩৩৪; *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৫/২৭২।

দুই. আবু নুয়াইম ফাযল ইবনু দুকাইন[১] রাহিমাহুল্লাহ

আহমাদ ইবনু মানসূর রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি আহমাদ ইবনু হাম্বাল ও ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীনের সাথে উভয়ের খাদেম হিসেবে আব্দুর রাযযাকের নিকট যাই। কূফায় পৌঁছালে ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন বলেন, 'চলুন, আমরা আবু নুয়াইমকে পরীক্ষা করব।'

আহমাদ বলেন, 'প্রয়োজন নেই। তিনি সিকা বা নির্ভরযোগ্য।' ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন বলেন, 'না, পরীক্ষা করব।' এরপর তিনি একটা খাতা নিয়ে তাতে আবু নুয়াইমের সূত্রে বর্ণিত ত্রিশটি হাদীস লেখেন। তবে প্রতি দশটি হাদীসের পরে একটা করে অন্যের হাদীস ঢুকিয়ে দেন। তারপর আবু নুয়াইমের নিকট উপস্থিত হন।

আবু নুয়াইম তখন মাটির দোকানে বসা ছিলেন। আহমাদ ইবনু হাম্বাল তাকে তার ডানে আর ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীনকে বামে বসান। আর আমি বসি দোকানের নিচে। ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন খাতাটি বের করে তার সামনে দশটি হাদীস পড়েন। আবু নুয়াইম মনোযোগ দিয়ে শোনেন। এরপর তিনি এগারো নম্বর হাদীসটি পড়েন। এ হাদীসটি শোনামাত্রই আবু নুয়াইম আপত্তি জানিয়ে বলেন, 'এটা আমার হাদীস নয়। এটা কেটে ফেলো।'

এরপর দ্বিতীয় দশটি হাদীস পড়েন। আবু নুয়াইম চুপচাপ শুনতে থাকেন; কিন্তু এগারো নম্বর হাদীসটি শোনামাত্রই আবু নুয়াইম আপত্তি জানিয়ে বলেন, 'এটা আমার হাদীস নয়। এটাও কেটে ফেলো।'

এরপর তৃতীয় দশটি পড়েন। আবু নুয়াইম চুপচাপ শুনতে। এগারো নম্বর হাদীসটি শোনামাত্রই তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়, তার চোখ রক্তবর্ণ ধারণ করে এবং তিনি ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীনের দিকে এক রকম তেড়ে আসেন; কিন্তু আহমাদ ইবনু হাম্বাল তাকে নিবৃত্ত করেন।

তারপরও আবু নুয়াইম লাথি মেরে তাকে দোকানের বাইরে ফেলে দেন এবং তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে উঠে বাড়িতে চলে যান।

আহমাদ ইবনু হাম্বাল বলেন, 'আমি তো আপনাকে বলেছিলাম, পরীক্ষা করার প্রয়োজন নেই। তিনি সিকা, নির্ভরযোগ্য।'

---

[১] তিনি ১১৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

ইয়াহইয়া বলেন, 'খাবারের চেয়ে তার লাথি আমার কাছে বেশি প্রিয়।'[১]

তিন. আসিম ইবনু আবিন নাজুদ[২] রাহিমাহুল্লাহ

তিনি বলেন, 'আমি দুই বছর অসুস্থ ছিলাম। তাই কুরআন পড়া সম্ভব হয়নি। সুস্থ হলে কুরআন মুখস্থ পড়া শুরু করি। তারপরও একটি বর্ণও ভুল পড়িনি।'[৩]

চার. তালহা ইবনু আমর[৪] রাহিমাহুল্লাহ

মামার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি, শুবা ও সাওরী একসাথে ছিলাম। তখন জনৈক শাইখ এসে চার হাজার হাদীস মুখস্থ লেখান। মুখস্থ চার হাজার হাদীসে তিনি মাত্র দুই জায়গায় ভুল করেন। এ দুটি ভুল আমাদেরও নয়, তারও নয়; বরং ওপরের কোনো বর্ণনাকারীর ভুল। আমাদের সে-শাইখ ছিলেন, তালহা ইবনু আমর।'[৫]

পাঁচ. ওয়াকী ইবনু জাররাহ[৬] রাহিমাহুল্লাহ

তিনি বলেন, 'পনেরো বছরে একটি বই মাত্র একবার দেখেছি। তারপরও হুবহু বলতে পারি।'[৭]

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি ওয়াকীর চেয়ে বড় হাফিযে হাদীস কাউকে দেখিনি। মাত্র একদিন তাকে একটি হাদীস নিয়ে সংশয়ে পড়তে দেখেছি। তার সাথে কখনও কোনো বই-খাতা দেখিনি।'[৮]

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১০/১৪৮।

[২]তিনি ১২৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৫/২৫৮।

[৪]তিনি ১৫২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৫] ইবনুল জাওযী, *কিতাবুল হাদায়িক*, ১/২৪।

[৬]তিনি ১৯৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৭] *তাহযীবুল কামাল*, ৩০/৪৭৭।

[৮] *তাহযীবুল কামাল*, ৩০/৪৭১।

ইবনু আম্মার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'একদিন আমি ওয়াকীকে বলি, বসরাবাসীর ভাষ্যমতে, আপনি চারটা হাদীসে ভুল করেছেন।' তিনি বলেন, 'আববাদান নামক স্থানে আমি তাদের সম্মুখে পনেরো শত হাদীস মুখস্থ বর্ণনা করেছি। পনেরো শত হাদীসে চারটা ভুল আহামরি কিছুই নয়।'[১]

ছয়. আলী ইবনুল মাদীনী[২] রাহিমাহুল্লাহ

জাফর ইবনু দুরস্তাওয়াইহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'একদিন আলী ইবনুল মাদীনী সামিরা নামক স্থানে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলেন, 'এই স্থানে বসে কিতাব দেখে হাদীস বর্ণনা করা নিন্দনীয়।' জাফর ইবনু দুরস্তাওয়াইহ বলেন, 'তিনি প্রথমবার মুখস্থ হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে ভুল করেছিলেন। এরপর একাধারে সাত বছর মুখস্থ হাদীস বর্ণনা করলেও একটি হাদীসেও ভুল করেননি।'[৩]

সাত. ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ[৪] রাহিমাহুল্লাহ

আবু দাউদ খাফ্ফাফ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ আমাদের এগারো হাজার হাদীস মুখস্থ লেখান। তারপর তিনি পুনরায় পড়ে শোনান; কিন্তু কোথাও একটা বর্ণও কম-বেশি করেননি।'[৫]

ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি যতকিছু লিখেছি সব-ই মুখস্থ করেছি। আমার খাতায় লিখিত সত্তর হাজারের বেশি হাদীস চোখের তারায় জ্বলজ্বল করছে।'[৬]

ইসহাক ইবনু ইবরাহীম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এক লাখ হাদীস খাতার কোন কোন স্থানে রয়েছে, তা দেখতে পাচ্ছি। তন্মধ্যে সত্তর হাজার হাদীস ঠিক আর চার হাজার হাদীস বানোয়াট।

---

[১] *তাহযীবুল কামাল*, ৩০/৪৭৭।

[২] তিনি ২৩৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৩] *আল-জামি লি-আখলাকির রাবী*, ২/১৩।

[৪] তিনি ২৩৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৫] *আল-জামি লি-আখলাকির রাবী*, ২/১৩।

[৬] *আল-জামি লি-আখলাকির রাবী*, ২/২৫৩।

'বানোয়াট হাদীস মুখস্থ করার তাৎপর্য কী?', জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'এসব হাদীস মুখস্থ করার তাৎপর্য এই যে, এগুলো সহীহ হাদীসের মধ্যে ঢুকে পড়লে আমি খুব সহজেই তা ধরতে পারি।'[১]

আলী ইবনু সালামা লুবকী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'একদা ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ আমীর আব্দুল্লাহ তাহিরের নিকট উপস্থিত ছিলেন। সেখানে ইবরাহীম ইবনু আবি সালিহও ছিলেন। আমীর ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহকে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করেন। ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ বলেন, 'আমার মতে, এ মাসআলায় সুন্নাহ হচ্ছে, এটা। আর এটাই আহলুস সুন্নাহর মত; কিন্তু আবু হানীফা ও তার ছাত্রদের মত এর বিপরীত।'

ইবরাহীম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আবু হানীফা এর বিপরীতে মত দেননি।'

ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি ইবরাহীমের দাদার কিতাব থেকে এভাবেই মুখস্থ করেছি। ইবরাহীমও এভাবেই মুখস্থ করেছে।'

ইবরাহীম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ আপনাকে ভালো রাখুন, ইসহাক আমার দাদার নামে মিথ্যা বলছে।'

ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'মাননীয় আমীর! আপনি যদি লোক পাঠিয়ে অমুক জায়গায় রাখা অমুক 'জুয' নিয়ে আসতেন তাহলে সমাধান হয়ে যেত।'

তার কথামতো 'জুয'টি নিয়ে আসা হয়। আমীর 'জুয'টি নাড়াচাড়া করতে থাকেন। ইসহাক বলেন, 'এগারো নম্বর পাতার নয় নম্বর লাইন দেখুন।' এগারো নম্বর পাতা খুলে দেখা যায়, ইসহাকের কথাই ঠিক।

আমীর আব্দুল্লাহ তাহির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আপনি ঠিক-ঠিক মুখস্থ রেখেছেন। আমি আপনার স্মরণশক্তি দেখে বিস্মিত হয়েছি।'

ইবরাহীম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এক দিনেই এই অবস্থা।'[২]

---

[১] *আল-জামি লি-আখলাকির রাবী*, ২/২৫৪।

[২] *তারীখু বাগদাদ*, ৬/৩৫৩।

আহমাদ ইবনু কামিল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনু তাহের ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহকে বলেন, শোনা যায়, আপনি নাকি এক লাখ হাদীস মুখস্থ করেছেন?' তিনি বলেন, 'হাদীস এক লাখ কি না, তা জানি না। তবে যা-ই শুনেছি তা-ই মুখস্থ করেছি। আর একবার মুখস্থ করলে জীবনে কখনও ভুলিনি।'[১]

আট. ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল[২] রাহিমাহুল্লাহ

ইমাম আহমাদের পুত্র আব্দুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমার পিতা আমাকে বলেন, তুমি ওয়াকীর যে-কোনো কিতাব নাও। এরপর আমাকে শুধু মতন[৩] জিজ্ঞেস করো, আমি তোমাকে সনদসহ হাদীসটি বলে দেব। আবার তুমি চাইলে শুধু সনদও জিজ্ঞেস করতে পারো, আমি তোমাকে মতনসহ হাদীসটি বলে দেব।'[৪]

নয়. আবু যুরআ রাযী[৫] রাহিমাহুল্লাহ

তিনি বলেন, 'আমার ঘরে পঞ্চাশ বছর আগের লেখা বেশ কয়েকটি খাতা রয়েছে। খাতাগুলো লেখার পর থেকে আজ পর্যন্ত কখনও খুলে দেখিনি। তারপরও আমি জানি, কোন হাদীস কোন খাতার, কোন কোন পৃষ্ঠার কোন লাইনে আছে।'[৬]

তিনি আরও বলেন, 'মানুষ যেভাবে সূরা ইখলাস মুখস্থ করে, আমি ঠিক সেভাবে দুই লাখ হাদীস মুখস্থ করেছি। আর মুযাকারার মাধ্যমে মুখস্থ করেছি তিন লাখ।'[৭]

দশ. ইবনু আবি দাউদ[৮] রাহিমাহুল্লাহ

তিনি বলেন, 'আমি আসবাহানে ছত্রিশ হাজার হাদীস মুখস্থ বর্ণনা করি। তন্মধ্যে

[১] *তারীখু বাগদাদ*, ৬/৩৫৪।

[২] তিনি ২৪১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৩]হাদীসের মূলভাষ্যকে মতন বলে।—অনুবাদক।

[৪] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১১/১৮৬।

[৫] তিনি ২৬৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৬] *তারীখু বাগদাদ*, ১০/৩৩২।

[৭] ইবনুল জাওযী, *কিতাবুল হাদায়িক*, ১/২৬।

[৮] তিনি ৩১২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

পাঁচটি হাদীসে সন্দেহ হয়। বর্ণনা শেষে খাতার সাথে মিলিয়ে দেখি, হাদীস পাঁচটি ঠিক আছে। কোথাও কোনো ভুল হয়নি।'[১]

এগারো. আবু আমর যাহিদ উরফে গোলামু সালাব[২] রাহিমাহুল্লাহ

আবু উমার যাহিদ এক বিচারকের ছেলেকে সাহিত্য শেখাতেন। একদিন তিনি তাকে ব্যাকরণের প্রায় ত্রিশটি নিয়ম লিখে দেন। বেশকিছু জটিল শব্দের সমাধান দেন এবং দুই পঙক্তি কবিতার মাধ্যমে পাঠদানের ইতি টানেন।

একদিন আবু বকর ইবনু দুরাইদ, ইবনু আম্বারী ও ইবনু মিকসাম বিচারকের দরবারে উপস্থিত হন। বিচারক সেই ত্রিশটি ব্যাকরণ নিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু তাদের কেউ-ই সেই ব্যাকরণ-বিষয়ে কিছু বলতে পারেন না। অধিকন্তু তারা দুই পঙক্তির কবিতাটিকে অস্বীকার করেন। বিচারক তাদের বলেন, 'তাহলে এ ব্যাপারে আপনাদের মতামত কী?'

ইবনু আম্বারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি কুরআনের জটিল শব্দের সমাধান নিয়ে গ্রন্থ সংকলনে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছি। তাই কিছু বলতে পারছি না।' ইবনু মিকসাম ইবনু আম্বারীর মতোই কিরাআত-শাস্ত্রে ব্যস্ততার মধ্যে সময় কাটানোর কথা বলেন। ইবনু দুরায়িদ বলেন, 'এগুলো আবু উমারের স্বরচিত ব্যাকরণ। আরবী ভাষা ও সাহিত্যে এসবের কোনো ভিত্তি নেই।' তারপর তারা চলে যান।

এ খবর আবু উমারের কাছে পৌঁছালে তিনি বিচারকের সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন, 'আপনি পূর্বযুগের কবিদের বইপুস্তক জমা করুন। বিচারক তার বইভান্ডার খুলে পূর্বযুগের কবিদের বইপুস্তক জমা করেন। আবু উমার একটি করে ব্যাকরণ বলতে থাকেন আর তার পক্ষে সে-সব বইপুস্তক থেকে প্রমাণ পেশ করতে থাকেন। এভাবে সবগুলো ব্যাকরণের পক্ষে সমস্ত প্রমাণ উপস্থাপন করেন। সবশেষে বলেন, 'এই দুই পঙক্তি কবিতা সালাব আপনার সামনে আবৃত্তি করেছেন এবং আপনি নিজহাতে পঙক্তি দুটি অমুক কিতাবের গিলাফে লিখে রেখেছেন।'

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১৩/২২৪; *আল-হাসসু আলা হিফযিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৪৪।

[২] তিনি ৩৪৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

এ কথা শুনে বিচারক কিতাবটি নিয়ে এসে দেখেন, আবু উমার যে-জায়গার কথা বলেছিলেন ঠিক সেখানেই তিনি চরণ দুটি স্ব-হস্তে লিখে রেখেছেন। এ ঘটনা ইবনু দুরাইদের কাছে পৌঁছালে তিনি আমৃত্যু আবু উমারের বিষয়ে কোনো কথা বলা থেকে বিরত থাকেন।[১]

বারো. আবু আহমাদ আসসাল[২] রাহিমাহুল্লাহ

কথিত আছে, 'আবু আহমাদ আসসাল উজবিকিস্তানে চল্লিশ হাজার হাদীস মুখস্থ লিখিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে এসে মূল খাতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন, একটা হাদীসেও ভুল হয়নি।'[৩]

তেরো. ইবনু উমাইদ মুহাম্মাদ ইবনু হুসাইন[৪] রাহিমাহুল্লাহ

জনৈক লেখক বলেন, 'আমরা ইবনু উমাইদের কাছে গেলে দেখতাম, কর্মক্ষেত্রেও তার পাশে প্রায় একশ খণ্ডের বই থাকে। আমরা এটা পছন্দ করতাম না। তিনি আমাদের এই অবস্থা বুঝতে পেরে বলেন, 'সবগুলো বই-ই আমার মুখস্থ। যখন পড়া বাদ দিয়ে কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি তখন এগুলো পাশে রাখি আর এসবের দিকে চেয়ে থাকি। এতেই আমার সব স্মরণে চলে আসে। পাশে রাখাটাই আমার পড়ার কাজ করে।' তারপর একজনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আপনি চাইলে যে-কোনো বই থেকে পরীক্ষা করতে পারেন।' সে-ব্যক্তি একটা বই হাতে নিলে ইবনু উমাইদ বলেন, 'এটা আমার দ্বিতীয় বই।' তারপর তিনি শুরু, শেষ ও মধ্যভাগ থেকে পড়ে শোনান। আমরা তখন নিশ্চিত হই যে, তিনি সত্য বলেছেন। আমরা তার নিষ্ঠা, স্মরণশক্তি ও অধ্যয়নের অভিনবত্ব দেখে বিস্মিত হই।'[৫]

---

[১] *তারীখু বাগদাদ*, ২/৩৫৮; *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১৫/৫১২; *আল-হাসসু আলা হিফযিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৬০।

[২] তিনি ৩৪৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৩] *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ৩/৮৮৭।

[৪] তিনি ৩৬০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৫] *আল-হাসসু আলা তলাবিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৬৯।

চৌদ্দ. হুসাইন ইবনু আহমাদ ইবনু বুকাইর[১] রাহিমাহুল্লাহ

আযহুরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'একদিন আমি আবু আব্দিল্লাহ ইবনু বুকাইরের নিকট যাই। গিয়ে দেখি, তার সামনে অনেক কিতাব রয়েছে। আমি কয়েকটি কিতাব নেড়েচেড়ে দেখতে থাকি। তিনি বলেন, 'তুমি এসব কিতাবের যে-কোনো হাদীসের মতন জিজ্ঞেস করলে আমি সনদ বলে দেব; আর সনদ জিজ্ঞেস করলে মতন বলে দেব। ঠিকই, আমি তাকে মতন জিজ্ঞেস করলে তিনি সনদ এবং সনদ জিজ্ঞেস করলে মতন বলে দেন। এভাবে আমি তাকে অসংখ্যবার পরীক্ষা করেছি।'[২]

পনেরো. আবু ইসমাঈল হারাবী[৩] রাহিমাহুল্লাহ

তিনি বলেন, 'আমি আমার মুখস্থ বারো হাজার হাদীস কোনো প্রকার ভুল ও পুনরাবৃত্তি ছাড়া শুনিয়ে দিতে পারব।' ইবনু তাহির বলেন, 'তার মজলিসে যে-কোনো হাদীসের সনদ উল্লেখ করা হলে তিনি বলে দিতেন, হাদীসটি সহীহ, না যঈফ।'[৪]

এ বিষয়ে সমকালীন আলিমদের কয়েকটি অবিস্মরণীয় ঘটনা

এক. একদিন শাইখ আব্দুল আযীয ইবনু বায শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহহাবের *কিতাবুল ঈমান* নিয়ে আসতে বলেন। কিতাবটি আনা হলে তিনি বলেন, 'এত নম্বর পৃষ্ঠা বের করো।'

নির্দেশিত পৃষ্ঠাটি বের করা হলে বলেন, 'এত নম্বর লাইনটি পড়ো।' লাইনটি পড়া হলে বলেন, 'এর টীকাটা পড়ো।'

তারপর বলেন, 'শেষবার *কিতাবুল ঈমান* পড়েছিলাম ৪০ বছর আগে।'

এরপর কে তাকে পড়ে শুনিয়েছিলেন—তার নামও বলেন।[৫]

---

[১] তিনি ৩৮৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[২] *আল-হাসসু আলা হিফযিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৩৫।

[৩] তিনি ৪৮১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৪] *যায়লু তবাকাতিল হানাবিলাহ*, ১/৮৫।

[৫] *সাদহান, ইমাম ইবনু বায দুরূস ওয়া মাওয়াকিফ ওয়া ঈবার*, ২৭-২৮।

দুই. আমাকে ইবরাহীম ইবনু নাসির সুহাইবানী বলেন, 'প্রায় ১৪১৪ হিজরীতে রিয়াদে এক যুবকের ইন্টারভিউ নিই। সে মাহাদুর রিয়াদিল ইসলামী-এর মাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিল। সমগ্র কুরআন তার আয়াত-নম্বরসহ মুখস্থ ছিল। ইন্টারভিউতে আমি আয়াত তিলাওয়াত করলে সে আয়াত-নম্বর বলে। আবার আমি আয়াত-নম্বর বললে সে আয়াত তিলাওয়াত করে। কোনো সূরার শেষ আয়াত জিজ্ঞেস করলে সেটাও অবলীলায় বলে দেয়। এমনকি তার সামনে কোনো একটি আয়াত উল্লেখ করে তার পূর্বের বা পরের আয়াত জানতে চাইলেও সে ঠিক ঠিক উত্তর দেয়। তার এই বিস্ময়কর হিফয দেখে আমি হতবাক হয়ে যাই।'

তিন. মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল্লাহ দারবীশ বলেন, 'আমি আল-জামাআতুল খাইরিয়াহ লি-তাহফীযিল কুরআন'-এর হাফিযদের পরীক্ষা বোর্ডের অন্যতম সদস্য ছিলাম। প্রথম সারির হাফিযদের মধ্যে একজন খুদে হাফিযও ছিল। তার বয়স সর্বোচ্চ দশ বছর হবে। হাফিযরা সাধারণত যে-সব জায়গায় আটকে যায় তাকে সে-সব জায়গা থেকে পড়তে বলি। সে অনায়াসে নির্ভুলভাবে পড়ে ফেলে। কোথাও আটকায় না এবং একটা বর্ণও ভুল পড়ে না। সেখানে সাত বছর ও বারো বছর বয়সী আরও দুজন খুদে হাফিযের সঙ্গে দেখা হয়। তারা উভয়েই সমগ্র কুরআন আয়াত-নম্বরসহ ঠোঁটস্থ করে ফেলেছে।'[১]

চার. আবু সুলাইমান খালিদ ইবনু আব্দিল্লাহ ১৪২২ হিজরীতে আমাকে বলেন, 'জমঈয়াতু তাহফীযিল কুরআনিল কারীম, মদীনা মুনাওয়ারা-এর এক শিক্ষক কোনো রকম পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই আমাকে সূরা বাকারা থেকে সূরা ইসরার শেষ পর্যন্ত মুখস্থ তিলাওয়াত করে শোনান। এই দীর্ঘ তিলাওয়াতে তিনি কোথাও একটিবারের জন্যও ভুল করেননি। এমনকি সংশয়গ্রস্তও হননি। এটা ছিল প্রায় ১৪১৫ হিজরীর ঘটনা।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

[বিপুল পরিমাণ হিফযের বিস্ময়কর ঘটনা]

ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে এমন অনেক মনীষীর সন্ধান পাওয়া যায়, যারা বিপুল পরিমাণ হিফয করে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এবং বিচিত্র উপায়ে তাদের বিস্ময়কর স্মরণশক্তির পরিচয় তুলে ধরেছেন। নিম্নে তাদের কয়েকজনের ঘটনা উদ্ধৃত করা হলো :

---

[১] *দুরাইশ, হিফযুল কুরআনিল কারীম,* পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৪৪।

যারা শত-সহস্র ও লক্ষ-লক্ষ হাদীস মুখস্থ করেছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—

এক. আবদান[১] রাহিমাহুল্লাহ

আলী নায়সাপূরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আবদানের এক লাখ হাদীস মুখস্থ ছিল।'[২]

দুই. ইসমাঈল ইবনু আইয়াশ[৩] রাহিমাহুল্লাহ

দাউদ ইবনু আমর যাববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ইসমাঈল ইবনু আইয়াশ আমাদের নিকট মুখস্থ হাদীস বর্ণনা করতেন। তার সাথে কখনও কোনো বই থাকত না। একদিন আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনার কি দশ হাজার হাদীস মুখস্থ আছে?' উত্তরে তিনি বলেন, 'দশ হাজার এবং আরও দশ হাজার মুখস্থ আছে।'[৪]

তিন. আব্দুর রহমান ইবনু মাহদী[৫] রাহিমাহুল্লাহ

উবাইদুল্লাহ ইবনু উমার কাওয়ারীরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমাকে আব্দুর রহমান ইবনু মাহদী বিশ হাজার হাদীস মুখস্থ লিখিয়েছেন।'[৬]

চার. আবু দাউদ তয়ালিসী[৭] রাহিমাহুল্লাহ

আমর ইবনু আলী ফাল্লাস রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি এমন কোনো মুহাদ্দিসকে পাইনি, যার আবু দাউদ তয়ালিসীর থেকে বেশি হাদীস মুখস্থ ছিল। আমি তাকে বলতে শুনেছি, 'আমি এক বসাতে ত্রিশ হাজার হাদীস মুখস্থ বলতে পারব। এতে আমি অহংকার করি না। উসমান বাযযীর বারো হাজার হাদীস আমার মুখস্থ আছে; কিন্তু বসরার কেউ কখনও আমার কাছে সেগুলো জানতে চায়নি। তাই আমি

---

[১] তিনি ১৩৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[২] *আল-হাসসু আলা হিফযিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৪৩; *তাযকিরাতুল হুফফায*, ২/৬৮৯।

[৩] তিনি ১৮২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৪] *তাযকিরাতুল হুফফায*, ১/২৫৪।

[৫] তিনি ১৯৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৬] ইবনুল জাওযী, *কিতাবুল হাদায়িক*, ১/২৪; *তাযকিরাতুল হুফফায*, ১/৩৩০।

[৭] তিনি ২০৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

আসবাহান গিয়ে সে-সব হাদীস বর্ণনা করি।'[১]

উমার ইবনু শুববাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তারা আবু দাউদ তয়ালিসী থেকে চল্লিশ হাজার হাদীস লিখেছেন। কিন্তু তখন তার কাছে কোনো কিতাব ছিল না।'[২]

পাঁচ. ইয়াযিদ ইবনু হারূন[৩] রাহিমাহুল্লাহ

তিনি বলেন, 'আমি চব্বিশ হাজার হাদীস সনদসহ মুখস্থ করেছি। তাই বলে অনেক কিছু মুখস্থ করে ফেলেছি—এমনটা নয়। শামের বর্ণনাকারীদের থেকে বিশ হাজার হাদীস মুখস্থ করেছি; কিন্তু কেউ কখনও আমাকে সেগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেনি।'[৪]

ছয়. আবু হাফস ইবনু তব্বা[৫] রাহিমাহুল্লাহ

আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আবু হাফস ইবনু তব্বা প্রায় চল্লিশ হাজার হাদীস মুখস্থ করেছিলেন।'[৬]

সাত. ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ

আবু যুরআ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আহমাদ ইবনু হাম্বাল এক লাখ হাদীস মুখস্থ করেছিলেন।' আবু যুরআকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'আপনি এ তথ্য কোথায় পেলেন?'

উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি তার সঙ্গে হাদীস নিয়ে পর্যালোচনা করেছিলাম এবং তার উদ্ধৃত হাদীসের সঙ্গে বাব বা অধ্যায় মিলিয়ে দেখেছিলাম।'[৭]

---

[১] ইবনুল জাওযী, *কিতাবুল হাদায়িক*, ১/২৪।

[২] ইবনুল জাওযী, *কিতাবুল হাদায়িক*, ১/২৪।

[৩]তিনি ২০৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৪] *তারীখু বাগদাদ*, ১৪/৩৩৯-৩৪০; *তাযকিরাতুল হুফফায*, ১/৩১৮।

[৫]তিনি ২২৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৬] *তাহযীবুল কামাল*, ২৬/২৬৩; *তাযকিরাতুল হুফফায*, ১/৪১১।

[৭] *তারীখু বাগদাদ*, ৪/৪১৯-৪২০; ইবনুল জাওযী, *কিতাবুল হাদায়িক*, ১/২৫।

যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এ কথা সত্য। এর মাধ্যমে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বালের গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তারা হাদীস, পুনরাবৃত্ত হাদীস, আসার, তাবিয়ীদের ফাতওয়া, তাফসীর এবং এতদসংশ্লিস্ট অন্যান্য বিষয়কেও হাদীস বলে গণ্য করতেন। অন্যথায় শক্তিশালী মারফূ[১] হাদীসের মতন এর দশভাগের একভাগও হবে না।'[২]

আট. মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বুখারী[৩] রাহিমাহুল্লাহ

তিনি বলেন, 'আমি এক লক্ষ সহীহ এবং দুই লক্ষ অ-সহীহ হাদীস মুখস্থ করেছি।'[৪]

নয়. আবু যুরআ রাযী[৫] রাহিমাহুল্লাহ

আবু ইয়ালা আহমাদ ইবনু আলী ইবনু মুসান্না রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি বসরা গিয়ে আবুর রবী যাহরানী, হুদবাতুবনু খালিদ ও অন্যান্য শায়েখের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। একদা নৌকায় ভ্রমণকালে একব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করে, 'কেউ যদি এই মর্মে কসম করে যে, আপনার এক লক্ষ হাদীস মুখস্থ থাকলে আমার স্ত্রী তিন তালাক-তবে তার তালাকের ব্যাপারে কী বলেন?' লোকটি কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে থেকে বলেন, 'এ যাত্রায় আপনি বেঁচে গেলেন। তবে পরবর্তী কোনো সময়ে কখনও এমন কসম করবেন না।' আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কে যেন এক লক্ষ হাদীস মুখস্থ করেছেন?' আমাকে বলা হলো, তিনি হলেন— 'আবু যুরআ রাযী।'[৬]

আবু কুববায়ী মুহাম্মাদ ইবনু জাফর ইবনু হামকূয়াহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'একদা আবু যুরআ রাযীকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কেউ যদি এই মর্মে শপথ করে যে, আবু যুরআ রাযীর এক লক্ষ হাদীস মুখস্থ থাকলে আমার স্ত্রী তালাক, তাহলে কি সে

[১] যে হাদীসের সনদ বা সূত্রের ধারাবাহিকতা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীসের সংকলক পর্যন্ত সুরক্ষিত রয়েছে এবং মাঝ থেকে একজন বর্ণনাকারীও বাদ পড়েননি।—অনুবাদক।

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১১/১৮৭।

[৩]তিনি ২৫৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৪] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১২/৪১৫।

[৫]তিনি ২৬৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৬] ইবনুল জাওযী, *কিতাবুল হাদায়িক*, ১/২৬।

শপথ ভঙ্গাকারী বলে গণ্য হবে এবং তার স্ত্রীর তালাক বাতিল হয়ে যাবে?' তিনি বলেন, 'না, তালাক কার্যকর হয়ে যাবে।'[১]

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আবু যুরআ রাযীর মতো অন্য কাউকে স্মরণশক্তির সাঁকো পার হতে দেখিনি। তিনি সাত লক্ষ হাদীস মুখস্থ করেছিলেন।'[২]

দশ. ইবনু উকদাহ[৩] রাহিমাহুল্লাহ

তিনি বলেন, 'আমি সনদ ও মতনসহ আড়াই লক্ষ হাদীস মুখস্থ করেছি। আর মুরসাল[৪] ও মাকতূ[৫]-সহ মোট ছয় লক্ষ হাদীস নিয়ে পর্যালোচনা করেছি।'

আবু বকর ইবনু আবু দারিম আল-হাফিয রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদ ইবনু উকদাহকে বলতে শুনেছি, 'আমি আহলে বাইতের সূত্রে তিন লক্ষ হাদীস মুখস্থ করেছি।'[৬]

ইবনু উকদাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'একবার বুরাইজী কূফায় আসেন। তার ধারণা ছিল, তিনি আমার চেয়ে অধিক মুখস্থশক্তির অধিকারী। আমি বললাম, 'থামুন! আমরা বইয়ের দোকান থেকে ওজন করে ইচ্ছেমতো বই কিনব। তারপর আপনি পড়ে যাবেন আর সঙ্গে সঙ্গে আমি মুখস্থ করে ফেলব। এ কথা শুনে তিনি চুপ হয়ে যান।'[৭]

এগারো. আবু মুহাম্মাদ আসসাল[৮] রাহিমাহুল্লাহ

তিনি বলেন, 'আমি কিরাআত-শাস্ত্র সংক্রান্ত পঞ্চাশ হাজার হাদীস মুখস্থ করেছি।'

---

[১] ইবনুল জাওযী, *কিতাবুল হাদায়িক*, ১/২৬

[২] *আল-হাসসু আলা হিফযিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৪৪।

[৩]তিনি ৩৩২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৪] মুরসাল হাদীস হচ্ছে, যে হাদীস তাবিয়ী সাহাবীকে বাদ সরাসরি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন।—অনুবাদক।

[৫] মাকতূ বলতে বোঝায়, তাবিয়ীদের সাথে সম্পৃক্ত কথা ও কাজকে।—অনুবাদক।

[৬] *তারীখু বাগদাদ*, ৫/১৬-১৮; *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১৫/৩৪৬-৩৪৭।

[৭] *তাযকিরাতুল হুফফায*, ৩/৮৪০; *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১৫/৩৪৬-৩৪৭।

[৮]তিনি ৩৪৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

প্রচলিত আছে, 'তিনি স্মৃতির ওপর নির্ভর করে বিশাল একটি তাফসীর-গ্রন্থ রচনা করেছেন।'[১]

বারো. আবু বকর জুআবী[২] রাহিমাহুল্লাহ

আবু বকর জুআবী বলেন, 'আমি চার লক্ষ হাদীস মুখস্থ করেছি এবং ছয় লক্ষ হাদীস নিয়ে পর্যালোচনা করেছি।'[৩]

তেরো. ইসমাঈল ইবনু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ

ইসমাঈল ইবনু ইউসুফ চল্লিশ হাজার হাদীস মুখস্থ করেছিলেন। আর সত্তর হাজার হাদীস নিয়ে পর্যালোচনা করেছিলেন।'[৪]

কুরআন-হাদীসের বাইরে যারা নাহু-শাস্ত্রের হাজার হাজার প্রামাণ্য পঙক্তি ও দীর্ঘ কবিতা মুখস্থ করেছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—

এক. আলী ইবনুল মুবারক আহমার[৫] রাহিমাহুল্লাহ

আবুল আববাস আহমাদ ইবনু ইয়াহইয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আলী আহমার ছোট-বড়, অজস্র দুর্লভ কবিতা ছাড়াও শুধু নাহু-শাস্ত্রের চল্লিশ হাজার প্রামাণ্য পঙক্তি মুখস্থ করেছিলেন।'[৬]

দুই. আব্দুল মালিক ইবনু কুরাইব আসমাঈ[৭] রাহিমাহুল্লাহ

উমার ইবনু শুববাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি আসমাঈকে বলতে শুনেছি, আমি

---

[১] *তাযকিরাতুল হুফফায,* ৩/৮৮৭।

[২] তিনি ৩৫৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৩] *আল-হাসসু আলা হিফযিল ইলম,* পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৬২; *সিয়ারু আলামিন নুবালা,* ১৬/৯০।

[৪] *আল-হাসসু আলা হিফযিল ইলম,* পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৩১।

[৫] তিনি ১৯৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৬] *তারীখু বাগদাদ,* ১২/১০৪

[৭] তিনি ২১৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

ষাট হাজার ছন্দবন্ধ কবিতা মুখস্থ করেছি।' অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'ষোল হাজার ছন্দবন্ধ কবিতা মুখস্থ করেছি।'[১]

আসকারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আসমাঈ বারো হাজার ছন্দবন্ধ কবিতা মুখস্থ করেন। এগুলোর মধ্যে শতাধিক পঙক্তি বিশিষ্ট কবিতাও ছিল।'[২]

তিন. আবু তাম্মাম[৩] রাহিমাহুল্লাহ

কথিত আছে, 'আবু তাম্মাম আরবের বারো হাজার ছন্দবন্ধ কবিতা মুখস্থ ছিল।'[৪]

চার. আবু বকর আম্বারী[৫] রাহিমাহুল্লাহ

আবু আলী কালী বলেন, 'জনশ্রুতি আছে, আমাদের শাইখ আবু বকর কুরআন-সংক্রান্ত তিন লাখ প্রামাণ্য পঙক্তি মুখস্থ করেছিলেন।'[৬]

পাঁচ. আবুল ফাতহ ইবনু উমাইদ[৭] রাহিমাহুল্লাহ

আসকারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আবুল ফাতহ ইবনু উমাইদ দুই লক্ষাধিক পঙক্তি মুখস্থ করেছিলেন।'[৮]

ছয়. আবুল ফারাজ শামবূযী[৯] রাহিমাহুল্লাহ

আবুল ফারাজ শামবূযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি কিরাআত-শাস্ত্রের পঞ্চাশ

---

[১] *তাহযীবুল কামাল*, ২/৬২২

[২] *আল-হাসসু আলা হিফযিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৮৯।

[৩]তিনি ২৩২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৪] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১১/৬৮

[৫]তিনি ৩২৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৬] *আল-হাসসু আলা হিফযিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৫৮; *তাযকিরাতুল হুফফায*, ৩/৮৪২-৮৪৩।

[৭] তিনি ৩৩৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৮] *আল-হাসসু আলা হিফযিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৭৯।

[৯]তিনি ৩৮৭ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

হাজার প্রামাণ্য পঙক্তি মুখস্থ করেছি।'[১]

এছাড়াও যারা বহু গ্রন্থ মুখস্থ করেছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—

এক. আবু যাকারিয়া ফাররা[২] রাহিমাহুল্লাহ

সালামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আবু যাকারিয়া ফাররা তার সমস্ত গ্রন্থ মুখস্থ লিখিয়েছিলেন।'[৩]

দুই. আবু বকর আম্বারী[৪] রাহিমাহুল্লাহ

কথিত আছে যে, 'আবু বকর আম্বারী সনদসহ একশত বিশটি তাফসীর-গ্রন্থ মুখস্থ করেছিলেন।'[৫]

আবু বকর আম্বারী তার পিতার জীবদ্দশায় অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন এবং বলতে থাকেন, 'পুত্রের অসুস্থতায় বিচলিত না হয়ে থাকি কীভাবে? অথচ সিন্দুকের সমস্ত গ্রন্থ তার মুখস্থ।'

এছাড়াও ইবনু আম্বারী স্মৃতির ওপর নির্ভর করে পঁয়তাল্লিশ হাজার অপ্রতুল হাদীস, এক হাজার পৃষ্ঠার শারহুল কাফী, এক হাজার পৃষ্ঠার কিতাবুল আযদাদ এবং সাতশ পৃষ্ঠার আল-জাহিলিয়াত লিখান।[৬]

প্রসিদ্ধ আছে যে, আবু বকর আম্বারীর তেরো সিন্দুক গ্রন্থ মুখস্থ ছিল।[৭]

---

[১] *তারীখু বাগদাদ*, ১/২৭২।

[২] তিনি ১৩৬ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১/১২০।

[৪] তিনি ৩২৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৫] *আল-হাসসু আলা হিফযিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৫৮; *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ৩/৮৪২-৮৪৩।

[৬] *আল-হাসসু আলা হিফযিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৫৮-৫৯।

[৭] ইবনুল জাওযী, *কিতাবুল হাদায়িক*, ১/২৭; *তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ৩/৮৪৩।

তিন. আবু উমার ওরফে গোলাম সালাব[১] রাহিমাহুল্লাহ

আবু আলী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'সমকালীন আলিমদের মধ্যে আবু উমার ওরফে গোলাম সালাবের চেয়ে অধিক স্মৃতিশক্তির অধিকারী কাউকে দেখিনি। আমি জানতে পেরেছি, তিনি স্মৃতির ওপর নির্ভর করে ভাষা সংক্রান্ত ত্রিশ হাজার পৃষ্ঠা লেখান। তার রচিত যে-সব গ্রন্থ সমাজে প্রচলিত আছে, সেগুলো তিনি বই আকারে সংকলন করা ছাড়াই মুখস্থ লিখিয়েছেন।'[২]

যে-সকল মনীষী সময়ের ভিত্তিতে স্মৃতির বিচার করতেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—

এক. শাবী[৩] রাহিমাহুল্লাহ

তিনি বলেন, 'আমি বিশ বছর যাবৎ যত লোককে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, তাদের সবার চেয়ে বেশি জানি।'[৪]

তিনি আরও বলেন, 'আমি যে-সব কবিতা শোনাই, তা খুবই নগণ্য। ইচ্ছে করলে পুনরাবৃত্তি ছাড়াই এক মাস তোমাদের কবিতা শোনাতে পারব।'[৫]

দুই. মামার ইবনু রাশিদ[৬] রাহিমাহুল্লাহ

ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'হিশাম ইবনু ইউসুফ বলেছেন, মামার আমাদের নিকট বিশ বছর ছিলেন। তার সাথে কখনও কোনো গ্রন্থ দেখিনি।' এই দীর্ঘ সময়ে তিনি মুখস্থ হাদীস বর্ণনা করতেন।[৭]

---

[১] তিনি ৩৪৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[২] *তারীখু বাগদাদ*, ২/৩৫৭; ইবনুল জাওযী, *কিতাবুল হাদায়িক*, ১/২৭

[৩] তিনি ১০৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৪] *তাযকিরাতুল হুফফায*, ১/৮৮।

[৫] *তাযকিরাতুল হুফফায*, ১/৮৪।

[৬] তিনি ১৫৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[৭] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৭/৮।

তিন. ইউনুস ইবনু হাবীব নাহবী[১] রাহিমাহুল্লাহ

আবু উবাইদাহ মামার ইবনু মুসান্না রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি চল্লিশ বছর ইউনুস ইবনু হাবীব নাহবীর দারসে যাতায়াত করেছি। তিনি প্রত্যেক দিন পর্যাপ্ত পরিমাণ মুখস্থ লেখাতেন।'[২]

[১] তিনি ১৮২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

[২] আসকারী, *আল-হাসসু আলা তুলাবিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৭০; *ওয়াফাইয়াতুল আয়ান*, ৭/২৪৪।

তৃতীয় অধ্যায়

মুখস্থ করার পদ্ধতি

আমার মতে যে-ব্যক্তি ভালোভাবে হিফয করতে চায় এবং যুগ যুগ ধরে কোনো একটি বিষয়কে স্মৃতিতে ধারণ করে রাখতে চায় তার কর্তব্য হলো নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা। অবশ্য কেউ যদি সাধারণ কোনো বিষয় সাময়িক সময়ের জন্য মুখস্থ করতে চায় তাহলে তার জন্য এই পদ্ধতির অনুসরণ অত্যাবশ্যক নয়। আল্লাহ আমাকে, আপনাকে এবং আগ্রহী সকলকে তাওফীক দান করুন!

উল্লেখ্য যে, নিম্নোক্ত পদ্ধতিটি আমার ব্যক্তিগত নয়; বরং সালাফদের মতামত এবং তাদের বাস্তব জীবন থেকে গৃহীত। এই মহান মনীষীদের দ্রুত হিফয করার ক্ষমতা, বিস্ময়কর স্মরণশক্তি এবং বিপুল পরিমাণ মুখস্থ করার বিস্ময়কর ঘটনা আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি। তাদের এই বিস্ময়কর হিফয নিম্নোক্ত পদ্ধতিতেই সম্পন্ন হয়েছে। কাজেই কেউ যদি হিফয ও স্মরণশক্তিতে তাদের সমস্তরে পৌঁছাতে চায় তাহলে অবশ্যই তাকে তাদের অনুসৃত পথ অনুসরণ করতে হবে।

হিফযের এই কার্যকর পদ্ধতি আলোচনা করার পূর্বে এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা জরুরি মনে করছি যে, হিফযের জন্য পর্যাপ্ত ধৈর্য, দৃঢ় সংকল্প ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনার মানসিকতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে ফলাফল লাভের ক্ষেত্রে ত্বরাপ্রবণতা এবং সময়ের দীর্ঘতায় বিরক্ত হওয়ার মানসিকতা পরিহার করা একান্ত অপরিহার্য। কেননা তার এই ধৈর্য, সাধনা ও সময়, কল্যাণসর্বস্ব কাজে ব্যয়িত হচ্ছে। আর জ্ঞান অর্জনে

যে-সময় ব্যয় করা হচ্ছে তা বিফলে যাচ্ছে না। বরং লাভজনক ব্যবসায় বিনিয়োগ করা হচ্ছে। নিয়ত ঠিক থাকলে নির্দিষ্ট সময়ে এই পুঁজি বহুগুণ লাভ বয়ে আনবে।

এবার তাহলে হিফযের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা যাক। হিফযের জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতি দুটি অনুসরণ করা একান্ত আবশ্যক।

এক. স্বল্প পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ।

দুই. পুনরাবৃত্তি

স্বল্প পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ

অতএব, কেউ যদি কোনো বিষয় মুখস্থ করতে চায় তবে অবশ্যই তাকে ওই বিষয়টি নির্দিষ্ট দিন ও সময়ে ভাগ করে নিতে হবে। এরপর প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ে ওই বিষয়ের নির্দিষ্ট একটি অংশ মুখস্থ করতে হবে এবং অবশ্যই ওই অংশের পরিমাণ স্বল্প হতে হবে। কারণ, নির্দিষ্ট অংশের পরিমাণ বেশি হলে ক্লান্তি ও বিরক্তি ভর করবে। অধিকন্তু প্রচলিত আছে—

مَنْ رَامَ الْعِلْمَ جُمْلَةً ذَهَبَ عَنْهُ جُمْلَةً

যে-ব্যক্তি প্রথম প্রচেষ্টায়ই সমস্ত জ্ঞান অর্জন করতে চায়, সে সহসাই সমস্ত জ্ঞান থেকেই বঞ্চিত হয়।

আরও বর্ণিত আছে—

اِزْدِحَامُ الْعِلْمِ مُضِلَّةُ الْفَهْمِ.

একসাথে সমস্ত জ্ঞান অর্জন করতে গেলে বোধশক্তি লোপ পায়।

অধিকন্তু একটি হাদীসে বলা হয়েছে—

“

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ.

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'হে লোক সকল, তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমল করতে থাকো। কারণ, আল্লাহ তাআলা ক্লান্ত হন না; বরং তোমরাই ক্লান্ত হয়ে পড়ো। আর আল্লাহর নিকট ওই আমল সবচেয়ে প্রিয়, যা সর্বদা করা হয়, যদিও তা পরিমাণে কম হয়।'[১]

খতীব বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

وَيَنْبَغِي لَهُ أَن يَتَثَبَّتَ فِي الأَخْذِ وَلاَ يُكْثِرَ ، بَلْ يَأْخُذُ قَلِيْلاً قَلِيْلاً ، حَسْبَ مَا يَحْتَمِلُهُ حِفْظُهُ ، وَيَقْرُبُ مِنْ فَهْمِهِ ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُوْلُ : وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيْلاً .

হিফযের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়ম হলো, দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হওয়া। কোনোক্রমেই তাড়াহুড়ো না করা; বরং মস্তিষ্কের ধারণক্ষমতা অনুযায়ী একটু একটু করে হিফয করা। এতে হিফয ও অনুধাবন, দুটোই অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন, 'কাফিররা বলে, তার ওপর পুরো কুরআন একসাথে কেন নাযিল হলো না? এটা এ জন্য যে, আমি এর মাধ্যমে তোমার হৃদয়কে সুদৃঢ় করব। আর আমি তা আবৃত্তি করেছি ধীরে ধীরে[২]।'[৩]

খতীব বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন, 'অন্তরও বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ন্যায় একটি অঙ্গ। ফলে স্বভাবতই সে-ও কিছু বিষয় ধারণ করতে পারে; আর কিছু বিষয় ধারণ করতে পারে না। যেমন, মানবদেহ। কেননা, কেউ কয়েক মণ বহন করতে পারে আবার কেউ বিশ কেজিও ওপরে তুলতে পারে না। অনুরূপ কেউ দিনে শত মাইল অনায়াসে হাঁটতে পারে; আবার কেউ অর্ধমাইলও হাঁটতে পারে না। কেউ এক বসাতে কয়েক কেজি খেতে পারে; আবার কেউ সামান্য পরিমাণ খেলেই হাঁপিয়ে ওঠে।

মানুষের অন্তরও ঠিক একই রকম। কেউ এক ঘণ্টায় দশ পৃষ্ঠা মুখস্থ করে ফেলতে পারে; আবার কেউ কয়েক দিনেও আধা পৃষ্ঠা মুখস্থ করতে পারে না। অতএব, যে-ব্যক্তি কয়েক দিনে আধা পৃষ্ঠা মুখস্থ করতে পারে না, সে যদি দশ পৃষ্ঠা মুখস্থ করতে যায়, তাহলে সে বিরক্ত ও হতাশ হয়ে পড়বে। যেটুকু মুখস্থ করেছিল, একসময় সেটুকুও ভুলে যাবে। ফলে পড়া না-পড়া, উভয়ই সমান হয়ে যাবে।

---

[১] *সহীহ বুখারী, ৫৮৬১; সহীহ মুসলিম, ৭৮২।*

[২] সূরা ফুরকান, আয়াত, ৩২।

[৩] *আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ২/১০১।*

কাজেই হিফযের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের ততটুকু লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা উচিত যতটুকু সে উদ্যম ও প্রফুল্লতার সাথে মুখস্থ করতে পারবে। এই পদ্ধতি অনেক সময় ভালো মেধা ও দক্ষ শিক্ষকের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।’[১]

যারনূজী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘আমাদের শিক্ষকগণের ভাষ্যমতে, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ততটুকু পাঠ দেওয়া উচিত, যতটুকু তারা দুবার পড়ে স্বাচ্ছন্দ্যে ভালোভাবে মুখস্থ করে ফেলতে পারে।’[২]

ইউনুস ইবনু ইয়াযীদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘আমাকে ইবনু শিহাব বলেছেন, ইলম নিয়ে অহংকার করো না। কারণ, ইলম হচ্ছে কয়েকটি উপত্যকার সমষ্টি। তুমি যে-উপত্যকায়-ই বিচরণ করো না কেন, লক্ষ্যে পৌঁছার পূর্বেই ক্লান্ত ও স্থবির হয়ে পড়বে। কাজেই তুমি দিন-রাত পরিশ্রম করে ইলম অর্জন করতে থাকো। আর একবারেই সমস্ত ইলম অর্জন করতে যেয়ো না। যে একবারেই সমস্ত ইলম অর্জন করতে চায়, সে সম্পূর্ণরূপে ইলম থেকে বঞ্চিত হয়। তাই দিন-রাত পরিশ্রম করে অল্প অল্প করে ইলম অর্জন করো।’[৩]

ইউনুস ইবনু ইয়াযীদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি যুহরীকে বলতে শুনেছি, ‘ইলম একসাথে বেশি পরিমাণ অর্জন করতে গেলে ইলমের কাছে পরাস্ত হয়ে যাবে, সামান্যও অর্জন করতে পারবে না। তাই দিন-রাত পরিশ্রম করে অল্প অল্প করে অর্জন করবে। এ পদ্ধতি অবলম্বন করলে সফলতার সাথে ইলম অর্জন করতে সমর্থ হবে।’[৪]

খলীল ইবনু আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘ইলমকে গবেষণার বিষয় হিসেবে গণ্য করবে আর বিতর্ককে অজানা বিষয় জানার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করবে। জানার জন্য অধিক পরিমাণ জ্ঞান আহরণ করবে আর মুখস্থ করার জন্য অল্প পরিমাণ নির্ধারণ করবে।’[৫]

---

[১] আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, ২/১০৭।

[২] তা‘লীমুল মুতাআল্লিম, তুরুকুত তা‘লীশ, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৩২-৩৩, মাকতাবাতুল কাহিরা।

[৩] জামিউ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাযলিহ, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ১৬৮।

[৪] হিলয়াতুল আউলিয়া, ৪/৩৬৪।

[৫] জামিউ বায়ানিল ইলম ওয়া ফাযলিহ, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ২০৬।

ইবনু সালাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'দিন-রাত পরিশ্রম করে ধারাবাহিকভাবে অল্প অল্প করে হাদীস মুখস্থ করবে। তাহলে মুখস্থ জিনিস থেকে উপকৃত হতে পারবে। শুবা, ইবনু উলাইয়া, মামার ও অন্যান্য হাফিযে হাদীসগণ এমনই বলেছেন।'[১]

এ বিষয়ে সালাফদের জীবন থেকে নেওয়া বাস্তব কিছু ঘটনা

সালাফদের জীবন থেকে এ সম্পর্কিত বাস্তব কিছু ঘটনা তুলে ধরছি। এই ঘটনাগুলোর মাধ্যমে জানা যাবে যে, তারা যথাযথ হিফয নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিজেদের এবং ছাত্রদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যাপারে কতটা যত্নবান ছিলেন।

মায়মূন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু দীর্ঘ চার বছর ধরে সূরা বাকারা শেখেন।'[২] এমনও বলা হয়ে থাকে যে, 'তিনি সূরা বাকারা শিখতে দীর্ঘ আট বছর সময় নেন।'[৩]

আবু আব্দির রহমান সুলামী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমরা কুরআনের দশ আয়াত শেখার পর পরবর্তী দশ আয়াত ততক্ষণ পর্যন্ত শিখতাম না, যতক্ষণ না পূর্বের দশ আয়াত-সংশ্লিষ্ট হালাল-হারাম ও অন্যান্য বিধি-নিষেধ ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারতাম।'[৪]

আবুল আলিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তোমরা পাঁচ আয়াত করে কুরআন শিখবে। কেননা, তা মুখস্থ করতে সহজ। জিবরীল আলাইহিস সালাম সাধারণত পাঁচ আয়াত করে নিয়ে আসতেন।'[৫]

সুফইয়ান সাওরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি আমাশ ও মানসূরের নিকট এসে চার থেকে পাঁচটি করে হাদীস শিখতাম, যেন বেশি শিখতে গিয়ে ভুলে না যাই।'[৬]

---

[১] *উলূমুল হাদীস*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা :২২৭

[২] ইবনু সাদ, *আত-তবাকাতুল কুবরা*, ৪/১২৩

[৩] *আল জামি লি-আহকামিল কুরআন*, ১/৪০

[৪] *আল জামি লি-আহকামিল কুরআন*, ১/৩৯

[৫] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ২/২১৯

[৬] *ফাতহুল মুগীস*, ৩/৩১৬

আবু বকর ইবনু আইয়াশ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি আসিম ইবনু আবিন নাজূদের কাছে কুরআন শিখেছি। তিনি আমাকে বলতেন, 'দিনে এক আয়াত করে শিখবে; এর বেশি নয়। কারণ, এভাবে শিখলে খুব ভালোভাবে আয়ত্তে থাকবে।'

তিনি আরও বলেন, 'তার এই ধীর ও দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়ার কারণে আশঙ্কা হচ্ছিল যে, আমার কুরআন হিফয সম্পন্ন হওয়ার আগেই তিনি মারা যাবেন। এ কারণে আমি তাকে অধিক পড়া দেওয়ার জন্য ক্রমাগত 'প্ররোচনা' দিতে থাকি। অবশেষে তিনি আমাকে দিনে সর্বোচ্চ পাঁচ আয়াত পড়ার অনুমতি দেন।'[১]

মোটকথা, আসিম আবু বকরকে এ পদ্ধতিতে অবলম্বনে বাধ্য করেন। তিনি তাকে অল্প অল্প করে মুখস্থ করতে বলতেন, যেন প্রতিদিনের পড়া খুব ভালোভাবে মুখস্থ হয় এবং তার স্মৃতির গভীরে গেঁথে যায়।

আসিম নিজের সম্পর্কে বলেন, 'আমি দুই বছর অসুস্থ ছিলাম। ফলে এ দুই বছরে একবারও কুরআন পড়া সম্ভব হয়নি। সুস্থ হলে আমি কুরআন মুখস্থ পড়া শুরু করি। তারপরও কোথাও একটি বর্ণও ভুল পড়িনি।'[২]

প্রিয় পাঠক, এমন বিস্ময়কর স্মরণশক্তি নিয়ে একটু ভাবুন। অসুস্থতার কারণে দুই বছরে কুরআন খুলে দেখারও সুযোগ হয়নি। তারপরও একটি বর্ণও ভোলেননি।

নিঃসন্দেহে এটা অল্প অল্প করে মুখস্থ করার সুফল। আবু বকর তার এই ধীর প্রক্রিয়ার সুফল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'আসিমের সান্নিধ্য থেকে গমনের সময় আমার হিফয এতটাই মজবুত হয়েছিল যে, আমি কোথাও কখনও একটি বর্ণও ভুল করিনি।'[৩]

ইমাম আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ হাম্মাদ ইবনু সুলাইমান রাহিমাহুল্লাহ-র নিকট এলে হাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'কী মনে করে এসেছ?' আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ফিকহ শিখতে এসেছি।' তিনি বলেন, 'প্রত্যেক দিন তিনটি করে মাসআলা শিখবে। এর বেশি একটিও শিখবে না। এভাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানার্জন সম্পন্ন হওয়ার পর ইচ্ছেমতো পড়বে। ইমাম আবু হানীফা তার

---

[১] *তবাকাতুল হানাবিলাহ,* ১/৪২।
[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা,* ৫/২৫৮।
[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা,* ৮/৫০৩।

সাহচর্যে থেকে এ পদ্ধতিতে ফিকহ-শাস্ত্রে এতটাই বুৎপত্তি অর্জন করেন যে, তিনি প্রবাদপ্রতীমে পরিণত হন।[১]

শুবা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি কাতাদার নিকট এসে বলতাম, আমাকে মাত্র দুটি হাদীস শিক্ষা দেন। তিনি আমাকে দুটি হাদীস শিক্ষা দিতেন। একদিন বললেন, 'কিছু বৃদ্ধি করে দিই?' বললাম, না, ভালোভাবে মুখস্থ করি; তারপর।'[২]

শুবার অল্প অল্প করে মুখস্থ করার কারণ হচ্ছে, তিনি কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ-র মতোই বিরল মুখস্থ শক্তির অধিকারী হওয়ার তীব্র বাসনা লালন করতেন। কারণ, এই কাতাদা একদিন সাঈদ ইবনু মুসাইয়িবকে বলেছিলেন, 'আবু নযর, কুরআন নাও; আর দেখো, কোথাও ভুল হচ্ছে কি-না।' এরপর তিনি সূরা বাকারা পড়তে শুরু করেন এবং নির্ভুলভাবে পড়ে যান। পড়া শেষ হলে বলেন, 'কী আবু নযর, ঠিক পড়েছি তো?' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ।' এরপর বলেন, 'সূরা বাকারার চেয়েও জাবির ইবনু আব্দিল্লাহর সহীফা আমার বেশি মুখস্থ।'[৩]

জনৈক শিক্ষার্থীর বর্ণনামতে, 'তার এক সহপাঠী দিনে 'আলফিয়াহ' কবিতার অর্ধপঙক্তি করে মুখস্থ করতেন। এভাবে তিনি দীর্ঘ আট বছরে সম্পূর্ণ কবিতাটি মুখস্থ করেন।'

পুনরাবৃত্তি

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, হিফযের জন্য দুটি বিষয় একান্ত আবশ্যক। এক. স্বল্প পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ। দুই. পুনরাবৃত্তি। কাজেই মুখস্থকৃত বিষয়কে স্থায়িত্ব দিতে চাইলে স্বল্প পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও পুনরাবৃত্তির কোনো বিকল্প নেই।

ইবনুল জাওযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'মুখস্থ বিষয়কে স্থায়ী করার পদ্ধতি হচ্ছে, বেশি বেশি পুনরাবৃত্তি করা। অবশ্য স্মরণশক্তির ক্ষেত্রে মানুষের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। কেউ দুই-একবার পুনরাবৃত্তি করলেই মুখস্থ বিষয়টি তার স্মৃতিতে স্থায়ীভাবে গেঁথে যায়। আবার কারও এজন্য অসংখ্যবার পুনরাবৃত্তি করতে হয়। কাজেই কোনো বিষয়

---

[১] *আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ,* ২/১০১।

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা,* ৭/২২৫-২২৬।

[৩] *হিলয়াতুল আউলিয়া,* ২/৩৩৪; *সিয়ারু আলামিন নুবালা,* ৫/২৭২।

মুখস্থ করার পর সেটাকে স্মৃতিতে চিরভাস্বর করে রাখতে হলে অবশ্যই পুনরাবৃত্তি করতে হবে।'[১]

তিনি আরও বলেন, 'আমাদের অনেক সালাফ স্বল্প সময়ে বিপুল পরিমাণ হিফয করেছেন; কিন্তু তাদের অনেকেই অলসতার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। পুনরাবৃত্তি থেকে পালিয়ে বেড়িয়েছেন। ফলে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় বিষয়টি স্মৃতি থেকে উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং ইলম দ্বারা উপকৃত হওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

আমি ছাত্রদের বিস্মৃতির কারণ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখেছি, তারা দৈনন্দিন পাঠ দুই থেকে তিনবার পুনরাবৃত্তি করেই ক্ষান্ত হয়। ফলে পরের দিনই সব কিছু ভুলে যায়। জ্ঞানমূলক বিতর্ক বা বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনায় সেগুলোর প্রয়োজন পড়লে বিস্মৃতির অতল থেকে উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়। এভাবে তাদের শিক্ষার প্রাথমিক জীবনটাই নষ্ট হয়ে যায়। ফলে মাধ্যমিক স্তরে পৌঁছে সেগুলো আবারও মুখস্থ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। আর এই বিস্মৃতির প্রধান কারণ হচ্ছে, ভালোভাবে মুখস্থ না করা এবং নিজের স্তর ও সামর্থ্য অনুযায়ী পুনরাবৃত্তি না করা।'[২]

যারনূজী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ছাত্রের দায়িত্ব হচ্ছে দৈনন্দিন রুটিন তৈরি করে সে অনুযায়ী মুখস্থ বিষয় পুনরাবৃত্তি করা। অন্যথায় সেটা কিছুতেই স্মৃতিতে স্থায়ী হবে না। কাজেই মুখস্থ বিষয়কে স্মৃতিতে স্থায়িত্ব দিতে হলে তাকে অবশ্যই গতকালের পাঠ পাঁচবার, পরশুর পাঠ চারবার, তিন দিন আগের পাঠ তিনবার, চার দিন আগের পাঠ দুইবার এবং পাঁচ দিন আগের পাঠ একবার পুনরাবৃত্তি করতে হবে। তবেই সেটা স্মৃতিতে স্থায়িত্ব পাবে।'[৩]

খতীব বাগদাদী স্বীয় *আল-জামি* গ্রন্থে 'পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে মুখস্থ বিষয় আত্মস্থ করা', শিরোনামে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। এরপর তিনি আলকামা রাহিমাহুল্লাহ-র নিম্নোক্ত উক্তি উল্লেখ করে বলেছেন—

أَطِيلُوا كَرَّ الحَدِيثِ لَا يَدْرُسْ

হাদীস বেশি বেশি পুনরাবৃত্তি করো; কখনও তা বিস্মৃত হবে না।

---

[১] *আল-হাসসু আলা হিফযিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ২১।
[২] *আল-হাসসু আলা হিফযিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ১২।
[৩] *তালীমুল মুতাআল্লিম, তুরুকুত তালীশ*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৪১ মাকতাবাতুল কাহিরাহ।

সুফইয়ান সাওরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

.إجعلُوا الحَدِيثَ حَدِيثَ أَنْفُسِكُم، وَفِكرَ قُلُوبِكُم، تَحْفَظُوهُ

তোমরা হাদীসকে 'আত্মকথা' ও 'চিত্তবিনোদন' হিসেবে গণ্য করো। তবেই তা মুখস্থ করতে পারবে।[১]

হাসান ইবনু আবু বকর নায়সাপূরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

.لَا يَحْصُلُ الحِفظُ حَتَّى يُعَادَ خَمسِينَ مَرَّةً

পঞ্চাশবার পুনরাবৃত্তি করা ব্যতীত মুখস্থ করা যায় না।[২]

তিনি আরও বলেন, একদিন জনৈক ফকীহ ঘরে বসে বসে এক-ই পাঠ বারবার পুনরাবৃত্তি করছিলেন। তার পুনরাবৃত্তিতে বিরক্ত হয়ে বাড়ির এক বৃদ্ধা বলে ওঠেন, 'আল্লাহর কসম! তোমার পুনরাবৃত্তি শুনে শুনে আমারই মুখস্থ হয়ে গেছে। অথচ তুমি এখনো পুনরাবৃত্তি করেই চলেছ!'

ফকীহ বলেন, 'তাহলে একবার শোনান দেখি।'

বৃদ্ধা ঠিকই তাকে শুনিয়ে দেয়। কিছুদিন পর ফকীহ উক্ত বৃদ্ধাকে ডেকে বলেন, 'ওই দিনের মুখস্থ পড়াটা আজকে শোনান দেখি।'

বৃদ্ধা বলেন, 'ভুলে গেছি।'

তখন তিনি বলেন, 'আমি আপনার মতো ভুলে যাওয়ার ভয়েই বারবার পুনরাবৃত্তি করছিলাম।'[৩]

ইবনু জিবরীন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যারা কোনো প্রকার পুনরাবৃত্তি ছাড়াই দ্রুত মুখস্থ করে ফেলে, তারা সাধারণত দ্রুতই ভুলে যায়। এজন্য পূর্ববর্তী অনেক শিক্ষার্থী জ্ঞানমূলক বিষয় মুখস্থ করার জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিতেন। কেউ কেউ

[১] *আল-জামি লি-আখলাকির রাবী*, ২/২২৬।

[২] *আল-হাসসু আলা হিফযিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ২১।

[৩] *আল-হাসসু আলা হিফযিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ২১।

তো একটা হাদীস বা মাসআলা একশবারও পড়তেন। ফলে পঠিত বিষয়টি মস্তিষ্কে শক্তভাবে গেঁথে যেত। এরপর অব্যাহতভাবে সেটা পুনরাবৃত্তি করতে থাকতেন।'[১]

এ বিষয়ে সালাফদের জীবন থেকে নেওয়া বাস্তব কিছু ঘটনা

ইবনু মুফলিহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যুহরী রাহিমাহুল্লাহ-র ব্যাপারে বর্ণিত আছে, তিনি অনেক হাদীস শুনতেন। তারপর বাড়ি ফিরে এসে তার দাসীকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, সব হাদীস শোনাতেন এবং বলতেন, 'আমি তোমাকে শোনাচ্ছি মুখস্থ করার জন্য।' তার সমসাময়িক অন্যরাও মকতবের বাচ্চা বা অন্যদের শোনাতেন।'[২]

আবুল ওয়ালীদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'হাম্মাদ আমাকে বলেছেন, 'শুবা ও আমার হাদীসের মাঝে বিরোধ হলে আমি শুবার হাদীস গ্রহণ করি।' আমি বললাম, 'কেন এমনটা করেন?' তিনি বললেন, 'শুবা এক হাদীস বিশবার না-শোনা পর্যন্ত সন্তুষ্ট হতেন না; আর আমি একবার শুনেই ইতি টানতাম।'[৩]

আব্বাস আদ-দূরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি ইয়াহইয়া ইবনু মাঈনকে বলতে শুনেছি, আমরা এক হাদীস পঞ্চাশবার না-লিখলে চিনতে পারি না।'[৪] মুজাহিদ ইবনু মূসা বলেন, 'ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন এক হাদীস পঞ্চাশবারেরও অধিক লিখতেন।'[৫]

আবু ইসহাক আশ-শীরাযী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি প্রত্যেক কিয়াস এক হাজারবার পুনরাবৃত্তি করতাম। এক হাজারবার হয়ে গেলে তবেই আরেকটি কিয়াস শিখতাম। আমি প্রত্যেক পাঠকে এক হাজারবার পুনরাবৃত্তি করতাম। এছাড়াও কোনো মাসআলার পক্ষে প্রামাণ্য পঙক্তি থাকলে তা মুখস্থ করতাম।'[৬]

---

[১] *কায়ফা তাতলুবুল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৩১।

[২] *আল-আদাবুশ শারঈয়্যাহ*, ২/১২০।

[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৭/২১৭।

[৪] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১১/৮৪।

[৫] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৭/৯২।

[৬] *তবাকাতুশ শাফিঈয়্যাহ*, ৪/২১৭।

তার এমন কঠোর পরিশ্রমের ফলে তার ব্যাপারে বলা হয়, 'আবু ইসহাক বিরোধপূর্ণ মাসআলাগুলো সূরা ফাতিহার মতো করে মুখস্থ করতেন।'[১]

বকর ইবনু মুহাম্মাদ বুখারী রাহিমাহুল্লাহ-কে কোনো একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, 'আমি বুখারার একটি দুর্গে এ মাসআলা চারশবার পুনরাবৃত্তি করেছি।' বকর ইবনু মুহাম্মাদ বুখারীকে জ্ঞানমূলক কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি কোনো রকম পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই তার উত্তর দিয়ে দিতেন।[২]

ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল রাহিমাহুল্লাহ-র ব্যাপারে বলা হয়, 'তিনি *মুকনী* গ্রন্থ একশবার পড়েছেন।'[৩]

এবিষয়ে সমকালীন আলিমদের বাস্তব কিছু ঘটনা

আমি শাইখ আব্দুর রহমান ফারিয়ানকে বলতে শুনেছি, শৈশবে আমি কুরআনের একটি পাঠ আশিবার পুনরাবৃত্তি করতাম; কিন্তু শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনু হুমাইদ এতেও সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি বলতেন, 'প্রতিটি পাঠ কমপক্ষে একশবার পুনরাবৃত্তি করবে।' আমি বলতাম, 'আশিবারই তো বেশি।'

মসজিদে নববীতে শানকীত এলাকার একজন লোক আমাকে বলেন, 'তারা পাঠ মুখস্থ করার জন্য একশবার পুনরাবৃত্তি করতেন।'

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পুনরাবৃত্তি করা আলিমদের একটি স্বাভাবিক অভ্যাস ও অত্যাবশ্যক রুটিন ছিল। তারা স্বপ্রণোদিত হয়েই পুনরাবৃত্তির এই বাধ্যবাধকতা মেনে চলতেন। এতে কখনও ক্লান্ত বা অবসন্ন হয়ে পড়লে বিভিন্ন উপায়ে তা দূর করার চেষ্টা করতেন। নিচে তাদের এ ধরনের প্রচেষ্টার কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো—

কায়া হাররাসী বলেন, 'নাইসাপুরের সারহানক মাদরাসায় গভীর একটি কূপ ছিল। কূপে সত্তরটি ধাপ বিশিষ্ট দীর্ঘ একটি সিঁড়ি ছিল। আমি যখন গুরুত্বপূর্ণ কোনো

---

[১] *তবাকাতুশ শাফিঈয়্যাহ*, ৪/২২২।

[২] *আল-হাসসু আলা হিফযিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৩২; *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১৯/৪১৬।

[৩] *যায়লু তবাকাতিল হানাবিলাহ*, ২/৪৫৯।

পাঠ মুখস্থ করতে মনস্থ করতাম তখন ওই কূপে নেমে পড়তাম। সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামার সময় প্রত্যেক ধাপে একবার করে পুনরাবৃত্তি করতাম। এভাবে প্রতিটি পাঠ মুখস্থ করতাম।'[১]

কোনো কোনো গ্রন্থে রয়েছে, 'কায়া নায়সাপূরের নিযামিয়াহ মাদরাসার সিঁড়ির প্রতিটি ধাপে একটি পাঠ সাতবার করে পুনরাবৃত্তি করতেন। আর ওই সিঁড়ির ধাপ ছিল সত্তরটি।'[২]

অর্থাৎ, তিনি একটি পাঠ ৪৯০ বার পুনরাবৃত্তি করতেন।

আমাকে আলী ইবনু আব্দির রহমান বলেন, 'আমি মৌরিতানিয়ায় শানকীত এলাকার এক ছাত্রের ইন্টারভিউ নিই। তার স্মৃতি ছিল খুবই প্রখর ও উন্নত। আমি তার পুনরাবৃত্তি পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে চাইলে সে বলে, 'আমি সব দিকে মুখ করে আশিবার করে পুনরাবৃত্তি করি, প্রথমে পূর্ব দিকে মুখ করে আশিবার। তারপর পশ্চিম দিকে মুখ করে আশিবার। এভাবে সব দিকে মুখ করে আশিবার করে পুনরাবৃত্তি করি।'

চিন্তা করুন! ক্লান্তি দূর করতে তারা কত কৌশল অবলম্বন করেছেন। অভীষ্ট সংখ্যা পূরণের ব্যাপারে কতটা আগ্রহী ছিলেন। কেউ তো একই পাঠ সিঁড়ির প্রত্যেক ধাপে সাতবার করে পুনরাবৃত্তি করেছেন। আবার কেউ কেউ প্রত্যেক দিকে মুখ করে আশিবার করে পুনরাবৃত্তি করেছেন। এভাবে তারা ক্লান্তি ও অবসন্নতা দূর করেছেন। কারণ, ঘরে বসে মুখস্থ করলে অনেক সময় ক্লান্তি ও অবসন্নতা আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরে। ফলে অভীষ্ট সংখ্যা পূরণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

দিক-নির্দেশনা

মুখস্থ করার আগে অবশ্যই অভীষ্ট অংশ নির্ভুল করে নিতে হবে। বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করার পূর্বে কিছুতেই মুখস্থ করা যাবে না। অন্যথায় ভুল-ভ্রান্তিতে আকণ্ঠ ডুবে থাকতে হবে।

---

[১] তবাকাতুশ শাফিঈয়্যাহ, ৭/২৩২।

[২] তবাকাতুশ শাফিঈয়্যাহ, ৭/২৩২।

মুখস্থ করার সময় অবশ্যই এতটুকু আওয়াজে পড়তে হবে যেন নিজের পড়া নিজে শুনতে পায়। কারণ, যে-শব্দ কর্ণগোচর হয়, সে-শব্দ সহজেই হৃদয়ে গেঁথে যায়। তাই তো মানুষ পঠিত বিষয়ের তুলনায় শ্রুত বিষয় অধিক মনে রাখতে পারে।

যুবায়ির ইবনু বাক্কার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'একদিন আমি খাতা দেখে মনে মনে হাদীস পড়ছিলাম। এমন সময় আমার পিতা ঘরে প্রবেশ করেন। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বলেন, 'তুমি যেভাবে হাদীস পড়ছ, সেভাবে পড়তে থাকলে তা শুধু চোখ হয়ে অন্তরে গিয়ে পৌঁছাবে। আর যদি সশব্দে পড়ো তাহলে চোখ ও কান হয়ে অন্তরে গিয়ে পৌঁছাবে।'[১]

আসকারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আবু হামিদের ব্যাপারে আমাকে বলা হয়েছে যে, তিনি তার ছাত্রদের বলতেন, 'পড়ার সময়ে শব্দ করে পড়বে। তাহলে খুব ভালোভাবে মুখস্থ হবে এবং ঘুমের উপদ্রব থেকে নিরাপদ থাকবে।' তিনি আরও বলতেন, 'বুঝতে হলে আস্তে আস্তে পড়তে হবে। আর বুঝে বুঝে মুখস্থ করতে হলে শব্দ করে পড়তে হবে।'[২]

যারনূজী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'পুনরাবৃত্তির সময় আস্তে পড়া যাবে না। কারণ, পড়া ও পুনরাবৃত্তির সময় উদ্যম ও উৎসাহ ধরে রাখতে হবে। তবে এমন শব্দে পড়া ও পুনরাবৃত্তি করা যাবে না, যার কারণে উদ্যম ও উৎসাহে ভাটা পড়ে। তাই মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে।'[৩]

[১] *আল-জামি লি-আখলাকির রাবী*, ২/২২৬।

[২] *আল-হাসসু আলা তলাবিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৭২।

[৩] *তালীমুল মুতাআল্লিম, তুরুকুত তালীম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৪১ মাকতাবাতুল কাহিরাহ।

চতুর্থ অধ্যায়

হিফযের সহায়িকা

নিচে হিফযের কয়েকটি সহায়িকা ও সে-সম্পর্কে আলিমদের বাস্তবভিত্তিক অভিজ্ঞতা তুলে ধরছি। কারও যদি মনে হয়, আমার আলোচনায় বিশেষ কোনো সহায়িকা আলোচিত হয়নি, তবে বলে রাখছি, আমার কাছে হয়তো সেটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি; কিংবা হতে পারে আমি সেটা ভুলে গেছি।

আল্লাহর কাছে দুআ করছি, তিনি যেন এই আলোচনার মাধ্যমে আমাকে এবং পাঠককে সমানভাবে উপকৃত করেন।

বিশুদ্ধ নিয়ত

শিক্ষার্থীর প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে, নিয়ত পরিশুদ্ধ করা এবং অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও মানুষের কল্যাণ সাধনের মানসিকতা সৃষ্টি করা। ইবনু আববাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী মুখস্থ করতে সক্ষম হয়।'[১]

আলী ইবনুল মাদীনী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'একদা আমি সুফইয়ান রাহিমাহুল্লাহ-কে বিদায় দিতে গেলে তিনি আমাকে বলেন, 'জ্ঞানের মাধ্যমে তোমাকে পরীক্ষা করা

[১] *আল-হাসসু আলা হিফযিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৮৬।

হবে। মানুষ প্রয়োজনের সময় তোমার দরজায় কড়া নাড়বে। তখন তুমি আল্লাহকে ভয় করবে এবং নিয়ত পরিশুদ্ধ করবে।'[১]

ইবরাহীম ইবনু ইয়াহইয়া ইবনি সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আবু আসিম নাবীলের মৃত্যুর পর স্বপ্নযোগে তাকে জিজ্ঞেস করি, আল্লাহ আপনার সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন?' তিনি বলেন, 'আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এরপর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের মাঝে আমার বর্ণিত হাদীসের অবস্থা কীরূপ?' আমি বলি, 'আপনার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করলে সবাই গ্রহণ করে; কেউ প্রত্যাখ্যান করে না।' তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, 'মানুষকে তার নিয়ত অনুযায়ী প্রদান করা হয়।'[২]

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'জ্ঞানের মূল হচ্ছে নিয়ত।'[৩]

নিষ্ঠাপূর্ণ দুআ

দুআ যাবতীয় মঙ্গলের মূলসূত্র। সকল বন্ধ দুয়ারের চাবিকাঠি। কল্যাণের বাহক এবং অকল্যাণের প্রতিরোধক। মহান আল্লাহ বলেন—

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

তোমাদের রব বলেছেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।[৪]

উপর্যুক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা সাড়া দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন। এরপর আল্লাহ তার অঙ্গীকারের দৃঢ়তা ও প্রকৃতি বর্ণনা করে বলেন—

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا

[১] *আল-হাসসু আলা হিফযিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৮৬।

[২] *আল-হাসসু আলা হিফযিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৮৬-৮৭।

[৩] *আল-হাসসু আলা হিফযিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৮৭।

[৪] সূরা গাফির, আয়াত : ৬০।

আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কে আছে?[১]

অতএব, প্রিয় শিক্ষার্থী, আল্লাহর কাছে চাওয়ার ব্যাপারে যত্নবান হও। সময়ের কার্পণ্য ও হীনম্মন্যতা পরিহার করো। কেননা দুআ-ই সব কিছুর মূল ও সারাংশ। বিনা-পুঁজির লাভজনক ব্যবসা। অধিকন্তু এটাই লক্ষ্য অর্জনের ও মনোবাঞ্ছা পূরণের সবচেয়ে সহজ ও সংক্ষিপ্ত উপায়।

ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'হাদীসচর্চা শুরু করার সময় আমি একবার যমযমের পানি পান করে ইলম ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধির দুআ করি। তার কিছুদিন পর হজ করার সৌভাগ্য লাভ করি। আমার বয়স তখন প্রায় বিশ বছর। হজে গিয়ে আমি অনুভব করতে পারি যে, যমযমের পানি পান করে দুআ করার ফলে আমার জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই যমযমের পানি পানের পরবর্তী সময়ে এর চেয়ে বেশি জ্ঞানের দুআ করি। আমি আল্লাহর কাছে আশাবাদী, তিনি আমাকে নিরাশ করবেন না।'[২]

অধিকন্তু যমযম পানের সময় দুআ কবুলের কথা বর্ণনা করে একটি হাদীসে বলা হয়েছে—

"عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ

জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যমযমের পানি যে-উদ্দেশ্যে পান করা হয়, তা সফল হয়।'[৩]

আলিমগণ যমযমের পানি পান করার সময় দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ চেয়ে দুআ করতেন।

---

[১] সূরা নিসা, আয়াত : ১২২।

[২] ইবনু হাজার, *জুযউন ফী হাদীসি মায়ি যামযাম লিমা শুরিবা লাহু*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৩৭।

[৩] *সুনানু ইবনি মাজাহ*, হা/৩০২৬; এ হাদীসের শাহিদ বা সমর্থক হাদীস রয়েছে, যেমন-ইবনু আববাস, ইবনু উমার, ইবনু আমর ও মুআবিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু-র হাদীস। ইবনু হাজার সকল শাহিদ হাদীস নিয়ে আলোচনা শেষে বলেন, মুহাদ্দিসদের মূলনীতির আলোকে এ সমস্ত সনদের কারণে হাফিযগণের নিকট হাদীসটি দলীলযোগ্য। দেখুন, ইবনু হাজার, *জুযউন ফী হাদীসি মায়ি যামযাম লিমা শুরিবা লাহু* পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৩২।

তাছাড়া বান্দা যখন খালিস নিয়তে নিষ্ঠার সঙ্গো মহান আল্লাহর কাছে দুআ করে তখন আল্লাহ তার দুআ কবুল করেন। বিনয় ও বিনম্রতা এবং তড়প ও কাতরতার সঙ্গো দুআ করা হলে আল্লাহ কখনও-ই সে দুআ ফিরিয়ে দেন না।

খালফ ইবনু মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, শৈশবেই ইমাম বুখারীর দু-চোখ নষ্ট হয়ে যায়। তার মা একদিন স্বপ্নে দেখেন, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার কাছে এসে বলছেন, আপনার অধিক দুআ ও সীমাহীন ক্রন্দনের কারণে আল্লাহ আপনার সন্তানের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। তিনি সকালে উঠে দেখেন সত্যি সত্যি আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন।'[১]

মনোযোগ সহকারে শ্রবণ

কোনোকিছু মুখস্থ করার পূর্বে তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে। এতে অভীষ্ট অংশ মুখস্থ করা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে।

জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'প্রথমে মনোযোগ দিয়ে শোনার যোগ্যতা অর্জন করো, তারপর জ্ঞানার্জন করো; তারপর অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করো এবং সবশেষে তার প্রচার-প্রসার করো।'[২]

সুফইয়ান সাওরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে প্রথম করণীয় হলো নীরবতা অবলম্বন করা। তারপর মনোযোগ দিয়ে শোনা। তারপর মুখস্থ করা। তারপর আমল করা এবং সবশেষে প্রচার-প্রসার করা।'[৩]

যাহহাক ইবনু মুযাহিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'জ্ঞানের প্রথম ধাপ হচ্ছে—চুপ থাকা, তারপর মনোযোগ দিয়ে শোনা, তারপর মুখস্থ করা, তারপর আমল করা, তারপর প্রচার-প্রসার করা ও শিক্ষা দেওয়া।'[৪]

---

[১] লালকাঈ, *কারামাতু আউলিয়ায়িল্লাহি*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ২৪৭।

[২] বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, ৪/৪১৭।

[৩] ইবনু হিব্বান, *রওযাতুল উকালা*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৩৪।

[৪] *জামিউ বায়ানিল ইলম* ওয়া ফাযলিহ, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ১৬৮; বায়হাকী, *আল-মাদখাল*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৫৮০।

সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'জ্ঞান অর্জনের পূর্বশর্ত হলো, মনোযোগ দিয়ে শোনা, তারপর বোঝা, তারপর মুখস্থ করা, তারপর আমল করা, তারপর প্রচার-প্রসার করা।'[১]

আবু আমর ইবনুল আলা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে প্রথম কাজ হলো চুপ থাকা, তারপর প্রশ্ন করে ভালোভাবে জেনে নেওয়া, তারপর মনোযোগ দিয়ে শোনা, তারপর মুখস্থ করা এবং সবশেষে প্রচার-প্রসার করা।'[২]

পাপ-কাজ বর্জন

স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির অত্যন্ত সহায়ক একটি উপায় হলো, পাপ-কাজ বর্জন করা। পাপ-কাজ বর্জনের ব্যাপারে সালাফগণ অনেক গুরুত্বারোপ করেছেন। শিক্ষার্থী ও অনুসারীদের সতর্ক করেছেন এবং তাদের বিভিন্ন পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

إِنِّي لَأَحسِبُ الرَّجُلَ يَنسَى العِلمَ كَانَ يَعلَمُه لِلخَطِيئَةِ كَانَ يَعمَلُهَا.

আমার বিশ্বাস, যে-ব্যক্তি পাপ-কাজে জড়িত হবে, তার অর্জিত জ্ঞান তাকে বিদায় জানাবে।[৩]

আলী ইবনু খাশরাম রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি ওয়াকীর হাতে কখনও বই দেখিনি। সব কিছুই তার মুখস্থ ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এতকিছু কীভাবে মুখস্থ করলেন?'

তিনি বললেন, 'এর উপায় বলে দিলে, তুমি কি তা জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারবে?'

বললাম, 'আল্লাহর কসম, অবশ্যই।'

তিনি বললেন, 'পাপ-কাজ বর্জন করবে। আমার দৃষ্টিতে স্মরণশক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এটাই সবচেয়ে বড় সহায়ক।'[৪]

---

[১] বায়হাকী, *শুআবুল ইমান*, ৪/৪২০।

[২] খতীব বাগদাদী, *আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ*, ২/১০০।

[৩] *সুনানুদ দারিমী*, হা/৩৭৬, ১/১১৭; *আল-জামি লি-আখলাকির রাবী*, ২/২৫৮; *আল-ফাওয়াইদ*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ১৪৭

[৪] *আল-জামি লি-আখলাকির রাবী*, ২/২৫৮; *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৯/১৫১; *তাহযীবুল কামাল*, ৩০/৪৮০।

জনৈক আলিম কবি বলেন—

كَوتُ إلى وَكِيعٍ سُوءَ حِفظِي

فَأَومَأَ لِي إلى تَركِ المعَاصِي

وَقَالَ بِأَنَّ حِفظَ الشَّيءِ فَضلٌ

وَفَضلُ اللهِ لَا يُدرِكُه عَاصِي

আমি ওয়াকীর কাছে নিজের দুঃখ ব্যক্ত করে বলি, 'আমার মুখস্থশক্তি ভালো না।' তিনি আমাকে পাপ-কাজ বর্জন করার পরামর্শ দেন এবং বলেন, 'কোনো কিছু মুখস্থ করতে পারা মূলত আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। আর কোনো পাপাচারী আল্লাহর এ-অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয় না।'[১]

বিশর ইবনু ইয়াহইয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

إِن أَرَدتَّ أَن تَلَقَّنَ العِلمَ فَلَا تَعصِ.

তুমি ভালোভাবে জ্ঞানার্জন করতে চাইলে, নাফারমানি করবে না এবং পাপ-কাজে জড়াবে না।[২]

ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেন, এক ব্যক্তি ইমাম মালিককে জিজ্ঞেস করলেন, 'আবু আব্দিল্লাহ, মুখস্থশক্তি ঠিক রাখতে হলে কী করতে হবে?' তিনি বললেন, 'পাপ-কাজ বর্জন করতে হবে।'[৩]

যাহহাক ইবনু মুযাহিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

مَا مِن أَحَدٍ تَعَلَّمَ القُرآنَ ثُمَّ نَسِيَه، إِلَّا بِذَنبٍ يُحدِثُه، لِأَنَّ اللهَ تَعَالى يَقُولُ: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ}، وَإِنَّ نِسيَانَ القُرآنِ مِن أَعظَمِ المصَائِبِ.

---

[১] *আল-জামি লি-আখলাকির রাবী*, ২/২৫৮।

[২] *আল-জামি লি-আখলাকির রাবী*, ২/২৫৮।

[৩] *আল-জামি লি-আখলাকির রাবী*, ২/২৫৮।

যারা কুরআন মুখস্থ করার পরে ভুলে যায়, তারা মূলত পাপ-কাজে জড়িত থাকে। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমাদের ওপর যে-বিপদ আপতিত হয়, তা তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল।'[১]

আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কুরআন ভুলে যাওয়াও বড় ধরনের একটি বিপদ।[২]

যত্নবান হওয়া বা গুরুত্ব প্রদান

কোনো বিষয়ে যত্নবান হলে, উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকলে এবং অধ্যয়ন ও গবেষণা অব্যাহত রাখলে খুব সহজেই তা মুখস্থ হয়ে যায়। এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় এবং সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মানুষ যে-কাজই বিশেষ গুরুত্ব ও যত্নের সাথে করে, তা সহজে ভুলে না।

সুফইয়ান সাওরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

اِجعَلُوا الحَدِيثَ حَدِيثَ أَنفُسِكُم، وَفِكرَ قُلُوبِكُم، تَحفَظُوهُ.

তোমরা হাদীসকে 'আত্মকথা' ও 'চিত্তবিনোদন' হিসেবে গ্রহণ করো। তবেই খুব সহজে মুখস্থ করতে পারবে।[৩]

ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

لَا أَعلَمُ شَيئًا أَنفَعَ لِلحِفظِ مِن نَهمَةِ الرَّجُلِ، وَمُدَاوَمَةِ النَّظَرِ.

প্রবল ইচ্ছে ও ব্যাপক অধ্যয়নের চেয়ে হিফযের জন্য অধিক সহায়ক কোনোকিছু আছে, বলে আমার জানা নেই।[৪]

তিনি আরও বলেন, 'জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি সময় আমি নাইসাপুরে থেকেছি। আমার জন্মশহর বুখারা থেকে আমার কাছে চিঠি আসত। আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষ থেকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানানো হতো। প্রতি উত্তরে আমিও তাদের কাছে

---

[১] সূরা শূরা, আয়াত, ৩০।

[২] ইবনু কাসীর, *ফাযায়িলুল কুরআন*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ১৩৮।

[৩] *আল-জামি লি-আখলাকির রাবী*, ২/২২৬।

[৪] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১২/৪০৬; *হাদিয়ুস সারী*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৪৮৭-৪৮৮।

চিঠি লিখতাম; কিন্তু একবার অদ্ভুত একটি ঘটনা ঘটে। আমি সালাম ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্য স্বজনদের কাছে পত্র লেখার মনস্থ করি। কিন্তু লিখতে গিয়ে দেখি, তাদের সকলের নাম-ঠিকানা ভুলে গেছি। অথচ আমার ধারণামতে, আমি খুব কমই ভুলে থাকি।'[১]

প্রিয় পাঠক, ভেবে দেখেছেন কি! ইমাম বুখারী নিজেই জানাচ্ছেন যে, তিনি হিফযুল হাদীস ও অন্যান্য বিষয়ে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়ার কারণে আত্মীয়-পরিজনের নাম পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলেন। অথচ পরম যত্নের সঙ্গে যে-ইলম চর্চা করেছেন, সে-সম্পর্কে তিনি বলেন, 'একদিন আমি আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু-র ছাত্রদের নামের তালিকা করতে চাইলে মুহূর্তেই তিনশ ছাত্রের নাম মনে পড়ে যায়।'[২]

ইমাম বুখারীকে একদিন প্রশ্ন করা হয়, 'আপনি নাকি দাবি করেন, আপনার সত্তর হাজার হাদীস মুখস্থ আছে?'

তিনি বলেন, 'সত্তর হাজার তেমন কী! এর চেয়েও বেশি মুখস্থ আছে। আমি সাহাবী ও তাবিয়ীদের হাদীস বর্ণনা করলে তাদের প্রায় সকলের জন্ম, মৃত্যু ও জীবনচরিত বলে দিতে সক্ষম।'[৩]

তিনি এহেন গভীর জ্ঞান ও প্রখর মুখস্থশক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজনের নাম ভুলে যান এবং বলেন, 'আমি খুব কমই ভুলে থাকি।' তার এই ভোলা ও না-ভোলার কারণ হচ্ছে, তিনি আত্মীয়-স্বজনের নাম-ঠিকানা স্মরণ রাখার তুলনায় অধ্যয়ন ও জ্ঞান অর্জনে বেশি যত্নবান ছিলেন।

আসকারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

وَالحِفظُ لَا يَكُونُ إِلَّا مَعَ شِدَّةِ العِنَايَةِ، وَكَثْرَةِ الدَّرسِ، وَطُولِ المُذَاكَرَةِ.

অধিক যত্ন, গভীর অধ্যয়ন ও দীর্ঘ স্মৃতিচারণ ব্যতীত মুখস্থ করা যায় না।[৪]

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১২/৪০৬।

[২] *হাদিয়িউস সারী*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৪৮৮।

[৩] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১২/৪১৭।

[৪] আসকারী, *আল-হাসসু আলা তলাবিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৬৭।

অনুশীলন

প্রথম দিকে অনেক সময় মুখস্থ করা অত্যন্ত কঠিন মনে হয়ে থাকে। তবে চর্চা ও অনুশীলন অব্যাহত রাখলে এই কঠিন বিষয়টিও সহজ হয়ে যায়। কারণ, অধিক অনুশীলন মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং স্মৃতিশক্তিকে তীক্ষ্ণ ও প্রখর করে।

যুহরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'মানুষ যখন জ্ঞানার্জন শুরু করে তখন তার হৃদয় ও মস্তিষ্ক চড়াই-উতরাইপূর্ণ গিরিপথে রূপ নেয়। সেখানে দু'দণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়ানোরও উপায় থাকে না। কিন্তু অব্যাহত অনুশীলন একসময় এই চড়াই-উতরাইপূর্ণ গিরিপথকেই সমভূমিতে রূপান্তরিত করে। তখন সেখানে যা-রাখা হয়, তাই সুসংরক্ষিত থাকে।'[১]

আসকারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'শুরুর দিকে মুখস্থ করা একটু কঠিনই মনে হয়। দম বেরিয়ে যেতে চায়। কিন্তু অনুশীলন অব্যাহত রাখলে তা সহজ হয়ে যায়। এর প্রমাণস্বরূপ উসামা ইবনু হারিসের নিম্নোক্ত বক্তব্যটি উদ্ধৃত করা যায়, 'কোনো পাত্রে কিছু রাখলে পাত্রের জায়গা সংকুচিত হয়ে আসে। কিন্তু মানুষের হৃদয় ও মস্তিষ্ক এর ব্যতিক্রম। কারণ, এতে যত বেশি রাখা হয়, এর পরিধিও তত বেশি বৃদ্ধি পায়।'

তিনি আরও বলেন, 'শুরুতে আমার কাছেও মুখস্থ করা অত্যন্ত কঠিন মনে হতো। কিন্তু অব্যাহত চর্চার ফলে অবস্থার এতটাই উন্নতি হয় যে, একরাতেই অনায়াসে প্রায় দু'শ পঙক্তির কবিতা মুখস্থ করে ফেলি।'[২]

আমল

আমল ইলমকে বেঁধে রাখে। ইলম অনুযায়ী আমল করলে তা আরও বৃদ্ধি পায়। স্মৃতিতে স্থায়ীভাবে গেঁথে যায়। একারণেই সালাফগণ ইলম অনুযায়ী আমলের ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেছেন এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন।

[১] আসকারী, *আল-হাসসু আলা তলাবিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৭১।

[২] আসকারী, *আল-হাসসু আলা তলাবিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৭১।

শাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমরা হাদীস মুখস্থ করার ক্ষেত্রে আমলের সাহায্য নিতাম।'[১]

উল্লেখ্য যে, ইবরাহীম ইবনু ইসমাঈল ইবনু মাজমা রাহিমাহুল্লাহও একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[২]

সুফইয়ান সাওরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ইলমের চাহিদা-ই হলো আমল। কাজেই আমল যদি ইলমের আহ্বানে সাড়া দেয় তবেই কেবল ইলম হৃদয়ে বসত করে। অন্যথায় প্রস্থান করে।'[৩]

ওয়াকী ইবনু জাররাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'হাদীস মুখস্থ করতে চাইলে আমল করো।'[৪]

ইবনু উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'ইলম সংরক্ষণের সবচেয়ে সহায়ক পন্থা হলো, ইলম অনুযায়ী আমল করা এবং আল্লাহর পথে চলা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ

যারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে, আল্লাহ তাদের হিদায়াতপ্রাপ্তি আরও বাড়িয়ে দেন এবং তাদের তাকওয়া প্রদান করেন।[৫]

অন্যত্র তিন আরও বলেন—

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى

আর যারা ঠিক পথে চলে আল্লাহ তাদের হিদায়াত বৃদ্ধি করেন।[৬]

[১] *জামিউ বায়ানিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ২৯১।

[২] *আল-জামি লি-আখলাকির রাবী*, ২/২৫৯।

[৩] *জামিউ বায়ানিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ২৯০।

[৪] ইবনুস স্বলাহ, *উলূমুল হাদীস*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ২২৩।

[৫] সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত, ১৭।

[৬] সূরা মারইয়াম, আয়াত, ৭৬।

মোটকথা, মানুষ তার ইলম অনুযায়ী আমল করলে আল্লাহ তার মেধা ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে দেন।'[১]

উপযুক্ত সময় চয়ন করা

সহজে মুখস্থ করতে হলে উপযুক্ত ও ঠিক সময় চয়ন করতে হবে। মুখস্থের উপযুক্ত ও ঠিক সময় সম্পর্কে বিজ্ঞজনের কয়েকটি অভিমত উদ্ধৃত করা হলো—

খতীব বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'হিফযের উপযোগী বিশেষ কিছু সময় রয়েছে। কেউ হিফয করতে চাইলে তার এই সময়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখা উচিত। হিফযের সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হলো রাতের শেষভাগ, তারপর দুপুর এবং তারপর সকাল। সন্ধ্যাবেলা হিফযের উপযুক্ত সময় নয়। তবে দিনে মুখস্থ করার চেয়ে রাতে মুখস্থ করাই শ্রেয়।'[২]

আহমাদ ইবনু ফুরাত রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমাদের শিক্ষকগণকে হিফয-সংক্রান্ত অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে শুনতাম। তারা প্রায়শই বলতেন, হিফযের জন্য বিপুল অধ্যয়নের কোনো বিকল্প নেই। দিনে মুখস্থ করার চেয়ে রাতে মুখস্থ করা বেশি ফলপ্রসূ।'

আহমাদ ইবনু ফুরাত রাহিমাহুল্লাহ আরও বলেন, 'আমি ইসমাঈল ইবনু উয়াইসকে বলতে শুনেছি, মুখস্থ করতে চাইলে ঘুমিয়ে পড়ো। এরপর সাহরির সময় উঠে বাতি জ্বালিয়ে মুখস্থ করা শুরু করো। এভাবে মুখস্থ করলে, কখনও তা ভুলবে না, ইন শা আল্লাহ।'[৩]

খতীব বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'সালাফদের মুখস্থের সময় ছিল রাতের বেলা। কারণ, এ সময় মস্তিষ্ক ভারমুক্ত থাকে। আর ভারমুক্ত মস্তিষ্ক খুব সহজে ও স্বল্প সময়ে মুখস্থ করতে পারে। এজন্যই হয়তো হাম্মাদ ইবনু যায়িদের কাছে হিফযের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময় সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'হিফযের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সময় হলো, রাত এবং বিশেষত রাতের শেষভাগ। কেননা, এসময় মন ও মস্তিষ্ক দুঃচিন্তা ও হতাশামুক্ত থাকে।'[৪]

---

[১] ইবনু উসাইমিন, *কিতাবুল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ৬৩।

[২] *আল-ফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ*, ২/১০৩।

[৩] *আল-জামি লি-আখলাকির রাবী*, ২/২৬৫।

[৪] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১২/৪১৭।

শৈশবে হিফয করা

হিফয ত্বরান্বিত করার এবং হিফযকৃত বিষয় স্মৃতিতে ভাণ্ডার করে রাখার অন্যতম সেরা উপায় হলো শৈশবে হিফয করা। বিজ্ঞজন শৈশবকে হিফযের সর্বোপযুক্ত মুহূর্ত বলে চিহ্নিত করেছেন।

কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'শৈশবে হিফয করা পাথরে খোঁদাই করার ন্যায় দীর্ঘস্থায়ী।'[১]

মামার রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'চৌদ্দ বছর বয়সে আমি কাতাদা থেকে হাদীস শুনতাম। সে-বয়সে যা শুনতাম তাই আমার স্মৃতিতে গেঁথে যেত।'[২]

আলকামা ইবনু কায়িস রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমি যুবক অবস্থায় যা মুখস্থ করেছি তা যেন খাতা বা বইয়ের পাতায় লিখিত শব্দের ন্যায় আমার চোখে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।'[৩]

হাসান রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'শৈশবে হাদীস মুখস্থ করা এবং জ্ঞানার্জন করা পাথরে খোদাই করার ন্যায়।'[৪]

উল্লিখিত উক্তিগুলো মা-বাবা, অভিভাবক ও শিক্ষকদের সচেতনতা সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট। তাই তাদের দায়িত্ব হচ্ছে, সন্তানদের শৈশবকে গুরুত্ব দেওয়া এবং শৈশবেই উপকারী বিষয়াদি মুখস্থ করার প্রতি তাদের উদ্বুদ্ধ করা। কারণ, এ বয়সে যা মুখস্থ করা হয়, তা-ই স্মৃতিতে স্থায়িত্ব পায়। পক্ষান্তরে এই গুরুত্বপূর্ণ সময় হেলায় নষ্ট হলে সারাজীবন এর খেসারত দিতে হয়।

পারস্পরিক আলোচনা

হিফযকৃত বিষয়কে স্থায়ীভাবে ধরে রাখার ক্ষেত্রে পারস্পরিক আলোচনা অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পারস্পরিক আলোচনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করে সালাফগণ তাদের ছাত্র ও অনুসারীদের এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতেন।

---

[১] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৫/২৭৫।

[২] *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৭/৬।

[৩] *জামিউ বায়ানিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ১৩৬; *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ২/১০১; *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ৪/৫৫।

[৪] *জামিউ বায়ানিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ১৩৫।

সাহাবী আলী ইবনু আবি তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'তোমরা হাদীস নিয়ে পারস্পরিক আলোচনা করো। অন্যথায় হাদীস অতি সন্তর্পণে বিদায় নেবে।'[১]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'তোমরা হাদীস নিয়ে পারস্পরিক আলোচনা করো। কারণ, পারস্পরিক আলোচনা হাদীসের প্রাণ।'[২]

যুহরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'পারস্পরিক আলোচনার অভাবে মানুষের জ্ঞান হ্রাস পায়।'[৩]

আলকামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

أَطِيلُوا كَرَّ الحَدِيثِ لَا يُدْرَسُ

হাদীস বেশি বেশি পুনরাবৃত্তি করো। তাহলে তা হারিয়ে যাবে না।[৪]

ইবরাহীম আসবাহানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যারা হাদীস মুখস্থ করার পর পারস্পরিক আলোচনা করে না, তারা স্মৃতিভ্রষ্ট হয়।'[৫]

খলীল ইবনু আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'অর্জিত জ্ঞান নিয়ে পারস্পরিক আলোচনা করো, তাহলে তা স্মরণে থাকবে এবং এর মাধ্যমে অজানা জ্ঞান অর্জিত হবে।'[৬]

আব্দুল্লাহ ইবনু মুতায রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যে-ব্যক্তি আলিমদের সাথে বেশি বেশি আলোচনা করে, সে তার অর্জিত জ্ঞান ভোলে না। অধিকন্তু এর মাধ্যমে সে অজানা জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হয়।'[৭]

---

[১] *তাদরীবুর রাবী*, ২/৫৯৭।

[২] *তাদরীবুর রাবী*, ২/৫৯৭।

[৩] *হিলয়াতুল আউলিয়া*, ৩/৩৬৪। হাসান রাহিমাহুল্লাহও একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। *জামিউ বায়ানিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ১৭৪।

[৪] *আল-জামি লি-আখলাকির রাবী*, ১/২৩৮, ২/২৬৬; *আল-আদাবুশ শারঈয়্যাহ*. ২/১১৯।

[৫] *আল-জামি লি-আখলাকির রাবী*, ১/২৩৮।

[৬] *আল-জামি লি-আখলাকির রাবী*, ২/২৭৪।

[৭] *আল-জামি লি-আখলাকির রাবী*, ২/২৭৬।

প্রিয় পাঠক, আপনি যদি পারস্পরিক আলোচনার জন্য যোগ্য কাউকে খুঁজে না-পান, তবে যাকে সামনে পান তার সাথেই আলোচনা করুন, যদিও সে অযোগ্য হয়।

ইবরাহীম নাখয়ী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'যে-ব্যক্তি হাদীস মুখস্থ করতে আগ্রহী, সে যেন অপরকে হাদীস শোনায়, যদিও শ্রোতা যোগ্য না-হয় কিংবা শুনতে না-চায়। এমনটি করলে হাদীস তার হৃদয়ে বইয়ের শব্দমালার ন্যায় জ্বলজ্বল করবে।'[১]

যুহরী রাহিমাহুল্লাহ-র ব্যাপারে প্রচলিত আছে, তিনি অনেক হাদীস শুনতেন। তারপর বাড়ি ফিরে এসে তার দাসীকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, সব হাদীস শোনাতেন এবং বলতেন, 'আমি তোমাকে শোনাচ্ছি মুখস্থ করার জন্য।' তার সমসাময়িক অন্যরাও মকতবের বাচ্চা বা অন্যদের হাদীস শোনাতেন।'[২]

যিয়াদ ইবনু সাঈদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আমরা অধীর আগ্রহ নিয়ে যুহরীর সাথে তার এলাকায় যাই। গিয়ে দেখি, তিনি মুখস্থ হাদীস স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য বেদুঈনদের জড়ো করে হাদীস শোনাচ্ছেন।'[৩]

আতা খুরাসানী রাহিমাহুল্লাহ হাদীস শোনানোর জন্য কাউকে না পেলে ফকির-মিসকিনদের নিকট এসে তাদের হাদীস শোনাতেন। নিঃসন্দেহে, হাদীস মুখস্থ করার নিয়তেই তিনি এমনটা করতেন।[৪]

খালিদ ইবনু ইয়াযীদ রাহিমাহুল্লাহ হাদীস শোনানোর জন্য উপযুক্ত কাউকে না পেলে বাচ্চাদের শোনাতেন। শোনানোর পর বলতেন, 'জানি তোমরা এর যোগ্য নও;

তারপরও মুখস্থ করার উদ্দেশ্যে তোমাদের শোনাচ্ছি।'[৫]

---

[১] *আল-জামি লি-আখলাকির রাবী*, ২/২৭৮।

[২] *আল-আদাবুশ শারঈয়্যাহ*, ২/১১৯।

[৩] *আল-জামি লি-আখলাকির রাবী*, ২/২৬৮-২৬৯।

[৪] *জামিউ বায়ানিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ১৭৯।

[৫] *জামিউ বায়ানিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ১৭৯।

বিস্মৃতি থেকে বাঁচার জন্য ইসমাঈল ইবনু রজা রাহিমাহুল্লাহ মকতবের বাচ্চাদের জড়ো করে হাদীস শোনাতেন।[১]

খতীব বাগদাদী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'কেউ যদি পারস্পরিক আলোচনার জন্য উপযুক্ত কাউকে না-পায়, তাহলে সে যেন আপন-মনেই পুনরাবৃত্তি চালিয়ে যায়।

মুআয ইবনু মুআয রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'একদিন আমরা ইবনু আউনের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় শুবা বেরিয়ে আসেন। আমাদের একজন তার সাথে কথা বলতে চাইলে তিনি বলেন, এ মুহূর্তে কথা বলা যাবে না। আমি ইবনু আউনের থেকে এই মাত্র দশটি হাদীস মুখস্থ করেছি। এখন তা মনে মনে পুনরাবৃত্তি করছি। তোমাদের সঙ্গে কথা বললে ভুলে যেতে পারি।'[২]

জাফার আল-মারাগী রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'একদা আমি তাসতূর এলাকার কবরস্থানে প্রবেশ করি এবং অবাক হয়ে লক্ষ্য করি যে, আমার কানে বারবার একটি আওয়াজ ভেসে আসছে, 'আমাশ বর্ণনা করেছেন আবু সালিহ থেকে, তিনি আবু হুরাইরা থেকে, আমাশ বর্ণনা করেছেন আবু সালিহ থেকে, তিনি আবু হুরাইরা থেকে।' আমি আওয়াজের রেশ ধরে অগ্রসর হলে দেখতে পাই যে, তিনি ইবনু যুহাইর আমাশের সূত্রে বর্ণিত হাদীস পুনরাবৃত্তি করছেন।'[৩]

আল্লাহর অনুগ্রহ ও অনুকম্পায় এই ক্ষুদ্র সংকলনটি সমাপ্ত হলো। সুতরাং, শুরু ও শেষে সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য।

---

[১] *জামিউ বায়ানিল ইলম*, পৃষ্ঠা-সংখ্যা : ১৭৯।

[২] *আল-জামি লি-আখলাকির রাবী*, ১/২৩৮-২৩৯।

[৩] *আল-জামি লি-আখলাকির রাবী*, ১/২৬৭।

পঞ্চম অধ্যায়

কুরআনুল কারীম হিফয করার ফযীলত

যে-সব আমলের মাধ্যমে খুব সহজে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায় এবং তার প্রিয়পাত্র হওয়া যায় সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো কুরআনুল কারীম হিফয করা। কারণ, কুরআনুল কারীম স্বয়ং আল্লাহ তাআলার কালাম, তার বাণী ও বিধান। আর আল্লাহর কালামের চেয়ে মহান ও শ্রেষ্ঠ কালাম আর কী হতে পারে? আল্লাহর কালাম হিফয করার চেয়ে অধিক মর্যাদাবান আর কী হতে পারে?

কুরআনুল কারীম মুখস্থ করার ফযীলত সংক্রান্ত অসংখ্য আয়াত ও হাদীস রয়েছে। এই ফযীলত মূলত দুই প্রকার। এক. দুনিয়া-কেন্দ্রিক। দুই. আখিরাত-কেন্দ্রিক।

দুনিয়া-কেন্দ্রিক ফযীলত

ক. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনুসরণ :

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনুল কারীম মুখস্থ করতেন। নিয়মিত তিলাওয়াত করতেন। রামাদানে এ ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে—

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ أَجْوَدِ النَّاسِ وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ يُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ

ইবনু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নিশ্চয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সবচেয়ে বেশি দানশীল। তবে রামাদানে জিবরীলের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনি আরও দানশীল হয়ে যেতেন। জিবরীল আলাইহিস সালাম তার সাথে প্রতি রাতে সাক্ষাৎ করতেন এবং পরস্পরকে কুরআন শোনাতেন।[১]

অপর একটি হাদীসে আল্লাহর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

“

إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُرْآنَ كُلَّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتَيْنِ

জিবরীল আলাইহিস সালাম প্রতি বছর একবার আমাকে কুরআন পাঠ করে শোনাতেন। তবে এ বছর দুবার পড়ে শুনিয়েছেন। [২]

খ. হাফিযে কুরআনের জন্য রয়েছে বিশেষ মর্যাদা ও সম্মাননা :

একটি হাদীসে এসেছে—

“

أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ.

আবু মূসা আশআরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নিশ্চয় বৃদ্ধ মুসলিমকে সম্মান করা, কুরআনের ধারক-বাহক ও ন্যায়পরায়ণ শাসকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, আল্লাহ তাআলার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। [৩]

---

[১] *মুসনাদে আহমাদ*, ৩৫৩৯, হাদীসটি সহীহ।

[২] *সহীহ বুখারী*, ৩৬২৪।

[৩] *সুনানু আবি দাউদ*, ৪৮৪৩, হাদীসটি হাসান।

অপর একটি হাদীসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন—

“

إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কুরআনের মাধ্যমে একশ্রেণির লোককে মর্যাদার উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেন; আবার আরেক শ্রেণির লোককে অবনমিত করেন।[১]

গ. হাফিযে কুরআনের জন্য সালাতে ইমামতির অগ্রাধিকার :

একটি হাদীসে এসেছে—

“

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ

আবু মাসঊদ আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'লোকদের ইমামতি করবে সে, যে আল্লাহর কিতাব বেশি পড়তে পারে।'[২]

ঘ. কুরআন শিক্ষা করা সর্বোত্তম ইবাদাত :

একটি হাদীসে বলা হয়েছে—

“

فَلَأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَإِنْ ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ مِثْلُ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ.

তোমাদের কেউ যদি প্রতিদিন ভোরে মসজিদ এসে আল্লাহর কিতাবের দুটি আয়াত শেখে, তবে তা তার জন্য দুটি উটনী দানের চেয়ে উত্তম। আর যদি তিনটি আয়াত শেখে, তবে তা তার জন্য তিনটি উটনী দানের চেয়ে উত্তম। এভাবে আয়াতের সংখ্যা যত বেশি হবে, কুরআনের শিক্ষা তত সংখ্যক উটনী দানের চেয়ে উত্তম হবে।[৩]

---

[১] সহীহ মুসলিম, ৮১৭।

[২] সহীহ মুসলিম, ১০৭৮।

[৩] সহীহ মুসলিম, ৮০৩।

ঙ. কুরআন হৃদয়ের আলো :

কাতাদা রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

أَعْمِرُوا بِهِ قُلُوبَكُمْ وَ أَعْمِرُوا بِهِ بُيُوتَكُم.

তোমরা কুরআনের মাধ্যমে তোমাদের ঘর ও হৃদয় আবাদ করো।[১]

চ. সমাধিক্ষেত্রে হাফিযে কুরআনের অগ্রাধিকার :

উহুদ-যুদ্ধ শেষে শহীদদের দাফনের জায়গা ও কাফন সংকটের কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক কবরে একাধিক ব্যক্তিকে দাফন করেন। তবে তাদের মধ্যে যে বেশি পরিমাণ কুরআন হিফয করেছিলেন, তাকে কবরে রাখার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করেন।

ছ. হাফিযে কুরআন ঈর্ষার পাত্র :

একটি হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

“

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلٌ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ

দুই ব্যক্তি ব্যতীত অন্যকারও সাথে ঈর্ষা করা যায় না। এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাআলা কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন এবং সে তা দিন-রাত তিলাওয়াত করে। আর তা শুনে তার প্রতিবেশীরা তাকে বলে, হায়! আমাদেরও যদি এমন জ্ঞান দেওয়া হতো, যেমন অমুককে দেওয়া হয়েছে, তাহলে আমিও তার মতো আমল করতাম। অন্য এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন এবং সে সম্পদ সত্য ও ন্যায়ের পথে খরচ করে। এ অবস্থা দেখে অন্য এক ব্যক্তি বলে—হায়! আমাকে যদি অমুক ব্যক্তির মতো সম্পদ দেওয়া হতো, তাহলে সে যেমন ব্যয় করছে, আমিও তেমন ব্যয় করতাম।[২]

---

[১] সুনানুদ দারিমী, ৩৩৮৫।

[২] সহীহ বুখারী, ৫০২৬।

আখিরাত-কেন্দ্রিক ফযীলত

ক. হিফযুল কুরআন জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢালস্বরূপ :

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

لَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ فِي إِهَابٍ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ مَا احْتَرَقَ

যদি চামড়ার আবরণে কুরআন সংরক্ষিত থাকে এবং সেই চামড়া জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয়, তবে তা পুড়বে না।[১][২]

খ. কুরআনুল কারীম কিয়ামতের দিন শাফাআত করবে :

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

“

اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ؛ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعاً لأَصْحَابِهِ

তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করো। কেননা, কিয়ামতের দিন তা তিলাওয়াতকারীর জন্য শাফাআতকারী হিসেবে উপস্থিত হবে।[৩]

গ. কুরআনের বাহকের জন্য সুউচ্চ জান্নাত অপেক্ষা করছে :

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

“

يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اقْرَأْهُ وَارْقَهْ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا ، فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا

---

[১] *মুসনাদ আহমাদ*, ১৭৩৬৫, আল্লামা আলবানী হাসান বলেছেন, *সহীহাহ*, ৩৫২৬।

[২] উল্লেখ্য যে, উপর্যুক্ত হাদীসে চামড়া দ্বারা মানুষের হৃদয় উদ্দেশ্য।

[৩] *সহীহ মুসলিম*, ১৩৩৭।

(কিয়ামতের দিন) কুরআনের বাহককে বলা হবে, 'পাঠ করো এবং ওপরে আরোহণ করতে থাকো। পাঠ করো যেভাবে দুনিয়াতে ধীরে-সুস্থে পাঠ করতে। যে-আয়াতে তোমার পাঠ সমাপ্ত হবে, সেখানেই তোমার স্থান নির্ধারিত হবে।' [১]

ঘ. কুরআনের বাহকগণ আল্লাহর পরিজন ও তার বিশেষ বান্দা :

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

"

إِنَّ لِلَّهِ أَهْلِينَ مِنَ النَّاسِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ

মানুষের মধ্যে কতক লোক আল্লাহর পরিজন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, তারা কারা?' তিনি বললেন, 'কুরআনের বাহকগণ আল্লাহর পরিজন ও বিশেষ বান্দা।'[২]

ঙ. কুরআনের হাফিযগণ ফেরেশতাদের সমমর্যাদা লাভ করবেন :

عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ

আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে-হাফিযে কুরআন নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করে, সে মর্যাদায় পুণ্যবান, সম্মানিত ও লিপিকর ফেরেশতাদের সমপর্যায়ের।[৩]

কুরআনুল কারীম কেন মুখস্থ করব?

এক. নিজে শেখা ও অন্যকে শেখানোর জন্য :

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

"

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

[১] জামি তিরমিযী, ২৬১৪, হাদীসটি সহীহ।

[২] সুনানু ইবনি মাজাহ, ২১৫, হাদীসটি সহীহ।

[৩] সহীহ বুখারী, ৪৯৩৭।

তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি উত্তম, যে নিজে কুরআন শেখে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়।[১]

দুই. উপদেশ গ্রহণ করার জন্য :

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

আমি তো কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণ করার জন্য। অতএব, আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী?[২]

তিন. নিজের ও অন্যের হিদায়াতের জন্য :

আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

নিশ্চয় এ কুরআন এমন একটি পথ দেখায়, যা সবচেয়ে সরল। আর যে মুমিনগণ নেক আমল করে তাদের সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।[৩]

চার. দৈহিক ও মানসিক চিকিৎসার জন্য :

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

[১] সহীহ বুখারী, ৫০২৮।

[২] সূরা কামার, আয়াত : ১৭।

[৩] সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৯।

আমি কুরআন নাযিল করেছি, যা মুমিনদের জন্য চিকিৎসা ও রহমত; কিন্তু তা যালিমদের কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।[১]

পাঁচ. কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার জন্য :

আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে না? নাকি তাদের অন্তরসমূহ তালাবদ্ধ রয়েছে?[২]

[১] সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৯।

[২] সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত : ২৪।

ষষ্ঠ অধ্যায়

হাদীস মুখস্থের ফযীলত

হাদীস ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস। তাই হিফযের ফযীলত হিফযুল কুরআনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং হিফযুল হাদীসের ক্ষেত্রেও পরিব্যাপ্ত। অধিকন্তু কুরআনের মতো হাদীসচর্চাও অঢেল নেকী অর্জনের মাধ্যম। হাদীস অনুসন্ধান ও মুখস্থ করা জান্নাতের পথ। উত্তম ইবাদাত এবং আল্লাহর রহমত লাভের বিশেষ মাধ্যম। এছাড়াও হাদীস ও হিফযুল হাদীসের নানাবিধ ফযীলত ও উপকার রয়েছে—

ক. হাদীস মুখস্থ করলে খুব সহজেই তার মর্ম ও ব্যাখ্যা বোঝা যায় এবং তার প্রচার-প্রসার করা যায়।

খ. হাদীস মুখস্থ করা আল্লাহর রহমত লাভের কারণ।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

"

نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ

আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তিকে সজীব ও প্রাণবন্ত রাখুন, যে আমার হাদীস শুনে ভালোভাবে মুখস্থ করে, তারপর তা অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়।[১]

উপর্যুক্ত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যে-ব্যক্তি হাদীস মুখস্থ করবে, আল্লাহ তাকে দুনিয়ায় সজীব ও প্রাণবন্ত রাখবেন। তার ওপর রহমতের বারিধারা বর্ষণ করবেন এবং পরকালে তাকে জান্নাতের অফুরন্ত নিয়ামত দিয়ে পুরস্কৃত করবেন।

গ. হাদীস মুখস্থকারী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দৃষ্টিতে প্রশংসিত।

আবু মূসা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 'নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে যে-হিদায়াত ও ইলম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তার দৃষ্টান্ত হলো জমিনের ওপর পতিত প্রবল বর্ষণের ন্যায় উর্বর কোনো ভূমির মতো যা পানি শুষে নিয়ে প্রচুর পরিমাণে উদ্ভিদ ও সবুজ তরুলতা উৎপন্ন করে। আর কোনো কোনো ভূমি থাকে রুক্ষ ও কঠিন, যা পানি আটকে রাখে। পরে আল্লাহ তাআলা তা দিয়ে মানুষের উপকার করেন; তারা নিজেরা পান করে, (পশুর পালকে) পান করায় এবং তা দিয়ে চাষাবাদ করে। আবার কোনো কোনো ভূমি রয়েছে, যা একেবারে মসৃণ ও সমতল, তা না পানি আটকে রাখে, আর না ঘাসপাতা উৎপন্ন করে। এই হলো সে-ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং আল্লাহ আমাকে যা-দিয়ে প্রেরণ করেছেন, তা দ্বারা উপকৃত হয়। ফলে সে নিজে শেখে এবং অপরকে শেখায় এবং এটা ওই ব্যক্তির দৃষ্টান্ত—যে সে-দিকে মাথা তুলে তাকায় না এবং আমি যে-হিদায়াত নিয়ে প্রেরিত হয়েছি, তা গ্রহণও করে না।[২]

বস্তুত, এ হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিদায়াতের ভিত্তিতে মানব জাতিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন—

এক. জ্ঞানী ও বোধসম্পন্ন, যারা দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করেন এবং মানুষের নিকট তা পৌঁছে দেন। এভাবে তারা নিজেরা যেমন উপকৃত হন তেমনি অন্যদেরও উপকৃত করেন। এরা হলেন—ওই ভূমির ন্যায়, যে-ভূমি পানি ধারণ করে নিজে উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি শস্য উদগত করে অন্যদেরও উপকৃত করে।

---

[১] *জামি তিরমিযী*, ২৬৫৮, হাদীসটি সহীহ।

[২] *সহীহ বুখারী*, ৭৯; *সহীহ মুসলিম*, ২২৮২।

দুই. প্রচারক, যারা দ্বীনী ইলম মুখস্থ করেন এবং মানুষের নিকট পৌঁছে দেন। কিন্তু নিজেরা তেমন বোধসম্পন্ন নন। ফলে তারা নিজেরা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় উপকৃত হতে না-পারলেও তাদের মাধ্যমে অন্যরা ঠিকই উপকৃত হয়। এরা হলেন—ওই ভূমির ন্যায় যে-ভূমি পানি ধারণ করে অন্যদের উপকৃত করতে পারলেও; নিজে তেমন সুফল লাভ করতে পারে না।

তিন. মূর্খ ও নির্বোধ, যারা দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করে না। সেহেতু মানুষের মাঝে প্রচারও করতে পারে না। ফলে নিজেরা যেমন উপকৃত হতে পারে না; ঠিক তেমনি অন্যদেরকেও উপকৃত করতে পারে না। এরা ওই ভূমির ন্যায় যে-ভূমি পানি ধারণ করে নিজে যেমন উপকৃত হতে পারে না, তেমনি ফসল উৎপন্ন করে অন্যদেরও উপকৃত করতে পারে না।

কাজেই প্রথম দুই শ্রেণির মানুষ প্রশংসিত আর শেষ শ্রেণির মানুষ ঘৃণিত ও ধিকৃত।

ঘ. হাদীস অনুসন্ধান ও মুখস্থ করা জান্নাতের পথকে সুগম করে। এছাড়া দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের যে-সব ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, তা এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ঙ. হাদীস মুখস্থ করা নবী ও তার সত্যিকারের উত্তরাধিকারীদের বৈশিষ্ট্য।

চ. হাদীস মুখস্থ করা বরকতের সোপান।

শাইখ ইবনু বায রাহিমাহুল্লাহ বলেন, যদি কোনো মুসলিম হাদীসের জ্ঞান অর্জন করে, অথবা শুধু হাদীস পাঠ করে তবে তার জন্যও অঢেল নেকি ও পুণ্য রয়েছে। কেননা, হাদীস পাঠ করাও জ্ঞানার্জনের অন্তর্ভুক্ত। আর জ্ঞানার্জন সম্পর্কে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে-ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য বিশেষ কোনো পন্থা অবলম্বন করে কিংবা কোথাও যাত্রা করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।

উপর্যুক্ত হাদীস থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, জ্ঞানার্জন করা এবং হাদীস মুখস্থ ও চর্চা করা একদিকে যেমন জান্নাত লাভের মাধ্যম; অপর দিকে তেমনি জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, যার ব্যাপারে আল্লাহ কল্যাণ চান, কেবল তাকেই তিনি দ্বীনের জ্ঞান দান করেন।

দ্বীনের জ্ঞান কেবলমাত্র কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমেই অর্জিত হয়। অতএব, কাউকে যদি হাদীসচর্চায় সময় দিতে দেখা যায়, তাহলে বুঝতে হবে যে, আল্লাহ তার কল্যাণ চেয়েছেন।[১]

---

[১] শাইখ ইবনু বায রাহিমাহুল্লাহ-র ওয়েবসাইট থেকে গৃহীত।

আমাদের অন্যান্য সেরা গ্রন্থসমূহ

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/সংকলক	মূল্য
০১	জীবন যেখানে যেমন	আরিফ আজাদ	২৬০
০২	নবি-জীবনের গল্প	আরিফ আজাদ	২৪৩
০৩	বেলা ফুরাবার আগে	আরিফ আজাদ	৩১৫
০৪	প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ-২	আরিফ আজাদ	৩৭০
০৫	আরজ আলী সমীপে	আরিফ আজাদ	২৫০
০৬	মা, মা, মা এবং বাবা	আরিফ আজাদ	২৬০
০৭	প্রত্যাবর্তন	আরিফ আজাদ	৩৩০
০৮	সুখী পরিবার নির্মাণের রূপরেখা	ড. আব্দুল কারিম বাক্কার	১৭৫
০৯	সন্তান গড়ার কার্যকরী কৌশল	ড. আব্দুল কারিম বাক্কার	১৪৫
১০	পারিবারিক সম্পর্কের বুনন	ড. আব্দুল কারিম বাক্কার	১৩০
১১	সন্তানের বয়ঃসন্ধিকালের মনস্তত্ত্ব	ড. আব্দুল কারিম বাক্কার	১৬৫
১২	শিশুদের সমস্যা আমাদের করণীয়	ড. আব্দুল কারিম বাক্কার	১৭৫
১৩	সন্তানকে বইমুখী করার কৌশল	ড. আব্দুল কারিম বাক্কার	১৪৫
১৪	কে উনি?	মোহাম্মাদ তোয়াহা আকবর	১৭২
১৫	ওপারেতে সর্বসুখ	আরিফুল ইসলাম	১৯০
১৬	আরবি রস	আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব	১৮৬
১৭	জবাব	মুশফিকুর রহমান মিনার	৩০০
১৮	ভ্রূণের আর্তনাদ	শাহিনা বেগম	১৬৮
১৯	আকিদাতুত তাহাবি [ব্যাখ্যাগ্রন্থ]	শাইখ আব্দির রহমান আল-খুমাইস	২৪৫
২০	প্রোডাক্টিভিটি লেসনস	শাইখ মাশআল আব্দুল আজিজ	১৫২
২১	সূরা ইউসুফ:পবিত্র এক মানবের গল্প	শাইখ আলি জাবির আল-ফাইফি	১৮৬
২২	বিষয়ভিত্তিক বিশুদ্ধ হাদিস	শাইখ ড. আওয়াদ আল-খালফ	৫১৫
২৩	শিকড়ের সন্ধানে	হামিদা মুবাশ্বেরা	৪৩০
২৪	গল্পগুলো অন্যরকম	সমকালীন টিম	৩৫০
২৫	তারাফুল	আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব	২৩২

ক্রমিক	বইয়ের নাম	লেখক/সংকলক	মূল্য
২৬	ইমাম আবু হানিফা رحمه الله	আবুল হাসানাত	২৫৫
২৭	ইমাম শাফিয়ি رحمه الله	আব্দুল্লাহ মাহমুদ, আব্দুল্লাহিল মামুন	২৪৩
২৮	ইমাম মালিক رحمه الله	আব্দুল্লাহ মাহমুদ	২৪৩
২৯	ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল رحمه الله	যোবায়ের নাজাত	২৫৫
৩০	হাসান আল-বাসরি رحمه الله	আব্দুল বারী	১৭৫
৩১	আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক رحمه الله	আবুল হাসানাত	২৬৫
৩২	তিনিই আমার রব	শাইখ আলী বিন জাবির আল ফাইফি	২৭২
৩৩	তিনিই আমার রব (দ্বিতীয় খণ্ড)	শাইখ ড. রাতিব আন-নাবুলুসি	২৬০
৩৪	তিনিই আমার প্রাণের নবি	শাইখ আলী জাবির আল-ফাইফি	১৮৬
৩৫	নবীজি ﷺ	শাইখ আয়িয আল-কারনী	২৭৮
৩৬	রিক্লেইম ইয়োর হার্ট	ইয়াসমিন মুজাহিদ	২৫০
৩৭	পড়ো-১	ওমর আল জাবির	২২০
৩৮	পড়ো-২	ওমর আল জাবির	২৮০
৩৯	ফেরা	সিহিন্তা শরীফা, নাইলাহ আমাতুল্লাহ	১৯০
৪০	ফেরা-২	বিনতু আদিল	১৯০
৪১	বিশ্বাসের জয়	ড. হুসামুদ্দিন হামিদ	২৪৫
৪২	অশ্রুজলে লেখা	শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম	২৯০
৪৩	মেঘ রোদ্দুর বৃষ্টি	রৌদ্রময়ীরা	২৮৬
৪৪	কুরআনের সাথে হৃদয়ের কথা	শাইখ ইবরাহীম আস-সাকরান	২৬০
৪৫	খুশূ-খুযূ	ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম	১২৫
৪৬	হাইয়া আলাস সালাহ	শাইখ আবু আব্দিল আযিয	১৭৫
৪৭	ভালোবাসার রামাদান	ড. আয়িয আল-কারনী	৩০৮
৪৮	সেরা হোক এবারের রামাদান	রৌদ্রময়ী টিম	২৬০
৪৯	জিলহজের উপহার	আব্দুল্লাহিল মা'মুন	১৪০
৫০	হিফয করতে হলে	শাইখ আব্দুল কাইয়্যুম আস-সুহাইবানী	১৪১
৫১	সবর	ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম	২৬০
৫২	সালাফদের জীবনকথা	শাইখ আব্দুল আযীয	৩২০

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

মানুষের মধ্যে কতক লোক আল্লাহর পরিজন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, তারা কারা?' তিনি বললেন, 'কুরআনের বাহকগণ আল্লাহর পরিজন ও বিশেষ বান্দা।'

কুরআনের পরশে প্রতিটি বস্তুই পরিণত হয় পরম সম্মান ও মর্যাদার পাত্রে। যে-মাসে এ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, সে-মাস অন্য মাসের চেয়ে অধিক সম্মানের। যে-রাতে এ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সে-রাত অন্য রাতের তুলনায় অধিক মর্যাদার। যে-নবীর ওপর এ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তিনিই সকল নবীর পথিকৃৎ। অতএব, কুরআনের সংস্পর্শে এসে কুরআন অধ্যয়ন ও মুখস্থ করে একজন সাধারণ মানুষও পরিণত হন মহান ব্যক্তিত্বে। আর এভাবেই রচিত হয়েছিল ইসলামের ইতিহাসে কুরআন মুখস্থকরণের সোনালি অধ্যায়।

কীভাবে পবিত্র কুরআন ও হাদীস সহজে মুখস্থ করা যায়, কীভাবে তা স্থায়ীভাবে ধারণ করা যায় এবং এর সহায়ক উপায়সমূহ কী—এসব নিয়ে চমৎকার আলোচনার সমাবেশ ঘটেছে মূল্যবান এই গ্রন্থখানিতে।